“আমি আপনাকে চুমু খেতে চাই” এই কথাটা বাইকে হেলান দেওয়া ঐ ছেলেটাকে গিয়ে বলবে ।

এহেন কথা শুনে কুহুর আত্মাটা ছ্যাৎ করে উঠলো।চশমাটা ঠিকঠাক করলো সে।আজ’ই ভার্সিটিতে প্রথম দিন তার আর আজকেই রেগিং এর শিকার হতে হলো তাকে।কুহু মাথার উড়নাটা ঠিক করে নিচু স্বরে বলে উঠলো

-‘আ’আমি পারবো না।দয়া করে আ’আমার ফোনটা দিয়ে দিন।

মেয়েগুলো পাঁচ জনের মতো ছিল। লিডার মেয়েটা বলে উঠলো

-‘সিনিয়রদের আদেশ যে পালন করতেই হবে।

কুহুর ভয় হতে লাগলো এবার। আশেপাশে তাকিয়ে নিজের বান্ধবী রোদেলাকে খুঁজতে লাগলো।দুজনের ভাগ্যক্রমে এক’ই ভার্সিটিতে চান্স

এসেছে।কুহুকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে মেয়েগুলোর মাঝে থেকে বলে উঠলো-'এদিক ওদিক তাকিয়ে লাভ নেই মামনি।যাও গিয়ে চুমুটা খেয়ে আসো।

কুহু ভয়ে ভয়ে বলে উঠলো

-'উ'উনি যদি মারে আমাকে...

মেয়েগুলো কেমন জোরে জোরে হাসতে লাগলো এটা শুনে।একজন বলে উঠলো

-‘আরেহ কুল! কিছু বলবে না।কিছু বললে কি আর তোমাকে যেতে বলতাম আমরা?

কুহু দ্বিধা-দ্বন্দে ভুগতে লাগলো। এভাবে একটা অচেনা ছেলেকে সে কি করে চুমু খাওয়ার কথা বলবে? সে বলে উঠলো-‘শা’শাস্তিটা কি?

মেয়েগুলো একজন আরেকজনের দিকে তাকালো।হঠাৎ তখন তাদের যুক্ত একজন যুবক।সে বলে উঠলো

-'আমার গার্লফ্রেন্ড হতে হবে।
কুহু তাকালো যুবকটার দিকে তাকালো।চেহারাতেই যেন ফুটে উঠছে ছেলেটার চরিত্র।কুহু পেছন ঘুরে বাইকে হেলান দেওয়া ছেলেটাকে দেখলো একবার। ছেলেটার পেছন সাইড দেখা যাচ্ছে শুধু।কুহু বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেল।সে কাঁপা কাঁপা পায়ে নিচের দিকে দৃষ্টি রেখে সামনে এগিয়ে

গেলো।ওরা সবাই বাঁকা হাসলো। এই মুহূর্তে এখানে কি হতে পারে তা সবার'ই জানা।-'কিরেহ আহনাফ! তোর মুখ এমন বান্দরের বিশেষ জায়গার মতো করে রেখেছিস কেন?

আদিতের কথা শুনে নাতাশা আর আরিফ হো হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু আহনাফের থেকে কোনো উত্তর এলো না।সে এক'ই ভঙ্গিমাতে

সিগারেট খেয়ে মুখ থেকে ধোয়ার কুণ্ডলি বের করছে।দৃষ্টি তার আকাশের দিকে।আদিত আবার বলে উঠলো

-‘আংকেল কি প্যাদানি দিয়েছে নাকি যে মুখ এমন করে রেখেছিস?আরে এ....

আদিতের কথার মাঝেই আহনাফের গম্ভীর স্বর ভেসে এলো

-‘দুই কানেই শুনতে পাস তুই?

আদিত দাঁত কেলিয়ে হেসে বললো-‘আরে তাহলে আবার! দুই মাইল দূরে কিসের শব্দ হচ্ছে সেটাও এই আদিত আহমেদ শুনতে পায়।হাহ্!

-‘আরেকটা বাজে কথা বললে আর পাবি না শুনতে।আর আমি করবো সেটার ব্যবস্থা।

আদিত মেকি হেসে নিজের দুইগালে হাত রেখে নাতাশা আর আরিফের

পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো।নাতাশা আর আরিফ আট্টহাসিতে ফেটে পড়লো তা দেখে।আহনাফ এক ভ্রু উঁচু করে তাকালো তাদের দিকে।সাথে সাথেই তারা চুপ হয়ে গেল।অহনাফ কিছু বলতে যাবে তার আগেই কারো কান্নার শব্দ ভেসে এলো কানে। কান্নার শব্দটা খুব কাছ থেকেই আসছে।আহনাফ পেছন ঘুরে তাকাতেই দেখলো যে একটা মেয়ে

তার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কান্না করছে।
কুহু মাথা নিচু করে রেখেছে যার দরূণ কর্ণ ওর মুখটা ঠিক করে দেখতে পেল না।আহনাফ বলে উঠলো
-'এটা কি কান্না করার জায়গা? অন্য কোথাও গিয়ে কাঁদো... যাও..আহনাফের ধমকে কুহু কেঁপে উঠলো।মাথাটা উঁচু করে তাকালো

তার দিকে।আহনাফের কুচকে যাওয়া ভ্রু সিথিল হয়ে গেল তাৎক্ষণাৎ।বিরক্তিরা যেন নিমিষেই উধাও হয়ে গেল।শ্যামবর্ণের একটা মেয়ে।মুখে তার অদ্ভুদ এক মায়া। কান্নার কারণে চোখের ঘন পাপড়িগুলো কেমন যেন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।ফোলাফোলা গাল দুটো বেশি আকর্ষণ করছে যেন। আহনাফ পলক ফেলতে ভুলে গেল।হাতে

থাকা সিগারেটটা কখন যে পড়ে গেছে আহনাফের তা খেয়াল নেই। সে ব্যস্ত সামনে দাঁড়ানো এক মায়াপরিকে দেখতে।গোলগাল মুখটাকে পরখ করতে ব্যস্ত সে।তার মনে ওমন সময় কেন যেন একটা নাম বেজে উঠলো—"তিলোত্তমা।" এদিকে আহনাফকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে কুহুর ভয় যেন আরো বেড়ে গেল।সে আবার কান্না করে

ফেললো।আহনাফের কাছে ব্যাপারটা আরো বেশি আকর্ষণীয় লাগলো।যে মেয়েকে কাঁদলেই এতো ভালো লাগে তাকে হাসলে কতটা ভালো লাগবে?-'এই মেয়ে তুমি কাঁদছো কেন? কান্না করার আর জায়গা পেলে না! এই সিংহের সামনে এসেই কাঁদতে হলো!

শেষের কথাটা মনে মনে বললো আরিফ।এদিকে কুহু একবার পেছনে

তাকালো।ওরা এদিকেই তাকিয়ে। কুহুর ফোনটা ফেলে দেবে এমন এক হুমকি দিল ইশারায়।কুহু তাৎক্ষণাৎ সামনে ঘুরে বলে উঠলো -'আমি আপনাকে চুমু খেতে চাই। ব্যাস! এই একটা কথাই যথেষ্ট ছিল সবার মাথায় হাত দেওয়ার জন্য। তখন আহনাফের চেঁচানোতে অনেকের নজর'ই ওদের দিকে এসেছে।কুহুর কথা শুনে কেউ কেউ

ঠোঁট চেপে হাসতে লাগলো আবার কেউ রাগে ফুঁসতে লাগলো। আহনাফকে এক দেখায় কেউ চোখ সরাতে পারবে না। স্বপ্নের সেই রাজকুমারের বাস্তব প্রতিচ্ছবি যেন এই আহনাফ।এ কারণে আহনাফকে চুমু খাবে এই কথাটা শুনে অনেকেই রাগে ফুঁসছে।আবার হাসছেও যে..

-‘এর মতো একটা বস্তির মেয়ে কিনা চুমু খেতে চাচ্ছে আমাদের

আহনাফকে! চেহারাটা দেখ! কালো ভূত একটা!

অনেকেই হাসতে লাগলো এসব বলে।আবার কেউ কেউ বলছে-‘শুধু থাপ্পরের অপেক্ষা।এক্ষুণি আহনাফ এই মেয়েকে থাপ্পর মেরে সিধে করে দিবে।

এদিকে কুহু কথাটা বলেই চোখ খিঁচে বন্ধ করে ফেলেছে।সবাই অধির আগ্রহে বসে রয়েছে

আহনাফের থাপ্পরের জন্য।এদিকে কুহু ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।মনে মনে আল্লাহকে বলছে যে “এবারের মতো বাঁচিয়ে দাও আল্লাহ।বাপের জন্মে আর এই ভার্সিটিতে আসবো না।” হঠাৎ নিজের গালে নরম কিছুর স্পর্শ পেতেই থমকালো সে। পিটপিট করে চোখ মেলতেই হা হয়ে গেল সে।তাৎক্ষণাৎ দু কদম পিছিয়ে গেল সে।এদিকে সবার মুখ

হা হয়ে গেছে।লিডার মেয়েটা এতো বড় করে তাকিয়েছে যেন চোখের মনি কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে। আহনাফ..আহনাফ একটা মেয়েকে চুমু খেয়েছে! আদিত,আরিফ আর নাতাশা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে একবার আরেকবার আহনাফের দিকে।একপর্যায় তিনজন একসাথে বলে উঠলো—“তেরে ঢোলনা!”তারপরেই তিনজন জ্ঞান

হারিয়ে পড়ে গেল।এদিকে কুহু ব্যাগটা বুকে চেপে পেছনে সরতে সরতে এক পর্যায় দৌঁড় লাগালো। আহনাফের ঠোঁটের কোণে কেমন এক হাসি ফুটে উঠেছে।

এদিকে কুহু মেয়েগুলো সামনে গিয়ে থামলো।দেখলো তার ফোনটা নিচে পড়ে রয়েছে।কুহু ফোনটা উঠিয়ে নিয়ে একবার আহনাফের দিকে তাকালো যার তীক্ষ্ণ নজর এখনো

তার উপরেই।কুহুর বুক দুরুদুরু করছে।সে দৌঁড়ে ভার্সিটি থেকে বেরিয়ে গেল আর মনে মনে বললো —“বা/লের ভার্সিটি! আর আসবো না আমি।”

এদিকে কুহুকে দৌড়াতে দেখে রোদেলা বোকা বনে গেল।মাত্র’ই সে ভার্সিটির গেইট পেরোচ্ছিল।সে চেঁচিয়ে উঠলো

-‘আরে কুহু..দৌড়াচ্ছিস কেন...?কুহু এমনভাবে দৌঁড়াচ্ছে যেন পেছনে কুকুর না না আস্ত এক ডায়নাসর তাড়া করেছে তাকে।রোদেলা নিজেও দৌঁড় লাগালো কুহুর পেছন পেছন।

-‘কুহু মেরি জান...বেবি দাঁড়া....

রোদেলার মুখে এমন জান,বেবি শুনে রাস্তার মানুষজন অদ্ভুদ নয়নে তাকালো তার দিকে।কিছু তাগড়া

যুবক চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল।তাদের মাঝে থেকে একজন আফসোসের সুরে বলে উঠলো

-'এইজন্য'ই আমরা মেয়ে পাই না।

ছেলেটা হঠাৎ খেয়াল করলো তার হাতের বিস্কুটটা নেই।রোদেলা চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"ধন্যবাদ কাকু।"

ছেলেটা বলে উঠলো—ঐ.. আমার বিস্কুট ঐটা..আর কে তোর কাকু?

ছেলেটাও দৌঁড় লাগালো ওদের পেছনে আর বলতে লাগলো -'চোর..চোর..বিস্কুট চোর....রোদেলা পেছন ঘুরে দেখলো যে ছেলেটা তার দিকেই দৌঁড়ে আসছে।সে বোকা বনে গেল।সে দৌড়ের স্পিড বাড়িয়ে দিল।দেখা গেল একটা সময় সে কুহুকে ছাড়িয়ে চলে গেল।কুহু থেমে গেল।হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁপাতে লাগলো।রোদেলার পা কি

অটোমেটিক হয়ে গেল? কুহু বলে উঠলো

-'রোদ..ব্রেক কষ এবার....

রোদেলা বলে উঠলো

-'পেছনে দেখ...

কুহু পেছনে তাকাতেই দেখলো যে বিশ জনের মতো দৌঁড়ে আসছে তাদের দিকে।কয়েকজনের হাতে লাঠির দেখাও পেল সে।ভ্রু কুচকে

এলো তার। তাদের মাঝে একজন চেঁচাচ্ছে

-‘স্বর্ণের বিস্কুট নিয়ে গেলো আমার... চোর..চোর..রোদেলা বুঝলো তাকে ধরতেই মিথ্যা কথাটা বলছে। স্বর্ণের বিস্কুট না বা/লের বিস্কুট! এদিকে কুহু বুঝলো না তারা কেন দৌড়াতে যাবে।তারা কি...আর কিছু ভাবার আগেই নিজের হাতে টান অনুভব

করলো।রোদেলা তাকে নিয়ে আবার দৌড়াতে লাগলো।কুহু বলে উঠলো -‘বা/লের দিন একটা..

রোদেলা বললো—“উঁহু..কপালটাই বা/লের।”কুহু শেখ..বাবা-মা নেই। তার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার বাবা-মা মারা যায় একটা গাড়ি এক্সিডেন্টে।তখন তার দাদি তার দায়িত্ব নেয়।কিন্তু তার যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন সেই দাদিও তাকে

একা করে চলে যায়।দাদি মারা যাওয়ার পর তার এক মামা তার দায়িত্ব নেয়।

আদিত বলে উঠলো

-‘এ দেখি দায়িত্বের রেলগাড়ি! তা এরপর কে নিল?না মানে মামা কি আছে নাকি সেও....

লোকটা বলে উঠলো

-‘না স্যার, মামা আছে।আর..

আরকিছু বলার আগেই হাত উঠিয়ে লোকটাকে থামিয়ে দিল আহনাফ।সে বললো

-‘এসব ছাড়ো..এটা বলো যে.. সে কি সিঙ্গেল..?আহনাফের এই কথা শুনে আদিত,আরিফ আর নাতাশা হা হয়ে গেল।হচ্ছেটা কি আসলে?এটা কি সত্যিই তাদের আহনাফ? যে আহনাফ কিনা মেয়েদের দিকে তাকানোর প্রয়োজন মনে করে না

সেই আহনাফ এটা?সকালে ভরা মাঠে একটা মেয়েকে চুমু খেল আবার এখন জিজ্ঞাসা করছে যে মেয়েটা সিঙ্গেল নাকি! আদিত আর মুখ বন্ধ করে থাকতে পারলো না। সে বলেই উঠলো

-'আহনাফরে জ্বিনে ধরছে মামা... তোরা দোয়া-দরূদ পড় ভাই...এটা আমাদের আহনাফ না..

আহনাফ বিরক্তিতে ‘চ’ সূচক শব্দ করলো।আদিত কোথায় যেন চলে গেল।সবাই বর্তমানে আহনাফের ফ্ল্যাটে রয়েছে।আহনাফ এবার ফাইনাল ইয়ারে।আহনাফের একটা কোচিং সেন্টার আছে।এছাড়া তার একটা ক্যাফে আছে। ভার্সিটির পাশে হওয়াতে ক্যাফেটাও বেশ ভালো চলে।আহনাফের এতেই হয়ে যায়। বাবার টাকায় নিজের খরচ

চালানোটা তার সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়।এমনিতেই বাবার সাথে তার যে সম্পর্ক!

এদিকে আদিত কোথা থেকে একটা ঝাড়ু নিয়ে এসে বলতে লাগলো-'বন্ধুগণ...তুলে নেও নিজের হাতিয়ার আর মুক্ত করো আমাদের আহনাফকে।আহনাফ বন্ধু আমি আসছি...

আদিতকে ঝাড়ু নিয়ে দৌঁড়ে আসতে দেখে আহনাফ দাঁড়িয়ে পড়লো।পায়ে থাকা স্যান্ডেলটা খুলে আদিতের দিকে ছুঁড়ে মারলো।আদিত সরে গেল তাৎক্ষণাৎ।নাতাশা আর আরিফ হো হো করে হাসতে লাগলো। আহনাফ তীক্ষ্ণ নয়নে ওদের দিকে তাকালো।ওরা চুপ হয়ে গেল। আহনাফ বলে উঠলো

-‘আর একটা শব্দও যদি বের হয় কারোর মুখ থেকে তাহলে দেখিস...

সবাই চুপসে গেল।আদিত দুই হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরলো।তার যে একটা ননস্টপ মুখ! দুই হাত দিয়ে চেপে রেখেও যদি আটকানো যায়! আহনাফ কালো স্যুট পড়া লোকটার দিকে তাকালো।এরপর বললো-‘আপনি বলুন..

সে বললো

-‘জ্বি স্যার..কুহু..

আহনাফ তার দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো।লোকটা একটু থতমত খেল।সে ভুল সুধরে বললো

-‘নাহ মানে..হ্যাঁ, ম্যাডাম অবিবাহিত।বয়ফ্রেন্ড আছে নাকি তা সঠিক বল..

আহনাফ কথার মাঝেই বলে উঠলো

-‘আপনি আসতে পারেন।

লোকটা মাথা নাড়িয়ে চলে গেল।লোকটা যেতেই আরিফ বলে উঠলো

-‘তুই আসলে চাইছিসটা কি,আহনাফ?
আহনাফ ঠোঁটের কোণে কেমন একটা হাসি ফুটে উঠলো।হঠাৎ সে বলে উঠলো
-‘আগামী ছয় মাসের মধ্যে আমি বিয়ে করছি ।দাওয়াত রইলো তোদের।এখন ভাগ..
সবাই একসাথে বলে উঠলো
—“অ্যাঁ!!!!”

আহনাফ ওদের হাত ধরে বের করে দিয়ে বললো—“হ্যাঁ।”-‘কিসের হ্যাঁ? হ্যাঁ মানে কি?একটা দিব তোকে কানের নিচে! কালকে যেন ভার্সিটিতে দেখতে পাই আপনাকে। বুঝছেন না অন্যভাবে বুঝাবো?

কুহু কিছুক্ষণ চুপ হয়ে বসে রইলো। ঐ ভার্সিটিতে আবার যাবে সে! মান-সম্মান তো অলরেডি টাটা বলে দিয়েছে তাকে।কুহুর থেকে উত্তর না

পেয়ে ফোনের উপাশ থেকে রোদেলা চেঁচাতে লাগলো

-'হ্যালো...শুনতে পাচ্ছিস?

কুহু বললো

-' ভেবে জানাচ্ছি।বাই..

কুহু কল কেটে দিল।রোদেলা আবার কল করবে সে জানে তাই ফোনটা অফ করে দিল ।এরপরেই ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিল। চোখটা বন্ধ করতেই আহনাফের চুমু

খাওয়ার বিষয়টা তার মানসপটে ভেসে উঠলো।কুহু তাৎক্ষণাৎ চোখ মেলে তাকালো।উঠে বসলো তাৎক্ষণাৎ।ডান গালে হাত রাখলো সে।এই গালেই তো চুমু খেয়েছিল! কুহুর মস্তিষ্কে কিছু একটা ভেসে উঠলো।সে আবার শুয়ে পড়লো। হঠাৎ তার চোখের কোণা বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো।সে আস্তে করে আওড়ালো-'যাদের বাবা-মা নেই

তাদের জীবন এতো কঠিন কেন হয়?
তখন'ই দরজায় কারো কড়াঘাতের শব্দ শোনা গেল।মনে হচ্ছে যেন কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে দরজা ধাক্কাচ্ছে।কুহু চোখ মুছে উঠে বসলো।উড়নাটা মাথায় দিয়ে দরজা খুললো সে। দরজা খুলতেই আনোয়ারা বেগম ওর চুলের মুঠি ধরে ক্ষিপ্ত স্বরে বলে উঠলেন

-‘রান্নাঘরের এঁটো বাসনগুলো কি তোর ম/রা মা এসে ধুয়ে দিবে? নাকি তোর মরা দাদি ধুয়ে দিবে? সন্ধ্যা হয়ে গেল এখনো নবাবজাদির মতো ঘরে বসে আছিস যে!

কুহু বলে উঠলো

-‘মামি, তুমি আমাকে যা খুশি বলো। ওদেরকে কেন টানছো মাঝে?

আনোয়ারা বেগম বলে উঠলেন-‘ওমাগো মা! মেয়ের মুখে

বুলি ফুটেছে দেখি! তা কি করবি ওদেরকে টানলে?কলঙ্কিনী মেয়ে একটা!মান সম্মান এমনিতেই ডুবিয়েছিস.. এখন আবার কথা বলিস তুই..

কুহু কিছু বললো না।আনোয়ারা বেগম ওর চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা দিলেন।কুহু ছিটকে পড়ে গেল।

-‘দশ মিনিটের মাঝে যেন বাসনগুলো পরিষ্কার দেখি আমি। আসছে আমার নবাবজাদি..!

আনোয়ারা বেগম চলে গেলেন।কুহু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।এগুলো নতুন না তার জীবনে।তবে সে আফসোস করে না।এরা যে তাকে থাকতে দিয়েছে আবার পড়াশোনার খরচ চালাচ্ছে এটাই অনেক।তাছাড়া মামিও তো এমন ছিলেন না।কোথাও

না কোথাও সবকিছুর জন্য সে'ই দ্বায়ী। কুহু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো।-'মা, তুমি আবার কুহুর সাথে এমন করেছো..! ট্রাস্ট মি আমি আর বাড়িই আসবো না।

হঠাৎ কারো কণ্ঠস্বরে খানিকটা চমকে উঠলো কুহু।দরজার দিকে তাকাতেই ভেসে উঠলো এক পরিচিত মুখ।কুহু একবার তাকিয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিল।মাথার উড়নাটা

ঠিক করলো।কোনোমতে উঠে দাঁড়ালো সে।এরপর বলে উঠলো
-'আয়ান ভাইয়া, আপনি আপনার রুমে যান।মামি আপনাকে এখানে দেখলেই রেগে যাবে।
আয়ান কুহুর কথার বিপরীত কাজ করলো।সে উল্টো রুমের ভেতর এসে বিছানায় বসলো। এরপর বললো

-'এতোদিন পর আসলাম..কেমন আছি কোথায় সেটা জিজ্ঞাসা করবি তা না...''আপনি রুমে যান,ভাইয়া..'' আয়ান ব্যঙ্গ করে বললো শেষের লাইনটা।কুহু হালকা হাসলো।আয়ান তাকিয়ে রইলো সেইদিকে।এই হাসিটাকে যে কত মিস করেছে সে! হোস্টেল থাকলেও মনটা সবসময় তার এখানেই পড়ে থাকতো।এই মেয়ের চিন্তায় দিন পার হয়ে যেত

তার।এদিকে আয়ানকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে কুহু বলে উঠলো-‘আ’আমি আসছি।মামি বকবে আবার...

আয়ানের খুব করে মন চাইলো বলতে—“যাস না, সুহাসিনী।প্লিজ আমার সামনে এসে বস।কতগুলো মাস দেখিনি তোকে।আমার চোখগুলো যে বড্ড তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছে!” কিন্তু বলতে পারলো না

সে।কুহু ততক্ষণে চলে গেছে।কুহু বড্ড বিরক্ত।বিরবির করে বললো -‘অসুন্দর হয়েও শান্তি নেই।ছেলে মানুষ এমন কেন? মেয়ে দেখলেই হা করে তাকিয়ে থাকতে হবে তাদের! বা/লের জীবন আমার! সময়..ভোর পাঁচটা।কুহু ফজরের নামাজ শেষ করে উঠে দাঁড়ালো।সে জানে আজ ঠিক কি হতে পারে তার সাথে।মামি নিশ্চই আজ তার কাঁধে

হাজারটা কাজ চাপিয়ে দিবে। গতকালকেও তো তাই করেছিল। কোনোমতে কাজ শেষ করে ভার্সিটি গিয়েছিল সে।এখন মনে হচ্ছে না গেলেই ভালো হতো।তবে আজকে সে ভার্সিটি যাবে।গতকাল ফোন অন করার পর রোদেলা পইপই করে বলেছে তাকে।কুহু দরজা খুলে বেরোতে যাবে তখন'ই হঠাৎ কারো বুকের সাথে ধাক্কা খায়।মাথা উঁচু

করে তাকাতেই দেখে আয়ান দাঁড়িয়ে।কুহু বলে উঠলো

-‘এই সাত সকালে আমার রুমের সামনে কিয়ের চুল ফালাচ্ছেন? উফফ! বাবাগো!

আয়ান কপাল কুচকে বললো-‘ছিঃ! কিসব বলিস তুই?আর এমন অশ্লীল আওয়াজ দিচ্ছিস কেন? কট ম্যারেজ করতে চাস নাকি?

আয়ান ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বললো।কুহু এটা শুনে মাথা উঁচু করতেই আয়ানের মাথার সাথে ধাক্কা খায়।অভ্যাসবসত মেয়েটা বলেই বসলো

-‘বা/লের মাথা!.. উফফ! মরে গেলাম!

আয়ান ঠোঁট চেপে হেসে বললো

-‘এখনো তো কিছু করলাম’ই না। এখন’ই মরে গেলি!

কুহু বললো-‘ফালতু কথা বলবেন না।এখানে কি করছেন?

আয়ান দেয়ালে হেলান দিয়ে বললো

-‘দেখতে আসছিলাম যে উঠেছিস নাকি।

-‘আপনি জানতেন আমি এখন উঠবো?

আয়ান মাথা নাড়িয়ে বললো

-‘বাড়ি ছেড়েছি তবে ভুলিনি কিছু।

কুহু কিছু বললো না।আয়ান হঠাৎ বলে উঠলো

-‘আয় আজ আমি তোকে কাজে হেল্প করবো।

কুহু বলে উঠলো

-‘সাত সকালে আমাকে মার খাওয়াতে চাইছেন?সরুন..

কুহু আয়ানকে ঠেলে চলে গেল। আয়ান মুচকি হাসলো।এদিকে কুহু মনে মনে বললো

-‘পারবে না ঘোড়ার আন্ডাটাও উল্টো কাজ বাড়াবে! যত্তসব গোলামের ছাঁও!-‘একখান বিড়ি চাইলাম বিড়ি দিলা না..!

তোমার সঙ্গে কিসের পিরিতি..!

আদিত গানটা গাইতে গাইতে সিগারেটে আগুন জ্বালালো।নাতাশা বলে উঠলো

-‘দে না আমিও একটু খাই..!

নাতাশার কথাটা শেষ হতেই তার মাথায় তিনটা গাট্টা মারা হলো। আহনাফ,আদিত আর আরিফ তিনজন একসাথে মেরেছে।নাতাশা মুখ কুচকালো।আহনাফ বললো

-‘ভবিষ্যতে যেন আর না শুনি।

নাতাশা মুখ কুচকে বললো

-‘তোরা তো ঠিক’ই খাস।ইনফ্যাক্ট এখনো খাচ্ছিস! তোদের ক্যান্সার না হলেও আমার ঠিক’ই হয়ে যাবে এই

ধোঁয়াতে।এর চেয়ে খেয়ে ক্যান্সার হলে মানসিক শান্তি পাবো।

আরিফ বললো-'তোর মুখের সামনে তো আর ধোঁয়া ছাড়ি না।

নাতাশা বললো

-'তো? ধোঁয়াটা বাতাসে ছড়াচ্ছে না? এই বাতাসে অক্সিজেন মিশে রয়েছে আর আমি তো সেই অক্সিজেন'ই গ্রহণ করছি।মানে ইনডায়রেক্টলি আমি সিগারেট খাচ্ছি।

আদিত বলে উঠলো

-‘ভাভাগো ভাভা! মাইয়া তো না যেন আস্ত এক যুক্তির ফ্যাক্টরি!

নাতাশা চুল উড়িয়ে একটু ভাব নিলো।আদিত তখন ওর চুল ধরে দিল এক টান।নাতাশাও আদিতের চুল টেনে ধরলো।আদিত বলে উঠলো

-‘আহনাফ ভাই বাঁচা! ঐ ডায়নি চুল ছাড় আমার!

আহনাফ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো -'চুপ করবি তোরা? কি শুরু করেছিস বাচ্চাদের মতো?

হঠাৎ একটা ছেলে এসে হাজির হলো তখন।আহনাফকে লম্বা করে একটা সালাম দিল সে।সবাই তার দিকে তাকালো।ঢিলাঢালা একটা টি-শার্ট পরণে তার।আহনাফ মুচকি হেসে সালামের জবাব দিল।বাকিরা অদ্ভুদভাবে তাকিয়ে রয়েছে তার

দিকে।কারণ ছেলেটা টি-শার্টের সাথে হাফ প্যান্ট পড়ে এসেছে তাও উল্টো।আর পায়ে মস্ত বড় এক স্যান্ডেল।আহনাফ বললো-‘কেমন আছিস?এই অবস্থা কেন?

রাফি কপাল কুচকে বললো–“এই অবস্থা মানে?”

আহনাফ ওকে নিচের দিকে তাকাতে বললো।রাফি নিচের দিকে তাকাতেই হা হয়ে গেল।তাড়াহুড়োতে প্যান্ট

চেইন্জ করতে ভুলে গেছে।তাও ভাব বজায় রাখতে বললো

-‘এইটাতো নিউ স্টাইল।হেহে..

আহনাফ বললো

-‘উল্টো প্যান্ট পড়াটাও স্টাইল?

-‘ওই আরকি..

রাফি মেকি হাসলো।আহনাফ ওসব কথায় আর গেল না।ও বললো

-‘তোকে একজনের উপর নজর রাখতে হবে।একটা মেয়ের উপর। তোদের এলাকার মেয়ে।

রাফি বললো-‘কোন মেয়ে, ভাই?

-‘কুহু শেখ..কোথায় যাচ্ছে.. কি করছে..সব ইনফরমেশন চাই।

রাফি বললো—“আচ্ছা ভাই..আর..”

রাফির হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো।সে মেকি হাসলো।আহনাফ ইশারায়

রিসিভ করতে বললো।রাফি ফোনটা রিসিভ করেই চেঁচিয়ে উঠলো

-'কিহহ্!!! কো'কোথায়? আচ্ছা..

আহনাফ বললো

-'এনিথিং রং?

রাফি বললো-'আর বলবেন না ভাই! কালকে চায়ের দোকানটাতে বসে চা-বিস্কুট খাচ্ছিলাম।হঠাৎ এক মেয়ে আমার বিস্কুট নিয়ে ভেগে গেল! ওমাহ! আই'ম তো অবাক! গতকাল

দুই মাইল পেছনে ছুটেছি তাও ধরতে পারলাম না।আমার সাথের লোকজন বললো পুলিশকে জানাতে। আমিও কেইস করে এলাম।

সবাই হাবার মতো তাকিয়ে রইলো তার দিকে।নাতাশা বললো

-'বিস্কুটের জন্য মামলা করে ফেলেছেন!

রাফি উপর নিচ মাথা ঝাঁকালো।-‘পুলিশ তাদের ধরেও ফেলেছে।আমি গেলাম, ভাই..

আহনাফ নিজেও হা করে তাকিয়ে। আদিত আরিফের কাঁধে হাত রেখে বলে উঠলো

-‘বড়লোকি ব্যাপার স্যাপার! এতো বড় বড় লোকের মাঝে আমরা হলাম ফকিরন্ননাথ গরিব...-‘স্বর্ণের বিস্কুট!!!!! হুয়াট দ্যা ডিসমিস...!

রোদেলা কথাটা বলে কুহুর দিকে তাকালো।যার শুধু চোখ দেখা যাচ্ছে।আজ সে বোরকা-নিকাব পড়ে এসেছে।ঠিক করেছে যে আজ থেকে এভাবেই আসবে তানাহলে দেখা যাবে সবাই তাকে নিয়ে মজা উড়াবে ঐ ঘটনার জন্য।কুহু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।ঘটনাটা বুঝতে একটু বেগ পোহাতে হচ্ছে তাকে।এদিকে রোদেলা বলে উঠলো

-‘ভাই আমি স্বর্ণের বিস্কুট খেয়ে ফেলেছি! কুহু!!

কুহু বিরক্তভরা নয়ন নিক্ষেপ করলো রোদেলার পানে।মনে মনে আওড়ালো সেই কথাটা—“বা/লের ভার্সিটি! একটাদিন ক্লাসরুম পর্যন্ত যেতে পারি না।এর আগেই কিছু না কিছু ঘটে যায়!”-‘হাবিলদার! ধরো একে। থানায় না নিয়ে গেলে স্বীকার করবে না।

একজন মহিলা হাবিলদার এগিয়ে যেতে নিলে কুহু বলে উঠলো
-‘আরেহ! কি আশ্চর্য! ঘটনার সত্যতা যাচাই না করেই ধরতে আসছেন যে!
সবার নজর এখন ওদের দিকে। রোদেলা আর কুহু ভার্সিটির গেইটে ঢুকতে যাবে ওমনসময় পুলিশ এসে হাজির।রোদেলা বলে উঠলো

-‘কোন শা/লা মামলা করছে আমিও দেখি! আর কি প্রমাণ আছে যে আমিই চুরি করেছি?

কুহু বললো

-‘তার আগে এটা বলুন যে বিস্কুটটা কি আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

লোকটা বলে উঠলো—“নাহ।”

কুহু বললো-‘ওকে চুরি করতে দেখেছেন?

লোকটা দুইপাশে মাথা নাড়িয়ে না বোঝালো।কুহু এবার বললো

-‘এখানে আশেপাশে তো কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা আছে বলেও মনে হয় না।তাহলে আপনি বুঝলেন কি করে যে ও’ই চুরি করছে?

লোকটা থতমত খেলো খানিকটা। পরক্ষণেই ভাব নিয়ে বললো

-‘বুঝতে হবে..পুলিশ বলে কথা!

-‘আরেহ! পেয়ে গেছেন!

সবাই পেছনে ঘুরে তাকালো। রোদেলার ভ্রু কুচকে গেল।এই সেই হতোচ্ছোরাটা! একটা বিস্কুট খেয়েছে বলে তার নামে মামলা করে দিল! এখন আবার বলে কিনা স্বর্ণের বিস্কুট ছিল! ওরে শা/লা! রাফি বললো

-'হ্যাঁ অফিসার, এই মেয়েটাই। গতকালকে সে আমার বিস্কুট নিয়ে

পালিয়ে গিয়েছিল আবার আমাকে কাকুও বলছে!

রোদেলা বলে উঠলো

-‘ভাই এটা কিছু হলো! আপনার বাড়ির দলিল থোরেই নিয়ে গিয়েছিলাম যে মামলা করে আসছেন!

রাফি বললো-‘তার চেয়েও বড় কিছু নিয়ে গেছেন।আমার বিস্কুট, আমার

প্রাণ।বাড়ির দলিলটা চাইলেও দিয়ে দিতাম তবু আমার বিস্কুট না।

রোদেলা কিছুক্ষণ হাবার মতো তাকিয়ে রইলো। কুহু বলে উঠলো

-'আচ্ছা তাই?

রাফি উপর নিচ মাথা ঝাঁকালো।কুহু হঠাৎ পাশের দোকানে গিয়ে এক বয়াম বিস্কুট নিয়ে এলো।এরপর তা রাফির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো

-‘এই নিন এক বয়াম বিস্কুট।এবার আপনার বাড়ি-গাড়ি যা আছে সব কিছু আমার নামে করে দিন।

উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।রাফি ভ্যাবাচ্যাকা খেল।পুলিশ অফিসার বলে উঠলো

-‘ওয় ম্যাডাম জ্বী!! স্বর্ণের বিস্কুট নিয়ে এখন ...

রোদেলা বলে উঠলো-‘আপনার মাথার বিস্কুট! আপনি দেখছেন

স্বর্ণের বিস্কুট ওটা? স্বর্ণের হলে আমি খেলাম কীভাবে?ওই মিয়া! বিস্কুটটা যে স্বর্ণের না সেটা কেন বলছেন না ওনাদের?

একটা হৈ হুল্লোড় পড়ে গেল। ভার্সিটির ভেতর থেকে অনেকেই বাহিরে এসে কাহিনীটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলো।এক পর্যায় আহনাফরাও বেরিয়ে গেল।আহনাফ ঘটনাটা বোঝার জন্য ভিড় ঠেলে

এগিয়ে এলো সামনে।সামনে দাঁড়ানো রমণীকে দেখেই তার কপাল কুচকে গেল। সে বলে উঠলো

-‘রোদ, তুই?

সবার নজর গেল আহনাফের দিকে। রোদেলার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল খুশিতে।সে বলে উঠলো

-‘আরেহ্ আহনাফ ভাই, আপনি!

এরপরেই রাফি বলে উঠলো —“আরেহ ভাই তুমি!”কুহু মনে মনে

বললো—“আরেহ চুমুখোর লোক! পরক্ষণেই সে পেছন দিকে ঘুরে গেল।কোনোমতেই আহনাফকে বুঝতে দেওয়া যাবে না যে এটা কুহু।কিন্তু কুহু বুঝলো না যে এই রোদেলা একে ভাই বললো কেন..! আর নামটা কি বললো? আহনাফ! কোথায় যেন সে এই নামটা শুনেছে! কুহু জটিল অংক কষতে বসলো যেন।

এদিকে রোদেলা আহনাফের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো
-‘দেখুন না আহনাফ ভাই! এই লোক কি শুরু করেছে!
আহনাফ আশেপাশে তাকালো। অনেক মানুষ! সে বলে উঠলো
-‘সিনেমা চলছে না এখানে।আপনারা যার যার কাজে যান।

আহনাফের কথা শুনে একে একে সবাই যাওয়া আরম্ভ করলো। আহনাফ বললো

-‘কি হয়েছে?রোদেলা আর রাফি একসাথে নিজেদের কথা বলতে লাগলো।আহনাফ চেঁচিয়ে উঠলো

-‘চুপপপ....একজন একজন করে বল..রাফি আগে তুই বল।

রোদেলা মুখ ভেংচি কাটলো।রাফি শুধু বললো

-‘ভাই..এটাই সেই বিস্কুট চোর।
আরিফ পেছন থেকে বললো
-‘আয়হায় কি বলো! এ তো দেখি চোর/নি..!
আহনাফ যা বুঝার বুঝে গেল। সে পুলিশ অফিসারের দিকে তাকালো। তাকিয়েই রইলো! অফিসার থতমত খেলেন খানিকটা।সে কি মেয়ে নাকি যে এভাবে দেখছে! তবে আজকাল যে যুগ পড়েছে ছেলেরা ছেলেদেরও

খারাপভাবে দেখে মাই/রি! সে নিজের পোশাকটা একটু ঠিকঠাক করলো।আহনাফ বললো

-'আপনি কোন থানার পুলিশ?

লোকটা বললো—ক'কেন?

-'আগে কখনো দেখিনি আপনাকে।

লোকটা বললো-'আপনি কি আগে জেলখানায় থাকতেন নাকি যে আমাকে চিনবেন?

আহনাফ কিছু বলতে নিলে রাফি বললো
-‘ভাই, আপনি কি এই চোরকে আগে থেকেই চিনেন?
আহনাফের ঠোঁটের কোণে কেমন একটা হাসি ফুটে উঠলো।সে বললো
-‘বোন হয়।
রোদেলার মুখটা চুপসে গেল।তার শোনা পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্যতম বাক্য ছিল এটা।ইহ! আপন বোন

হয় নাকি সে? চাচাতো বোন হয়। এই আহনাফ ভাইটাও না! এদিকে রাফি এটা শুনে বলে উঠলো

-‘হায় আল্লাহ! ভাই, কি বলছেন? আমি যদি আগে জানতাম কোনোদিন কেইস করতাম না....অফিসার! দুঃখিত আমি।ওটা স্বর্ণের বিস্কুট ছিল না।আর আমি আমার কেইস উঠিয়ে নিচ্ছি।আপনারা আসতে পারেন।

অফিসার “আচ্ছা” বলে কোমর দুলিয়ে চলে গেল।সবাই হতভম্ব হয়ে গেল এহেন ঘটনায়।আদিত বললো-‘কি বড়লোকি ব্যাপার! এক কথায় রাজি হয়ে পা/ছা দোলাতে দোলাতে চলে গেল! আজ গরিবস্ বলে ঘটনাটা বুঝলাম না।

আরিফ বললো

-‘সহমত।

রাফি মেকি হেসে বললো

-‘কি যে বলেন না ভাই আপনারা! অফিসারটা মনে হয় আমাকে পাগল ভেবে ছেড়ে দিল।আর আহনাফ ভাই থাকতে আমাকে কেউ কিছু কি করে বলবে! ভাই আছে না!

আদিত বললো-‘হ্যাঁ সেটাই।ইনি কোন থানার পুলিশ একটু জানিয়ো তো ভায়া! ইয়ে আমার একটা ছোট প্যান্ট হারিয়ে গিয়েছে।আমার তো

ভাই আরিফকে সন্দেহ হচ্ছে।ওর নামে মামলা ঠুকে আসতাম আরকি। সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। কুহু নিজেও হাসতে লাগলো।দেখা গেল একটা সময় সবার হাসি থামলেও তার হাসি থামলো না। অভ্যাসবসত সে রোদেলার বাহুতে থাপ্পর মারতে মারতে হাসছে। আহনাফের চাহনি দেখে রোদেলা বললো-‘আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, কুহু।

আহনাফ প্রথমে খুব একটা পাত্তা না দিলেও পরে কুহু নামটা শুনে তড়াক গতিতে তাকালো তার দিকে।ওকে পিছনে ঘুরে থাকতে দেখে কপাল কুচকালো সে। এদিকে কুহুর হাসি বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে।আহনাফ এক ভ্রু উঁচু করে বললো

-‘কুহু? পুরো নাম কি?

রোদেলা বলতে নিলে কুহু গলার স্বর চিকন করে বললো

-‘ কুহেশ্বরি কুহু।

আর মনে মনে বললো—“রিস্ক নিয়ে লাভ নেই বা/ল। চিনলেই বিপদ। কারণ চুমু খেতে তো আমিই চেয়েছিলাম।এখন যদি রোদের সামনে বলে দেয়!মানসম্মানের প্রশ্ন..!”

আরিফ ফিসফিস করে বললো

-‘কুহু নাম কি শুধু ঐ মেয়েটার নাকি? তুইও না আহনাফ!

রোদেলার ভ্রু কুচকে গেল।মিথ্যা বললো কেন কুহু? কুহু রোদেলার হাত টানতে টানতে ভার্সিটির ভেতর চলে গেল।আহনাফ বিরক্তভরা নয়নে রাস্তার দিকে তাকালো।এই মেয়ে কি আজকে ভার্সিটি আসবে না? কি একটা ভেবে পেছনে তাকালো সে। আবার সামনে ফিরে চাইলো। আকাশে আজ তারা নেই।কালো মেঘে ঢেকে রয়েছে পুরো আকাশ।

বিকালের দিকে সে কি বৃষ্টি! অথচ সকালে ছিল কত রোদ! এখন আবার মেঘলা।মাঝে মাঝে বিদ্যুত চমকাচ্ছে আকাশে।হালকা বাতাসও বইছে।নিরব সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে জীবনের হিসেব কষছে কুহু।ছাদের একটা দোলনাতে বসে রয়েছে সে।

আচ্ছা..তার জীবনটা অন্য সব স্বাভাবিক মেয়েদের জীবনের মতো

হলেও তো পারতো! বাবা-মা নেই বলেই কি তার এতো কষ্ট?দাদিও তো চলে গেল।যাকে ঘিরে ছিল কুহুর সবকিছু সেই মানুষটাও চলে গেল।আর তারপর? তারপর ঐ দিনটা..কুহুর জীবনের সবচেয়ে জঘন্যতম দিন।সবকিছু পাল্টে গেল এরপর থেকে। কুহুর একটা ভুল তার জীবনটাকে তছনছ করে দিল। মামির আদর অত্যাচারে পরিণত

হলো।কুহুর চোখ দিয়ে কখন যে পানি গড়িয়ে পড়লো.. হুশ নেই। হঠাৎ কাঁধে কারো হাতের স্পর্শ পেতেই চমকে লাফিয়ে উঠলো কুহু।-'রিল্যাক্স! আমি..আয়ান..

কুহু বুকে তিনবার থুথু দিল।আয়ান বললো

-'তুই কাঁদছিস?

কুহু চোখে হাত রাখলো।কখন যে চোখে পানি এসে গেছে খেয়াল

নেই।কিন্তু কথা হচ্ছে চোখ দিয়ে পানি যেহেতু বের হয়েছে তার মানে নিশ্চই সে কাঁদছে।এটা আবার জিজ্ঞাসা করার কি আছে?এদিকে কুহুর থেকে উত্তর না পেয়ে আয়ান আবার বললো

-‘ তুই কাঁদছিস, কুহু?

কুহু বলে উঠলো-‘আরেহ না কি যে বলেন! কাঁদবো কেন?ঝর্ণার পানি বের হচ্ছে।এই যে দেখুন ঝর্ণা...

আয়ান ঠোঁট চেপে হাসলো।সে বললো

-‘তোকে কাঁদলে অনেক সুইট লাগে, সুহাসিনী।

কুহু চোখ-মুখ কুচকে বললো

-‘কুহু...কুহু বলে ডাকবেন।আগেও বলেছি।

-‘কিন্তু আমার তো এই নাম’ই ভাল্লাগে।

কুহু কিছু বলতে যাবে তখন খেয়াল করলো দরজায় তার মামি দাঁড়িয়ে। সে চুপচাপ হেঁটে চলে গেল ছাদ থেকে।আয়ান কপাল কুচকালো।

-‘আরে সুহাসি..

পেছনে ঘুরে দরজায় মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেল আয়ান। আনোয়ারা বেগম বললেন

-‘রাতে ছাদে থাকা ভালো না।নিচে যাও...

আয়ান একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিচে চলে যেতে নেয়।তখন কানে আসে আনোয়ারা বেগমের কথা

-'কলঙ্কের ভার কিন্তু অনেক।নিজের কাঁধে নিতে চেয়ো না...একটাসময় অতৃপ্তি কাজ করবে।

আয়ান হাসলো শুধু কিছু বললো না।-'আরেহ্ ভাই বলছিটা কি তাহলে! এই মাত্র একটা ছেলের সাথে ছাদে বসেছিল, ভাবি।

আহনাফ শোয়া থেকে উঠে বসলো।

-‘কি বলছিস? কে সেই ছেলে?

রাফি দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা পাশে রেখে বললো

-‘ভাবির মামাতো ভাই।

আহনাফ স্বস্থির শ্বাস ছাড়লো।

-‘ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি!

-‘আরেহ ভাই এটাইতো ভয়ের বিষয়। আপন ভাই ছাড়া আর

কোনো ভাই যে ভাই হয় না জানেন না?কতকিছু যে ঘটছে চারদিকে!

আহনাফ বললো

-‘তোর ভাবিকে তো হাতের কাছে পাচ্ছিই না।একটু যে হুমকি দিব সেটাও পারছি না।

রাফি ভাবলো কিছু একটা।এরপর বললো

-‘ভার্সিটিতে যখন যাবে তখন একটু চিপা-চাপাতে নিয়ে গিয়ে হুমকি

দিবেন।তাহলেই তো ল্যাটা চুকে যায়!

-'ভার্সিটিও তো আজকে এলো না। আর আহনাফ শাহরিয়ারের চিপাতে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।সবার সামনে কিস করতে পেরেছি এ আর এমন কি! কিন্তু আসছেই তো না।

রাফি ভাবুক সুরে বললো-'ব্যাপারটা সত্যিই চিন্তার। আচ্ছা কালকের দিনটা দেখুন যায় নাকি।ফোন

করেও দুই একটা হুমকি দিতে পারেন চাইলে।

আহনাফ বললো

-‘বেশ ভালো বলেছিস তো! কিন্তু ফোন নম্বর নেই।

রাফি বলে উঠলো

-‘দুনিয়ার সবার ফোন নম্বর জোগাড় করতে পারেন আর ভাবিরটার বেলায় পারলেন না! ধিক্কার জানাই ভাই..

-‘দুনিয়ার সবার সেটিং করিয়ে দিতে পারিস অথচ নিজের বেলায়..তিনবার উষ্টা খাস।ধিক্কার জানাই তোকে..

রাফি মেকি হাসলো।

-‘আচ্ছা ভাই কালকে কথা হবে।ঘুম পাচ্ছে...বাই..

রাফি কল কেটে দিল।আহনাফ হাসলো।তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না সেই হাসি।হঠাৎ তার ফোনটা আবার বেজে উঠলো। “হিটলার”

নামটা জ্বলজ্বল করছে।আহনাফ ‘চ’ সূচক শব্দ করে রিসিভ করলো

-‘হ্যালো..!

ফোনের ওপাশ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে আহনাফ বলে উঠলো

-‘হ্যালো..বাবা!!-‘তোমার হার্ট ছোট চাচা অ্যাটাক করেছে।দ্রুত বাসায় এসো..

আহনাফ কপাল কুচকে বললো —“হুয়াটট!! কি বলছো এসব?”

আহান শাহরিয়ার বললেন
-‘ওহ সরি! তোমার অ্যাটাক ছোট চাচা হার্ট করেছে।
আহনাফ ‘চ’ সূচক শব্দ করে বললো
-‘তুমি আবার ড্রিংক করেছো?
-‘নাহ্.. নাহ..তুমি বাসায় এসো। কতগুলো তুমি হয়ে গেলে মাস বাসায় এলে না!
আহনাফ বলে উঠলো
-‘কিসব বাজে বকছো?

আহান শাহরিয়ার এবার একটু কেঁশে বললেন

-‘বাসায় এসো..একসাথে ড্রিংক করে আইটেম সঙে নাচবো।প্রমিস...

আহনাফ ফিক করে হেসে ফেললো না চাইতেও।তবুও গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললো

-‘তুমি একা নাচো গিয়ে।আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই!

ফোনের ওপাশ থেকে অস্পষ্ট স্বরে শুধু শোনা গেল-‘বা”’বাসায় এসো... ফি”’’ফিরে এসো...এ”’’কা করে দিওনা আ”মা”’’কে।

আহনাফ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।শুধু বললো—“আসবো।”

ফোনের ওপাশ থেকে এখনো এক’ই কথা শোনা যাচ্ছে।আহনাফ কল কাটলো না।ভালোই লাগছে শুনতে। কতগুলো দিন পর আজ বাবার স্বর

শুনছে সে। তারা বাবা-ছেলে তো একটা সময় বন্ধুর মতো ছিল। তাহলে আজ এতো দূরত্ব কেন? বুকটা হঠাৎ ভারি হয়ে উঠলো আহনাফের।ঠিক অমন সময় আহান শাহরিয়ার বলে উঠলেন-‘লাল পারি ম্যা.. লাল পারি...সুন্দর সুন্দর লাল পারি..

আহনাফ চমকে উঠে ফোনের দিকে তাকালো। চেতে বলে উঠলো

-‘এই ভালো হবা না তুমি? হুদাই তোমার জন্য দুঃখ লাগতেছিলো..ধুর!!

আহনাফ কল কেটে শুয়ে পড়লো আবার।হয়তো অন্যদিকে আহান শাহরিয়ার এখন মাতাল হয়ে নাচছে, হাসছে আবার হয়তো কাঁদছে..!-‘আজ আমি তোকে ভার্সিটি পৌঁছে দিব।বাসে করে যেতে হবে না।উঠে বস...

কুহু মাত্র'ই বাসা থেকে বের হয়েছিল।সামনে তাকিয়ে দেখে আয়ান বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে।কুহু বললো

-'কোনো দরকার নেই।আমি বাসে করে চলে যাবো...

কুহু কথাটা বলেই সামনের দিকে হাঁটা ধরলো।আয়ান বলে উঠলো

-‘তেজ দেখাস না...যে কয়েকদিন আছি আমিই পৌঁছে দিব তোকে। এতে তোর’ই ভালো হবে।

কুহু পেছন ফিরে বললো

-‘আমার ভালোকিছু সহ্য হয় না। তাই দরকার নেই।

আয়ান একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। এই মেয়ের সাথে সে পারবে না। বরাবরের মতো আজকেও বাসে বসার জায়গা নেই।কুহু এক কোণায়

চেপে দাঁড়িয়ে রইলো।হঠাৎ খেয়াল করলো একটা লোক তার পাশ ঘেষে দাঁড়াচ্ছে।কুহু সরে দাঁড়ালো।তখন অন্য একটা লোক আবার কুহুর পাশ ঘেষে দাঁড়ালো।কুহু গুটিয়ে নিল নিজেকে।যথাসম্ভব সরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো।আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো অনেক ছেলে।কি যেন একটা মানসপটে ভেসে উঠলো তার। সে চেঁচিয়ে উঠলো হঠাৎ

-‘বাস থামান..আ’আমি নামবো... বা’বাস থামাননন..

কুহুর চেঁচানো শুনে সবাই তার দিকে তাকালো।বাসও থেমে গেছে। কুহু এলোমেলো দৃষ্টি ফেলে নেমে গেল বাস থেকে।চোখ ঝাপসা তার। রাস্তায় একটা কোণায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিজের দুইবাহু বোরকার উপর দিয়েই ঘষতে লাগলো।রাস্তার মানুষজন অদ্ভুদ নয়নে তাকাচ্ছে তার

দিকে।কুহুর খেয়াল নেই সেইদিকে। হঠাৎ কেউ একজন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।কুহু নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো।-'রিল্যাক্স.. আমি আয়ান.. কুহু থামলো।আয়ানের বুকেই কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদলো।আর অভিযোগ করলো

-'ওরা কেউ ভালো না, ভাইয়া।সব পুরুষ খারাপ।কেউ ভালো না..

আয়ান একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। কুহুর আজ এই অবস্থার জন্য কি সে দ্বায়ী কোনোভাবে?সে কি কোনো ভুল করলো তবে?

“ক্যাচাক..ক্যাচাক!” রাফি বাঁকা হেসে বললো-‘এখন এই ছবিগুলো যাবে ভাইয়ের ফোনে।ভাবি কি পারবে আজ ভাইয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে? কারণ ভাবি যে ঐ বিস্কুট চোরের বেস্টফ্রেন্ড এটা আমি

জেনে গেছি।ভেবেছে বোরকা পড়লে বুঝবে না।ব/লদি গার্ল!
রাফি হঠাৎ ছড়া বলতে শুরু করলো
“ভাবি গেছে ফাইস্যা..
ভাইয়ে দিব ঠাইস্যা..
নাম আমার রাফি কাইস্যা..হাহ্!”
রাফি একটা সানগ্লাস চোখে দিয়ে ভাব নিয়ে হাঁটতে গেলে খেল এক উস্টা।কোমরে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো...”ওরে আমার মা গো.. ভাগ্য

আমার পুরাই কুইস্টা!”-‘আহনাফ ভাই...আমার স্বপ্নের রাজকুমার সে। তোকে বলেছিলাম না কুহু?আরেহ্ সবসময় যার কথা বলি তোকে!

কুহু বলে উঠলো

-‘ওহ হ্যাঁ, মনে পড়ছে।তোর চাচাতো ভাই যে!

রোদেলা উপরনিচ মাথা ঝাঁকালো। এরপর প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস নিয়ে বলতে লাগলো

-‘আহনাফ ভাই এতো জোস্ যে কি বলবো! উফফ! ওনার ভয়েসটা শুনলেই তো আমি পাগল হয়ে যাই। ওনার দিকে যখন কোনো মেয়ে তাকিয়ে থাকে না...ইচ্ছা করে ঐ মেয়েগুলোর চুলের মুঠি ধরে দু ঘা লাগিয়ে দেই..!

কুহু মনে মনে বললো-‘ তোর সেই গুণধর ভাই যে আমাকে চুমু খেয়েছে

সবার সামনে।এটা জানলে যে তুই আমাকে কি করবি!

রোদেলা তখনই বলে উঠলো

-'জানিস! গতকাল কোন এক ডায়নি আহনাফ ভাইকে চুমু খাওয়ার জন্য আবদার করেছিল।মানে মগের মুল্লুক আরকি!

কুহু মনে মনে বললো—"সেই ডায়নি আমি ছাড়া আর কেউ না রে..!" তবে মুখে বললো

-‘তা’তারপর...

-‘তারপর আবার কি! আহনাফ ভাই নাকি ঐ মেয়েটাকে চুমু খেয়েছে। ওনার আবার দয়ার শরীর কিনা!

কুহু কপাল কুচকে বললো

-‘কিন্তু তুই না বলেছিলি যে ওনি অনেক রাগী।আর মেয়েদের সাথে এসব ঘেষাঘেষি পছন্দ না..!

রোদেলা বলে উঠলো-‘হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই।হয়তো মেয়েটাকে দেখতে

আমার মতো ছিল।আমি ভেবেই হয়তো...

রোদেলা এতোটুক বলেই লাজুক হাসলো।কুহু মুখ কুচকালো। প্রেমে পড়লে যে মানুষ অন্ধ হয় তার বড় প্রমাণ এই রোদেলা।কুহু বললো

-'হ্যাঁ, তোর মেলায় হারিয়ে যাওয়া বোন হবে হয়তো।

ওরা ওদের ক্লাসে বসেছিল।আজ'ই প্রথম ঠিকঠাকভাবে ক্লাসরুম পর্যন্ত

আসতে পেরেছে তারা।গতকালকেও ক্লাস পর্যন্ত আসতে পারেনি।অল্প দূর আসতেই রোদেলা হোঁচট খেয়ে চিতপটাং হয়ে যায়।কোমড়ে অনেক জোরে আঘাত লাগায় তারা ঐদিন বাড়ি ফিরে যায়।কুহু তাই আজকে বেরোনোর সময় আয়তুল কুরসি পড়ে বের হয়। হঠাৎ ওদের ক্লাসে একটা ছেলে এসে বলতে

লাগলো-‘কুহু শেখ কে?...আহনাফ ভাই তাকে দেখা করতে বলেছে.. ক্লাসের সবাই আলোচনা সমালোচনা শুরু করে দিল।রোদেলা অবাক স্বরে বলে উঠলো

-‘তুই’ই তো কুহু শেখ। এই কি ব্যাপার বলতো? গতকালও আহনাফ ভাই যখন তোর নাম জিজ্ঞাসা করলো তুই মিথ্যা বললি যে তোর নাম কুহেশ্বরি কুহু।আজকে আবার

তোকে ডেকে পাঠিয়েছে।তোরা কি আগে থেকে পরিচিত?

কুহু ভয় পেল খানিকটা।রোদেলাকে সবটা বললে যদি রোদেলা তাকে ভুল বুঝে? যদি তাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরে? না.. না..এর চেয়ে না বলাই ভালো।কুহু বলে উঠলো

-'জা'জানি না।তুই চুপ করে থাক আপাতত।আর আমার নাম তো কুহেশ্বরী কুহুই।সার্টিফিকিটে ছোট্ট

করে কুহু শেখ দেওয়া হয়েছে। জানিস না তুই?

রোদেলা দুইপাশে মাথা নাড়িয়ে না বোঝালো।

-‘আজকেই জানলাম। কিন্তু উনি ডাকছে কেন তোকে?গিয়ে দেখেই আয় নাহয়...

কুহু বললো-‘তুই তো জানিস আমার অপরিচিত ছেলেদের কতটা ভয় লাগে।সব’ই তো জানিস।

রোদেলা বুঝদারের ন্যায় মাথা নাড়ালো।অন্যদিকে ছেলেটা চলে গেল একাই।রোদেলা বললো
-‘আহনাফ ভাই কিন্তু অমন ছেলে না।যথেষ্ট ভালো ছেলে উনি।গিয়ে দেখেই আসতি একটাবার...
কুহু সরাসরি বললো—“নাহ।”
রোদেলা আরকিছু বললো না।ব্যাগ থেকে একটা টিফিন বক্স বের করলো।

-‘আজ দুইটা দিন ধরে ভাবছি একসাথে এই সেনডোইচ খাবো। কিন্তু আমাদের যে ডিস্কো ভাগ্য! দুইদিনই বাসায় নিয়ে গিয়ে রুমানা খালাকে দিয়ে দিতাম।আজকে ফাইনালি খেতে পারবো। এই নে ধর..

কুহু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সেনডোইচটা নিল।মুখে দিতে যাবে তখন খেয়াল করলো সে তো নিকাব

পড়ে আছে।আর এখন নিকাব খুললে সব ধুমতানানা হয়ে যাবে।সে নিকাবের ভেতর দিয়েই খাবে বলে ঠিক করে। অমন সময় সবাই চেঁচিয়ে উঠলো।থতমত খেয়ে গেল ও।সামনে তাকাতেই চক্ষু চড়কগাছ। হাতে থাকা সেনডোইচটা ধপ করে পড়ে গেল। আহনাফ দাঁড়িয়ে! রোদেলা খুশি মনে চেঁচিয়ে উঠলো-‘আহনাফ ভাই... !

কুহু ব্যাগ দিয়ে নিজেকে আড়ালের চেষ্টা করলো।আহনাফের নজর তার দিকে গিয়েই আটকালো।রাগে তার শরীর কাঁপছে।কত বড় সাহস এই মেয়ের! তার কথা অমান্য করে! আহনাফ রোদেলাকে দেখে আর ওদের বেঞ্চ পর্যন্ত গেল না।সে এখান থেকেই চেঁচিয়ে বললো

-'মিস কুহু শেখ...আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হলো।পাঁচ

মিনিটের মাঝে আপনি আমার সাথে লাইব্রেরিতে দেখা করবেন।আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে....

আহনাফ কথাগুলো বলেই হনহন করে বেরিয়ে গেল।রোদেলার মুখটা চুপসে গেল।ও কুহুর দিকে তাকালো।এরপর বলে উঠলো-'আজ'ই তো প্রথম ক্লাসরুম পর্যন্ত এলাম।এর মাঝে আবার তোর নামে কোন ম/গা অভিযোগ করলো!

কুহু ব্যাগটা রেখে তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠলো

-‘বা/লের ভার্সিটি আমার! আর যদি আসতে বলেছিস তুই আমাকে দেখিস কি করি! এখন কি করবো আমি?

শেষের লাইনটা কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো।রোদেলা বললো

-‘আরেহ্ মামা চিল! আহনাফ ভাই কিছু বলবে না।উনি অনেক ভালো মানুষ।

তখন’ই কুহুর বাম পাশে বসা মেয়েটা বলে উঠলো

-‘ভালো না ছাই! ওনার ডাক আর আজরাইলের ডাক একই।

ওরা দুজন মেয়েটার দিকে তাকালো।মেয়েটা হেসে বললো

-'হাই! আমি প্রেমা।তোমরা বোধহয় আজকেই প্রথম এলে তাই না! তাই গতকালকের ঘটনা জানো না।

কুহু একটা শুকনো ঢোক গিলে বললো

-'ক'কেন? কি হয়েছিল গতকাল?

প্রেমা বললো-' গতকাল আমাদের ক্লাসের একটা ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছিল সে।এখন সে কোথায় জানো?

ওরা দুজন দুদিকে মাথা নাড়িয়ে না বোঝালো।প্রেমা বললো

-‘বর্তমানে সে ঢাকা হসপিটালে ভর্তি।কি মা/রটা যে মেরেছে রে ভাই! মায়া দয়া বলতে কিছু নেই লোকটার।পা/ষাণ লোক একটা!

রোদেলা শেষের কথাটা শুনে খেকিয়ে উঠলো

-‘এই তোমার সাহস কি করে হয় আমার আহনাফ ভাইকে নিয়ে বাজে

কথা বলার! একদম মেরে পা/ছা ফাটিয়ে দি...

পুরো কথা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই কারো কান্নার শব্দে থেমে গেল সে। তাকিয়ে দেখে কুহু কাঁদছে।রোদেলা বিচলিত হয়ে বললো-'কি হয়েছে বেবি? তুই কাঁদছিস কেন?তোকে বলিনি তো কিছু..

কুহু বলে উঠলো

-‘আমি যাবো না, রোদ...বাঁচা আমাকে..!

প্রেমা রোদেলার কথাকে হাওয়ায় উড়িয়ে আবার বললো

-‘এই ভুল তো ভুলেও করো না। এমনিতেই সে ডাকায় তুমি যাওনি। সে নিজে এসে যেতে বলেছে।এখন না গেলে তোমার হাল যে কি হবে ভেবেই আমার শরীরে কাঁটা দিচ্ছে।

রোদেলা ভেংচি কেটে বললো

-‘মোটেও না।আহনাফ ভাই এতো খারাপ মানুষ নয়।নিশ্চই ওই ছেলে কিছু করেছিল!

প্রেমা বলে উঠলো

-‘জানি না আমি।..এই তোমাকে না পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছিল! জলদি যাও ভাই..ভার্সিটিতে এসেই এনার কথা যা শুনেছি ভয়ে ভেতর কাঁপছে..

রোদেলা মুখ ভেংচি কাটলো আবার। সে বললো-‘তুই যা তো, বেবি।আমি বলছি তোকে কিছু হবে না।আমার কি মনে হয় জানিস?

কুহু দুইদিকে মাথা নাড়িয়ে না বোঝালো।রোদেলা ফিসফিস করে বললো

-‘মনে হয় আমার ওপর নজর রাখতে বলবে তোকে..

বলেই লাজুক হাসলো।কুহু সেসব শুনলো না।সে একটু হলেও আন্দাজ করতে পারছে কেন ডেকেছে।এই মেয়ে যা বললো তা যদি সত্যি হয় তাহলে কুহুরাণী আজকে শেষ! কিন্তু কথা হচ্ছে চুমুটাতো আহনাফ'ই খেয়েছিল।তার তো দোষ নেই।আর তাছাড়া সে তো বোরকা-নিকাব পড়ে রয়েছে।চেনারও কথা না।এদিকে

রোদেলা কুহুকে টেনে টেনে বের করে দিল।

কুহু দোয়া-দরূদ পড়তে লাগলো। আর মনে মনে বলতে লাগলো-'আল্লাহ, এবারের মতো বাঁচিয়ে দাও।একজন ফকিরকে খাইয়ে দিব।বাঁচাও আল্লাহ...

কুহু কথাগুলো বলতে বলতে সামনে যেতে লাগলো।লাইব্রেরি খুঁজে পেতেও সময় লাগলো বেচারির।

এখন সে লাইব্রেরির বাহিরে দাঁড়িয়ে। যাবে কি যাবে না এটা ভাবছে।ভেতর থেকে তখন হঠাৎ চেঁচানোর শব্দ এলো।কুহুর আত্মাটা লাফিয়ে উঠলো। মনে হচ্ছে কেউ কাউকে কেলাচ্ছে ভেতরে। দরজাটাও তো বন্ধ।কুহুর কান্না পেল আবার।ইচ্ছা করছে দৌঁড়ে বাড়িতে চলে যেতে।সে ভাবলো এটাই সঠিক হবে।চলে যাওয়ার জন্য পা

বাড়াতেই আহনাফের কঠোর স্বর ভেসে এলো-‘এক পা ও নড়বে না... স্টপ দেয়ার..

কুহুর পদযুগল থেমে গেল।শুকনো ঢোক গিললো সে।কাঁপতে কাঁপতে পেছনে তাকালো সে।আহনাফের দিকে তাকানোর সাহস নেই তার। তবে না তাকিয়েও সে বেশ বুঝতে পারছে যে আহনাফ রেগে রয়েছে। আহনাফ হঠাৎ ওকে অবাক করে

ওর হাত চেপে ধরে লাইব্রেরির ভেতরে নিয়ে গেল।কুহুর ভেতরটা কেমন করে উঠলো যেন।আবার কি একই ঘটনা ঘটতে চলেছে তার সাথে? কুহু হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো।ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে।আহনাফের সেসবে খেয়াল নেই।সে ফেলে রাখা হকস্টিকটা আবার উঠিয়ে নিল।সেটা আরিফের দিকে ছুঁড়ে মেরে

বললো-‘এই হারাম/জাদাটাকে হসপিটালে এডমিট করে আয়।আর হকস্টিটাতে লেগে থাকা রক্ত... জানিস’ই তো কি করতে হবে..
আরিফ হকস্টিকটা ধরে ফেললো। এরপর একবার কুহুর দিকে তাকালো।পরপর’ই নিচে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ছেলেটাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।এখন শুধু আহনাফ আর কুহু।আহনাফ দরজা

বন্ধ করে দিল।কুহু এবার বলে উঠলো

-‘দ’দয়া করে আ’আমাকে ছেড়ে দিন..! আর কখনো আ’আপনার সামনে আসবো না।

আহনাফ ওকে জোরে ধাক্কা দিয়ে দেয়ালে চেপে ধরলো।কুহুর দুইহাত দেয়ালে উঁচু করে চেপে ধরে রেখেছে সে।দাঁতে দাঁত চেপে বললো

-‘ভবিষ্যতে যেন আর এই কথা না শুনি।গট ইট?

কুহু চোখ কুচকে বন্ধ করে রেখেছে। আহনাফ কুচকে যাওয়া চোখের দিকেই তাকিয়ে।সে চেঁচিয়ে বললো

-‘গট ইট?কুহু অনবরত উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বোঝালো।

আহনাফ বললো

-‘আমার দিকে তাকাও, তিলোত্তমা...

কুহু চমকালো খানিকটা।তিলোত্তমা! হু ইজ তিলোত্তমা?সে তাকালো না। আহনাফ ধমকে উঠলো

-‘এই মেয়ে তাকাতে বলেছি না...! তাকাও...

কুহু কেঁপে উঠলো।সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকালো সে।কুহুর ভীতু নয়ন আর আহনাফের তেজি নয়নের মিল ঘটলো আজ।এই প্রথম কুহু আহনাফের দিকে সরাসরি তাকালো।

আহনাফের ধূসর রঙের আঁখি যে কাউকে মুগ্ধ করতে বাধ্য।কুহুও বাদ পড়লো না।একটা মানুষের চোখ এতো সুন্দর হয় বুঝি! ভুলে গেল কিছুক্ষণ আগের কথা।ভয় দূর হয়ে তার চোখে মুখে মুগ্ধতা ভর করলো। মানুষটা কি সুন্দর! গায়ের রংটা কতো ফর্সা! আর চোখ দুটো! মাশাআল্লাহ বলতেই হয়..!-'আট মিনিট বারো সেকেন্ড লেইট...

হঠাৎ আহনাফের স্বরে কুহুর হুশ এলো।সে কোথায় আছে তা খেয়াল করতেই আবার ভয়েরা ঘিরে ধরলো তাকে।কিন্তু কেন যেন কোনো অস্বস্থি হচ্ছে না তার।সকালে ঐ লোকগুলো একটু পাশ ঘেষে দাঁড়িয়েছিল বিধায়'ই তার কত জঘন্য লাগছিল। আর এখন..! কেন খারাপ লাগছে না তার? কুহুর ভাবনার মাঝেই আহনাফ বললো

-‘কি শাস্তি দেওয়া যায় তোমাকে?

কুহু ভয়মিশ্রিত নয়নে তাকালো। আহনাফ ওর হাত ছেড়ে দিল।

-‘ক’কিসের শাস্তি?

আহনাফ তড়াক গতিতে তাকালো তার দিকে।কুহু ভড়কে গেল-‘কিসের শাস্তি!! তুমি গতকাল আমাকে মিথ্যা বলেছো যে তোমার নাম কুহেশ্বরি কুহু।মিথ্যা কথা আমার সবচেয়ে অপছন্দের। একটু আগে যে

ছেলেটাকে মারলাম..তাকে কেন মারছি জানো? মিথ্যা কথা বলেছিল আমাকে সেজন্য। এবার বলো তোমাকে কি করা উচিত?

কুহুর ভয়ে জান যায় যায় অবস্থা। আবার কান্না পাচ্ছে তার।ঠিক তখন আহনাফ বললো

-'আরেকটা হকস্টিক আছে এখানে। কি বলো তুমি?

আহনাফ এক ভ্রু উঁচু করে বললো। কুহু চোখ ছলছল করে উঠলো আবার।আহনাফের যে শক্ত হাত! এখনো কুহুর হাত ব্যথা করছে ঐভাবে ধরায়।ঐ হাতে হকস্টিকের একটা মার খেলে কুহুর পটল তুলতে আর সময় লাগবে বলে মনে হয় না।আহনাফ এদিকে ঠোঁট কামড়ে হাসছে।সে বললো

-‘এর শাস্তি পরে দিব।এর আগে তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছো কোন সাহসে সেটা বলো। আমি ডেকে পাঠানোর পরেও আসোনি তুমি।আবার আমার গিয়ে বলার পর এসেছো তো এসেছো আট মিনিট লেইট করে এসেছো।আগে এর শাস্তি দিব।

কুহু ভয়মিশ্রিত নয়নে তাকালো তার দিকে।আহনাফ বললো-‘ এখন এই মুহূর্তে আটটা চুমু খাবে আমাকে..

কুহু বলে উঠলো—“অ্যা!!”

-‘অ্যা নয় হ্যাঁ..

আহনাফ একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসলো।এরপর বললো

-‘নাও নাও তাড়াতাড়ি করো।এক মিনিট লেইট করবে আর একটা

করে চুমুর সংখ্যা বাড়বে..এখন যা ভালো মনে করো...

কুহু বিপাকে পড়ে গেল।সে এই লোককে চুমু খাবে! রোদ জানলে কি হবে? আর এই লোক না বলে কত ভালো মানুষ! কুহুর সাথে এমন করছে কেন তাহলে? আসলেই দুনিয়ার কোনো পুরুষ ভালো নয়। সবার চরিত্রে সমস্যা।তখন আহনাফ বলে উঠলো

-‘একমিনিট লেট.. মানে নয়টা চুমু... কুহু ‘চ’ সূচক শব্দ করলো।নাহ আর উপায় নেই। একবার এখন থেকে বের হোক কুহু আর বাপের জন্মে ভার্সিটি আসবে না। যত্তসব বা/লের ভার্সিটি!কুহু নিকাবটা খুললো না। নিকাবটা হালকা উঁচু করে চোখ কুঁচকে ঝুঁকে আহনাফের গালে চুমু খেল।আহনাফ একটা ঝাটকা খেল। শরীরের পশম দাঁড়িয়ে গেল তার।

হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিক হয়ে গেল। কুহু আবার একটা চুমু খেল। আবার চুমু খেতে গেলে আহনাফ বলে উঠলো

-'আ'আচ্ছা থাক।এবারের মতো মাফ করলাম।মিথ্যা বলার শাস্তি পরে দিব।আপাতত চোখের সামনে থেকে দূর হও।

কুহু সোজা হয়ে দাঁড়ালো।আহনাফ বলে উঠলো

-‘যাচ্ছো না কেন?কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলার আগে দূর হও, তিলোত্তমা।

কুহু এবার বলেই বসলো-‘তিলোত্তমা কে?

আহনাফ হাসলো।কুহু ভ্রু কুচকালো। আহনাফ তার দিকে তাকিয়ে বললো

-‘তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ আছে এখানে?

কুহু দুই পাশে মাথা নাড়লো।-‘তাহলে? এখন প্লিজ এখান থেকে যাও, তিলোত্তমা। তানাহলে আমি ভুলভাল কিছু করে ফেলবো।

কুহু ভয় পেল একটু।সে দ্রুত কেটে পড়তে নেয়।হঠাৎ আহনাফের ফোনে একটা নটিফিকেশনের শব্দ এলো। আহনাফ ‘চ’ সূচক শব্দ করে ফোনটা বের করলো।চোখের সামনে

পরপর দুটো ছবি ভেসে উঠলো। আয়ান আর কুহুর জড়িয়ে ধরার দৃশ্য।আহনাফ দাঁড়িয়ে পড়লো। চেঁচিয়ে উঠলো সে

-‘তিলোত্তমার বাচ্চা.....-‘আমি যাকে খুশি তাকে জড়িয়ে ধরবো।এতে আপনার কি? অনেক চুপ থেকেছি আর নয়।তখন থেকে কি শুরু করেছেন হ্যাঁ?

আহনাফ এক ভ্রু উঁচু করে তাকিয়ে তার দিকে।কুহুও সাহস সঞ্চায় করে তাকিয়ে রইলো।একে ভয় পেলে এ আরো বেড়ে বসবে।কুহু আবার বললো

-'আমি যাকে খুশি তাকে জড়িয়ে ধরবো।দরকার পড়লে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবো। আপনার কি তাতে?

আহনাফ কিছু বললো না।কুহু ভাবলো হয়তো ভয় পেয়েছে।বাঁকা

হাসলো সে।হঠাৎ আহনাফ পেছনে ঘুরে গিয়ে একটা হকস্টিক নিয়ে এলো।এরপর এক পা এক পা করে তার দিকে এগোতে লাগলো।কুহু চোখ বড়বড় করে হকস্টিকটার দিক তাকালো।পেছোতে লাগলো সে। আহনাফ বলে উঠলো-'কি যেন বলছিলেন...

কুহু পুরো রুম জুড়ে ঘুরতে লাগলো।কোনোমতেই দেয়ালের

সাথে পিঠ ঠেকতে দেওয়া যাবে না।

আহনাফ বিরক্ত হলো বড্ড।পুরো রুম জুড়ে হাঁটছে তারা।আহনাফ বলে উঠলো

-'স্টপ...

কুহু থামলো।আহনাফ বললো

-'হয় নিজে থেকে ঐ ছেলের থেকে দূরে থাকবে নাহয় আমি ব্যবস্থা করে দিব।

কুহু কপাল কুচকে বললো

-‘কেন? দূরে থাকবো কেন?

আহনাফ ওর দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বললো

-‘এতো কথা বলো কেন? যা বলেছি তাই করবে...অন্যথায়..

-‘অন্যথায়?

আহনাফের কপাল কুচকে গেল বিরক্তিতে।-‘কবরে পাঠিয়ে দিব..তোমাকে না।যে ছেলের সাথেই মিশবে সেই ছেলেকে..

কুহু বুঝলো সবটা।কিন্তু এটা কখনো সম্ভব না।কুহু বললো

-‘আপনি যা চাইছেন তা হবার নয়। আর আপনি যে ছেলের কথা বলছেন মানে যাকে জড়িয়ে ধরেছি সে আমার উডবি হয়।

আহনাফ এক ভ্রু উঁচু করে ঘাড় বাঁকালো।কুহু বললো

-‘তাই আপনি আমার থেকে দূরে থাকবেন। আর ফ্রিতে একটা

পরামর্শ দিচ্ছি..আপনি যাকে চান তাকে নয় যে আপনাকে চায় তাকে আপন করে নিন।সুখী হবেন।

কুহু কথাগুলো বলেই চলে যেতে নেয়।আহনাফ বলে উঠলো

-‘কে আমাকে চাইলো না চাইলো আই ডোন্ট কেয়ার।আমার কাকে চাই সেটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট।এখন সে কারো উডবি হোক আর দশ বাচ্চার মা’ই হোক.. আই ডোন্ট কেয়ার।

আমার তাকেই লাগবে।দরকার পড়লে ছিনিয়ে নিব...
কুহু তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো-‘বড়লোকের ছাঁও না আপনি! ছিনিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কি’ই বা করতে পারবেন! এর চেয়ে অন্যদিকে দিকে রাস্তা মাপুন। আপনার আমার দুজনেরই ভালো হবে এতে।

কুহু দরজা খুলে চলে গেল। আহনাফ তার যাওয়ার পানে তাকিয়ে বলে উঠলো

-‘বড্ড ঘাড় ত্যাড়া মেয়ে! যে জায়গায় আমার জন্য এতো মেয়ে পাগল সে জায়গায় এই মেয়ে আমাকে এক চুলও পাত্তা দিল না। হাহ্! তোমার ঐ উডবিকে যদি আমি আমার সমন্ধি না বানিয়েছি তাহলে আমার নামও আহনাফ না।মনে

রাখবেন, মিস তিলোত্তমা..!-‘তোর ঐ পিরিতের ভাই আস্ত একটা খাটাশ। ইচ্ছা করছিলো দুইগালে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় লাগাতে।
রোদেলা মুখটা ছোট করে বলে উঠলো
-‘তুই আমাকে গালি দে..মার..তাও আমার আহনাফ ভাইকে নিয়ে কিছু বলিস না।কারণ তোকে চাইলেও কিছু বলতে পারবো না আমি।কুহু

রোদেলার দিকে অদ্ভুদ নয়নে তাকালো।একটা মেয়ে কি করে একটা ছেলেকে এতো ভালোবাসতে পারে! দিনের পর দিন এতো অবহেলা পেয়েও ভালোবেসে যাচ্ছে। অথচ অপর পক্ষের কোনো হুশ নেই এতে।এতেও মেয়েটা দিব্যি খুশি আছে।নিজের মতো করে কতোকিছুই না কল্পনা করে তার সেই শখের পুরুষকে নিয়ে।কুহুকে

সবসময় তার কথা বলতেই থাকে। একদিন দেখিস এটা হবে.. ওটা হবে..আমরা ওখানে যাবো...আরো কতোকিছু।রোদের এই স্বপ্ন কি আদেও কোনোদিন সত্য হবে? কুহু কি তৃতীয় পক্ষ হয়ে গেল তাদের মাঝে? তাদের বন্ধুত্বে যদি ফাটল ধরে এর কারণে? কুহুর ভাবনার মাঝেই রোদেলা বলে উঠলো-'কি রে! কি ভাবছিস?

কুহু ভাবনার জগৎ থেকে বেরিয়ে এলো।

-'উঁহু কিছু না।...তোর গাড়ি এসে গেছে..যা..

রোদেলা তাকিয়ে দেখলো যে একটা সাদা রঙের প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে। সে বলে উঠলো

-'আয় আজ তোকে নামিয়ে দেই..প্লিজ বেবি...প্রতিদিন'ই তো

মানা করিস।আজকে অন্তত আয় প্লিজ....

কুহু বলে উঠলো

-'জানিস'ই তো এসব গাড়িতে আমি উঠতে পারি না।ব/মি পায়...

রোদেলা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।এরপর বললো-'দেখিস তোর এমন একটা ছেলের সাথে বিয়ে হবে যার অনেক প্রাইভেট কার থাকবে..

কুহু হো হো করে হেসে উঠলো।
এরপর কিছু একটা মনে পড়তেই
বললো
-'তোর উনি কেন ডাকলো জিজ্ঞাসা
করলি না যে?
রোদেলা হালকা হেসে বললো
-'কিছু কিছু ব্যাপার অজানা থাকাই
ভালো।এতে হৃদয়ে জ্বালা কম হয়...
রোদেলা কথাটা বলেই গাড়িতে উঠে
পড়লো।গাড়িটা স্টার্ট দিতেই তা

অনেকটা দূরে চলে গেল। রোদেলা সিটে হেলান দিয়ে চোখটা বন্ধ করে ফেললো।বিরবির করে বললো —“আহনাফ ভাই আমার,,শুধুই আমার।”কুহু ভ্রু কুচকালো।বলতে কি চাইলো রোদ? বিরক্ত লাগলো কুহুর।ছোট্ট একটা মাথা তার।এতো কিছু ভাবতে গেলে মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়।আরকিছু না ভেবে সামনের দিকে হাঁটা আরম্ভ করতে

নিল।হঠাৎ তখন একটা বাইক এসে থামলো তার সামনে।কুহু তাকিয়ে দেখে, আয়ান।আয়ান হেসে বলে উঠলো

-'উঠে বস...কুহু প্রথমে মানা করতে চাইলো।কিন্তু একটু খেয়াল করতেই দেখলো দূরে আহনাফকে দাঁড়িয়ে থাকতে।আরকিছু না ভেবে সে আয়ানের বাইকে উঠে পড়লো। আয়ান এতেই অবাক হয়েছিল

অনেক।কিন্তু কুহু তাকে অবাকের শেষ চূড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। আয়ান হা হয়ে গেল।বাইক স্টার্ট দিতে ভুলে গেল।এদিকে আহনাফ রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। আরিফ, আদিত আর নাতাশা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে একবার তো কুহুর দিকে তাকাচ্ছে একবার। তারা একসাথে আহনাফের দিকে

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো।আহনাফ আরিফের হাতে থাকা হকস্টিকটা নিয়ে সোজা কুহুর দিকে ছুঁড়ে মারলো।ওরা মুখে দিয়ে নিজেদের চিৎকার করা আটকালো।এদিকে হকস্টিকটা গিয়ে সোজা কুহুর মাথায় লাগলো।পেছন ঘুরে থাকায় কুহু দেখতেই পায়নি যে আহনাফ হকস্টিক ছুঁড়ে মেরেছে।ধপাস করে বাইক থেকে পড়ে গেল সে।আয়ান

এখনো হা হয়ে ভাবছে যে হচ্ছেটা কি।এদিকে কুহু যে পড়ে গেছে তার খেয়াল'ই নেই।মানুষজনের চেঁচামেচিতে তার হুশ এলো।মানুষ কে এদিকেই তাকিয়ে থাকতে দেখে কপাল কুচকালো সে।পেছনে তাকাতেই দেখলো কুহু নেই।নিচের দিকে চোখ যেতেই ভড়কালো সে। কুহু পড়লো কীভাবে? আর কখন'ই

বা পড়লো?সে দ্রুত বেগে নেমে পড়লো বাইক থেকে।

-‘সুহাসিনী...এই সুহাসিনী...কি হলো তোর?

একটা লোক বলে উঠলো-‘কি হলো আবার কি! একটু আগেই না মেয়েটার মাথায় হকস্টিক লাগলো। কোন জগতে থাকেন আপনি?

পাশে থাকা হকস্টিকটা এতোক্ষণে খেয়াল করলো আয়ান।পেছনে

তাকাতেই দেখলো কিছু ছেলে-মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে।সবাইমিলে একজনকে চেপে ধরে রেখেছে।যার হাতে আরেকটা হকস্টিক।আয়ানের দিকেই তাকিয়ে সে।আয়ান বুঝলো না কিছু।সে আপাতত কুহুর দিকে ফোকাস দিল।মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।আয়ান কুহুর ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করলো। ওর চোখে পানি ছেটাতে লাগলো।কিন্তু

তাও জ্ঞান ফিরলো না তার। আয়ানের ভয় হলো।

-‘কুহু? এই কুহু?

হঠাৎ সেখানে আহনাফ উপস্থিত হলো তখন।আশেপাশে এতো মানুষ দেখে চেঁচিয়ে উঠলো সে-‘হেল্প তো করছেন না উল্টো ভিড় বাড়াচ্ছেন। নিজেদের কাজ করুন গিয়ে..যান..

একে একে কেটে পড়লো সবাই। আহনাফকে কম বেশি সবাই চিনে।

কে বলতে পারে এখন আবার তাদের হকস্টিক দিয়ে মার না শুরু করে দেয়! তাই কেউ রিস্ক নিল না। তখন রাফি এক বালতি পানি নিয়ে হাজির হলো।আহনাফ কুহুর নিকাবটা উপরে তুলে দিল।আয়ান কপাল কুচকালো।আহনাফ রাফির থেকে বালতিটা নিল।এরপর পুরো এক বালতি পানি কুহুর মুখের উপর ঢেলে দিল।আয়ান আটকানোর

সময়টাও পেল না।এদিকে কুহু ধরফরিয়ে উঠলো।মনে হচ্ছিল যেন তার মুখের উপর দিয়ে সুনামি বয়ে যাচ্ছে।তাকাতেই সে আরেকটা ঝাটকা খেল।আহনাফ দাঁড়িয়ে! পরিস্থিতি বুঝতে সময় লাগলো তার।সে উঠে বসলো।তখন'ই মাথায় হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো মৃদু। আয়ান বিচলিত হয়ে বললো-'ঠিক আছিস তুই? মাথা ব্যথা করছে?

কুহু বলে উঠলো

-‘বা/লের ভার্সিটি আমার! একটাদিন সুস্থসবলভাবে বাড়িতে যেতে পারি না!

আহনাফ বলে উঠলো

-‘হাহ্! তুমিও ভার্সিটির একটা বা/লের স্টুডেন্ট। এই? বাসায় কি খেতে দেয় না? একটা হকস্টিক মাথায় এসে লাগলে অজ্ঞান হয় কেউ?

কুহু তাকালো আহনাফের দিকে। এরপর বলে উঠলো

-'আসেন আপনাকে মেরে দেখাই অজ্ঞান হয় কি করে..!

আয়ান বলে উঠলো

-'হকস্টিকটা কি আপনি মেরেছিলেন?

আহনাফ কিছু বলার আগেই কুহু বলে উঠলো

-'বাসায় যাবো, ভাইয়া।কুহু উঠতে নিলে আয়ান আর আহনাফ দুজনেই ওকে ধরলো। কুহু তা দেখে বললো

-'আরো কাউকে নিয়ে আসুন গিয়ে। সবাই মিলে ধরুন আমায়।পাব্লিক বাসের হ্যান্ডেল তো আমি...

এহেন কথা শুনে দুজনেই একসাথে ছেড়ে দিল ওকে।কুহু ধপাস করে পড়ে গেল।বোকার মতো দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলো।এরপর

কোমড়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সে। ওরা আবার ধরতে নিলে কুহু বলে উঠলো

-‘হয়েছে..থাক..অনেক সাহায্য করছেন আপনারা আমার।

কুহু একাই কোনোমতে উঠে দাঁড়ালো।আহনাফের চোখেমুখে এখনো রাগ।কুহু খেয়াল করলো তা। মুখ ভেংচি কাটলো সে।আহনাফ মনে মনে বললো

-‘একবার হাতের নাগালে পাই তোমায়..এরপর বোঝাবো.. ।জড়িয়ে ধরার খুব শখ না! মজা বোঝাবো তোমায়।

কুহু বলে উঠলো-‘বাইকে যেতে পারবো না।রিক্সা নিন।

আয়ান আচ্ছা বলে রিক্সা খুঁজতে লাগলো।আহনাফের ভালো লাগলো না ব্যাপারটা।এই ছেলের সাথে যাবে এখন তার তিলোত্তমা! রিক্সায় একে

অপরের পাশে বসবে তারা।যদি আবার ঢং করে হাতে হাত রাখে...

-'আমার গাড়িতে করে চলে যান আপনারা..যেহেতু দোষটা আমার..

আহনাফ দাঁতে দাঁত চেপে বললো কথাগুলো।আদিত,আরিফ আর নাতাশা হা হয়ে গেল।প্রেমে পড়লে সত্যিই সবাই চেইঞ্জ হয়ে যায়।-'আপনার গাড়িতে করে কেন যাবো?

কুহুর কথায় আহনাফ শুধু এক ভ্রু উঁচু করে তাকালো তার দিকে। হকস্টিকটা দেখালো ইশারায়।কুহু আমতা আমতা করে বললো

-‘ইয়ে..আ’আপনার গা’গাড়িতেই তো যাবো... হ্যাঁ দোষ তো আপনার।

আয়ান বলে উঠলো—“তারপরেও..”

কুহু বলে উঠলো—“আপনি চুপ করুন।”

আয়ানের মুখটা চুপসে গেল। আহনাফ রাফিকে গাড়ির চাবি দিয়ে ওদের পৌঁছে দিতে বললো।কুহু ব্যাগটা উঠিয়ে চলে গেল।কি মনে করে পেছনে ফিরে তাকালো সে। আহনাফ হকস্টিকটা উঠিয়ে শাসালো ওকে।কুহু ভয়ে আর পেছনে তাকালো না।আদিত বলে উঠলো

-'যার প্রেম জীবনেও কোনোদিন হওয়ার কথা না তার'ই সবার আগে

হয়ে গেল।আর আমরাই সিঙ্গেল রয়ে গেলাম।

আরিফ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো-‘হামারা ফুডা কপাল..

নাতাশা বলে উঠলো

-‘আমি তো পেয়ে গেছি।আহনাফ, আই থিংক আমি তোর হেল্প করতে পারবো।

আহনাফ নাতাশার কথা শুনে কপাল কুচকালো।নাতাশা শয়তানি হাসি দিল।আদিত বললো

-‘হয়ে গেল! কার জানি কপাল পুড়লো রে!

নাতাশা আদিতের পিঠে ধরাম করে কিল বসিয়ে দিল।হঠাৎ তাদের সামনে একটা কালো রঙের গাড়ি এসে থামলো।সবাই কপাল কুচকালো।গাড়ি দরজা খুলে গেল।

স্যুট-কোর্ট পড়া একটা লোক নেমে এলো। চোখে তার সানগ্লাস। আহনাফ ‘চ’ সূচক শব্দ করলো। আশেপাশে তাকাতেই খেয়াল করলো কিছু মেয়ে হা করে তাকিয়ে এইদিকে।এদিকে লোকটা এগিয়ে এসে আদিত,আরিফের সাথে হ্যান্ডসেক করলো।-‘হ্যালো ইয়াং ম্যান! কি খবর?

নাতাশা বলে উঠলো

-‘আংকেল আমার তো মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে আপনাকেই বিয়ে করে নিতে।আপনি এখনো কত হ্যান্ডসাম!

আহান শাহরিয়ার হো হো করে হেসে উঠলো।আহনাফ বললো

-‘তুমি এখানে কেন এসেছো?

আহান শাহরিয়ার বললেন

-‘আমাকে দেখলেই তোমার পেছন জ্বলে কেন?

আদিত বলে উঠলো

-‘আরে বুঝেন না আংকেল! আপনি আসলে ওর দাম কমে যায় না! আপনি যে ওর থেকেও বেশি হ্যান্ডসাম।

আহনাফ বিরক্তিকর দৃষ্টিতে তাকালো।-‘কি সমস্যা? এখানে এসেছো কেন?

আহান শাহরিয়ার বললেন

-‘শুনলাম আমার সো কোল্ড ছেলে নাকি কোন মেয়েকে চুমু খেয়েছে..

-‘হ্যাঁ..তো কি হয়েছে?

আহনাফের কথা শুনে আহান শাহরিয়ার বললেন

-‘কি হয়েছে মানে? তুমি একটা মেয়েকে কিস করেছো! ব্যাপারটা কতো বড় তোমার ধারণা আছে?

আহনাফ বলে উঠলো

-‘প্রেগনেন্ট তো করে ফেলেনি.. কিস’ই করেছি জাস্ট..তাও গালে।

আহান শাহরিয়ার বলে উঠলেন

-‘কেমন নির্লজ্জ ছেলে! বাপের সামনে কিসব কথা বলছে!

আহনাফ কিছু বলতে যাবে তার আগেই আহনাফের ফোন বেজে উঠলো।-‘হ্যালো!

-‘ভাই..গাড়ির ব্রেক ফেইল হয়ে গেছে...

রাফির কথা শুনে আহনাফের মাথায় বাজ পড়লো।

-‘হুয়াট!!! তোরা কোথায় এখন?

-‘জানি না ভাই।গাড়ি যে দিকে যাচ্ছে আমরাও সেইদিকে যাচ্ছি।

-‘হুয়াট দ্যা ফা*! তিলোত্তমা ঠিক আছে?

রাফি কাঁদো কাঁদো সুরে বললো

-‘ওনার কথা আর বইলেন না ভাই। ব্রেক ফেইল শুনে ওনি গাড়ির দরজা খুলে জাম্প মেরে দিছে।এখন আমি আর আয়ান ভাই গাড়িতে।ভাই, বাঁচান আমাদের..

আহনাফ হতবাক, হতভম্ব! জাম্প মেরে দিছে মানে! ও কি করে..! ফোনের ওপাশ থেকে আয়ান আর রাফির চেঁচানোর শব্দ ভেসে আসছে।-‘মিস্টার আহনাফ আমাদের বাঁচান..

-‘ভাই বাঁচাও...

আহনাফের সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে।সে শুধু বললো

-‘হাসপাতালে দেখা হচ্ছে..

ফোনের ওপাশ থেকে ওরা চেঁচিয়ে উঠলো–“নাআআআ!”-‘ওরে বাবাগো...আল্লাহ গো.....ভাই..এসেছেন ভাই..

রাফি ব্যান্ডেজে মোড়া হাতটা কোনোমতে উঠিয়ে বললো।আহনাফ দৌঁড়ে তার কাছে গেল।রাফির মাথায়,হাতে ব্যান্ডেজ।আহনাফ বলে উঠলো

-‘তিলোত্তমা কই?

রাফি হাবার মতো তাকিয়ে রইলো আহনাফের পানে।তাকে একবার কিছু জিজ্ঞাসাও করলো না? রাফি অভিমানী স্বরে বললো-'জানি না..

আহনাফ তার অভিমানী চেহারা খেয়াল করলো না।সে ওর কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।রাফি মুখ ভেংচি কাটলো।তখন হাজির হলো আহান শাহরিয়ার।সে বিচলিত স্বরে বলে উঠলো

-‘একি অবস্থা তোর!

রাফি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললো। আহান শাহরিয়ার এগিয়ে গেলেন। ওর পাশে বসলেন তিনি।এরপর মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন

-‘ছেলে হয়ে কান্না করলে তোকে কোন মেয়ের বাবা মেয়ে দিবে রে বাপ? চুপ যা ...

রাফি কান্নারত স্বরে বলে উঠলো-‘আংকেল, ভাই বদলে

গেছে...আমার ভাই বদলে গেছে... আপনি কিছু বলেন ভাইকে..

আহান শাহরিয়ার বললেন

-‘ওই হারাম/জাদার তো আমাকে দেখলেই পেছন গরম হয়ে যায় রে বাপ...আমি ওরে কি বলবো?

রাফি আরো জোরে জোরে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগলো।আহান শাহরিয়ার বলে উঠলেন

-‘আচ্ছা আচ্ছা...আমি দেখছি..

রাফি কান্না থামালো এবার।আহান শাহরিয়ার বললেন

-'ছেলেটা পুরো আমার মতো হয়েছে।ওর মায়ের জন্যও আমি এমন পাগলামো করতাম। জানিস..আহনাফ হওয়ার সময় আমিই তিনদিন অজ্ঞান ছিলাম ভয়ে..

কথাটা বলে রাফির ব্যান্ডেজে মোড়ানো হাতে এক থাবা বসিয়ে জোরে হেসে উঠলেন আহান

শাহরিয়ার।এদিকে রাফি “আম্মা” বলে চেঁচিয়ে উঠলো।হঠাৎ এমন চেঁচানোতে আহান শাহরিয়ার ভয়ে নিচে পড়ে গেলেন।বুকে হাত দিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকালেন ভদ্রলোক।রাফি বলে উঠলো-‘বাপ-ছেলে দুইটাই এক...যাই করে না কেন পেছন আমার’ই মারে...আল্লাহ গো...

আহান শাহরিয়ার মেকি হাসলেন।

এদিকে আহনাফ পাগলের মতো এদিক সেদিক খুঁজতে লাগলো তার তিলোত্তমাকে।হঠাৎ একটা কেবিনের সামনে আসতেই থেমে গেল সে। দরজাটা খোলা ছিল কেবিনের।কুহু আয়ানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আয়ানের মাথায় ব্যান্ডেজ।আহনাফ নড়লো না।ওখান থেকেই দেখতে লাগলো কুহুকে।এই মেয়ের জন্য সে চিন্তায় মরছিল আর একে দেখো!

এক হতোচ্ছোরার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে! ইচ্ছা তো করছে ওর ফাঁটা মাথায় হকস্টিক দিয়ে আরো কয়েকটা....আহনাফ সামনে এগোতে গেলে হঠাৎ এক মহিলা তাকে ধাক্কা মেরে ভেতরে চলে গেল।আহনাফের কপাল কুচকে গেল বিরক্তিতে। মহিলাটা ভেতরে গিয়েই কুহুকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে আয়ানকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আহনাফের রাগ লাগলো।কতো বড় সাহস এই মহিলার! তার তিলোত্তমাকে এভাবে ধাক্কা মারে!

-‘আয়ান..বাবা ঠিক আছিস তুই? আমার সোনা...ইশ! কত আঘাত লেগেছে তোর! পইপই করে বারণ করেছিলাম যে ঐ কলঙ্কিনীকে আনতে যাস না।শুনলি না তো মায়ের কথা..এখন দেখলি...

আয়ান 'চ' সূচক শব্দ করে বললো-'ফালতু কথা বলো না তো মা..ভাগ্যে ছিল তাই এমন হয়েছে। এখানে কুহুর দোষটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।

আনোয়ারা বেগম বলে উঠলেন

-'ঐ পোড়ামুখীর তো কিছুই হয়নি। তোর'ই তো কত আঘাত লেগেছে!

কুহু নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আয়ান বলে উঠলো

-‘শুকরিয়া আদায় করো যে কিছু হয়নি।আর ফালতু কথা কম বলো।

আনোয়ারা বেগম চোখের পানি মুছে কুহুর দিকে তাকালেন।এরপর বলে উঠলেন

-‘অপয়া মেয়ে একটা! মা-বাবা, দাদি সবাইকে খেয়েছে এখন আমার ছেলেটাকে খাওয়ার ধান্দা...

-‘মাআআআ...আয়ান রাগি স্বরে বলে উঠলো।আনোয়ারা বেগম কিছু

বললেন না আর।কুহুর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো।নিকাব খুলে ফেলেছে সে।তাই ওর ক্রন্দরত মুখখানা দেখতে পেল সবাই। আয়ানের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো।খুব করে ইচ্ছা করলো সযত্নে তার সুহাসিনীর চোখের পানি মুছিয়ে দিতে।কিন্তু পারলো না। আহনাফ বাহিরে দাঁড়িয়ে সবই

দেখতে লাগলো।পেছন থেকে হঠাৎ আহান শাহরিয়ার এসে বলে উঠলেন
-‘এই তাহলে আমার বউমা!
আহনাফ ভড়কালো খানিকটা। পরপর’ই ‘চ’ সূচক শব্দ করলো। চলে এলো সে ওখান থেকে।আহান শাহরিয়ার বলে উঠলেন
-‘কিরেহ! বউমা কাঁদছে তো..কান্না থামাবি না?

আহান শাহরিয়ারের চেঁচানোতে সবাই তার দিকে তাকালো।কুহু কপাল কুচকালো।আহান শাহরিয়ার তা দেখে হাত উঁচু করে বললো —“হাই বউমা..!” আহনাফ দৌঁড়ে এসে তার মুখ চেপে ধরলো।এরপর টানতে টানতে নিয়ে চলে এলো। আয়ান বলে উঠলো-‘কে ছিল রে ওটা?মিস্টার আহনাফের ভাই নাকি? কুহু চোখ মুছে বললো

-‘হবে হয়তো...

আনোয়ারা বেগম বলে উঠলেন

-‘আহনাফ কে?

আয়ান সব ঘটনা বললো তার মাকে শুধু কুহু যে গাড়ি থেকে জাম্প মেরেছিল সেটা চেপে গেল। আনোয়ারা বেগম বলে উঠলেন

-‘এমনি এমনি আর এই মেয়েকে অপয়া বলি আমি! দেখেছিস তো! পেয়েছিস প্রমাণ? একে এখন ঘর

থেকে দূর করতে পারলে বাঁচি। এরকম কলঙ্কিনী মেয়েকে নিবেই বা কে...

-'আমি নিয়ে নিব তাও তুমি প্লিজ ওকে বাজে কথা বলো না।ভাল্লাগে না আমার।

আনোয়ারা বেগম মুখ ঝামটা মারলেন।কুহুর চোখ পুনরায় ছলছল করে উঠলো।ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকালো মেয়েটা।-'কি অসভ্য

ছেলে! বাপের মুখ ধরো তুমি! তাও কিনা বাম হাত দিয়ে! ছ্যাহ্...

আহনাফ খেকিয়ে বললো

-‘এই তোমাকে বউমা বলে চেঁচাতে কে বলেছিল হ্যাঁ?

-‘আমার অবলা মন...

আহনাফ ভ্রু কুচকে বিরক্ত হয়ে তাকালো।আহান শাহরিয়ার বললেন

-‘তোমার’ই তো উপকার করলাম। ওর পরিবারের সামনে ওকে বউমা

বললাম যেন তোমার সুবিধা হয়। এখন বলো বিয়ের সমন্ধ নিয়ে কবে যাচ্ছি আমরা?

আহনাফ বলে উঠলো

-‘তোমার বউমা আমাকে রিজেক্ট করেছে।বুঝছো? ওই যে ছেলেটাকে শুয়ে থাকতে দেখেছো..ঐটা তোমার বউমার উডবি..

আহান শাহরিয়ার মুখে হাত দিয়ে ফেললেন।

-‘হায়হায়! বলো কি!

আহনাফ কিছু বললো না।আহান শাহরিয়ার বললেন

-‘তুমি চাইলে আমি তোমার হেল্প করতে পারি।

-‘লাগবে না।ওদের কথোপকথনের মাঝে কুহু বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে।ওদের পাশ কাটিয়ে যেতে নিলে আহান শাহরিয়ারের মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি এলো।উনি

আহনাফকে ধাক্কা মেরে কুহুর উপর ফেলে দিলেন। আহনাফ গিয়ে সোজা কুহুর উপর পড়লো।কুহু তাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে পড়ে গেল।আহনাফের প্রথমে রাগ হলেও কুহুর চোখে চোখ পড়তেই তা উধাও হয়ে গেল।কুহুর পুরো ফেইস এতো কাছ থেকে আজ দ্বিতীয়বার দেখছে সে।এদিকে কুহুর অবস্থা নাজেহাল।আজকে কার মুখ দেখে

যে ঘুম থেকে উঠেছিল সে! সকাল থেকে একটা কিছু ভালো হয়নি। কোমড়টা বোধহয় গেছে এবার! সে আহনাফকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে উঠলো

-'কি আশ্চর্য! উঠছেন না যে! এটা কি সিনেমা পেয়েছেন যে ব্যাকরাউন্ডে এখন লালালা মিউজিক বাজবে আর আপনি তাকিয়ে

থাকবেন! আল্লাহ গো! হাতিও মনে হয় না এতো ভারি!

আহনাফ তাৎক্ষণাৎ উঠে পড়লো। রাগি চোখে তাকালো তার বাবার দিকে।ভদ্রলোক ঠোঁট চেপে হাসছে। কুহু একা উঠতে নিলে ব্যর্থ হলো। আহনাফ ধরে উঠালো তাকে।কুহু ঝাটকা মেরে হাত সরালো তার। এরপর রাগি স্বরে বলে উঠলো-‘মেয়ে মানুষ দেখলেই ধাক্কা

মারা লাগে! আপনার ভাই তো আপনার চেয়েও বড় খাটাশ...

আহান শাহরিয়ারের মুখের হাসি গায়েব হয়ে গেল।আহনাফ আর আহান শাহরিয়ার একসাথে বলে উঠলো–“অ্যাঁ!!”

কুহু বলে উঠলো

-‘অ্যাঁ কি ...ঠিক’ই তো বলছি।

আহনাফ বাবার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো

-‘এটা আমার ভাই?

কুহু বললো

-‘ভাই হোক আর বন্ধু হোক আস্ত একটা খাটাশ লোক...

-‘আমার বাপ এটা...

কুহু জোরে জোরে হাসতে লাগলো

-‘বলদ মনে হয় আমাকে?মানে যাকে খুশি একটা বললেই বলো হ্যাঁ!”

-‘কি আশ্চর্য! ইনি সত্যিই আমার বাবা।

কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল মেয়েটা।একবার আহান শাহরিয়ার আরেকবার আহনাফকে দেখতে লাগলো হা করে।সে অবাক স্বরে বললো

-‘এ’এটা আপনার বাবা?আহনাফ উপর নিচ মাথা ঝাঁকালো।কুহু মাথাটা ভনভন করে ঘুরতে লাগলো। আর নিতে পারছে না সে।সে আহান শাহরিয়ারের দিকে তাকালো।

ভদ্রলোক তার দিকেই তাকিয়ে।কুহু কি বলবে কি করবে কিছুই বুঝতে পারলো না।সে হঠাৎ দৌঁড় লাগালো। মাথা কাজ করছে না তার।বাসায় গিয়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালতে হবে।সকাল থেকে যা যাচ্ছে আজ তার উপর দিয়ে! এদিকে কুহুকে দৌঁড়াতে দেখে আহান শাহরিয়ার হেসে উঠলেন।আহনাফ চেঁচিয়ে উঠলো

-‘তিলোত্তমা আস্তে....হায়রে কপাল! এইদিন’ই দেখার বাকি ছিল আমার! শেষের কথাটুকু হতাশ হয়ে বললো আহনাফ।আহান শাহরিয়ার বললেন -‘ব্যাপারটা কিন্তু সেই...তোমার মাও প্রথম দেখায় আমাকে খাটাশ বলে আখ্যায়িত করেছিল।কপাল দেখো! বউমাও আজ এটা বলে গেল।

আহনাফ বলে উঠলো-‘আমার চেয়ে বড় খাটাশ বলছে মানে

ইনডায়রেক্টলি আমাকেও বলে গেছে।আল্লাহ জানে তোমার জন্য আর কত গালি খাবো!

আহান শাহরিয়ার হঠাৎ বললেন

-‘কিন্তু গাড়ির ব্রেক ফেইল হলো কি করে?

আহনাফ বলে উঠলো—“শত্রুর তো আর অভাব নেই আমার।করিয়েছে হয়তো কেউ একজন।হয়তো পরিচিত আবার হয়তো অপরিচিত..”

হঠাৎ আহনাফের ফোনটা শব্দ করে বেজে উঠলো।সে রিসিভ করতেই অপর পাশ থেকে বলে উঠলো-‘ম্যাডাম ড্রেনে পড়ে গেছে স্যার..জলদি আসুন...

আহনাফ ‘চ’ সূচক শব্দ করে বলে উঠলো

-‘বা/ল একটা! একটা সেকেন্ড শান্তি দিল না আমায়।

-‘কি হয়েছে?

-'তোমার বউমা ড্রেনে পড়ে গেছে। তখন যে দৌড় দিছে পড়ার'ই কথা। তবে যাবে যাবে ড্রেনেই যে যাবে সেটা বুঝিনি।শান্তি দিল না আমারে..!-'মামি ঠিক'ই বলে, আমি সত্যিই অপয়া।সকাল থেকে কি না হয়েছে আজকে! পুরো শরীর ব্যথায় টনটন করছে।

কুহু কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠলো কথাগুলো।বিছানায় শুয়ে শুয়ে

নিজের সাথেই পকপক করে চলেছে মেয়েটা।চোখেমুখে ঘুম ভর করে আছে তার।কথা বলতে বলতে এক পর্যায় ঘুমে তলিয়ে গেল।হঠাৎ তার ফোনটা বেজে উঠলো।কুহু ‘চ’ সূচক শব্দ করে বলে উঠলো

-‘এই টাইমে কে কল দেয় বা/ল! পাশ থেকে ফোনটা তুললো। অপরিচিত নম্বর দেখে কপাল কুচকালো সে।এতো রাতে আবার

তাকে কে কল দিল? কুহু ফোনটা রিসিভ করে ঘুম জড়ানো স্বরে সালাম দিল।আহনাফ থমকে গেল। এই মেয়ের সবকিছুই তাকে এতো টানে কেন?এই যে এখন এই ঘুমজড়ানো স্বরটা!উফফ! আহনাফের হৃদয়ে গিয়ে লেগেছে পুরো।কুহু সাড়া শব্দ না পেয়ে আবার ঘুমজড়ানো স্বরে বললো–“হ্যালো!”

আহনাফ নিজেকে সামলালো।এরপর বললো

-‘কেমন আছো?

কুহুর ঘুমের মাঝেই কপাল কুচকে গেল।সে বললো

-‘আপনি কে বলছেন?আহনাফ বিরক্ত হলো বড্ড এহেন প্রশ্নে।তার ভয়েসটাও চিনলো না! কিন্তু না এখন রাগ দেখালে চলবে না।এই মেয়ে এমনিতেই পাত্তা দেয় না

তাকে।এখন রাগ দেখানোটা ঠিক হবে না। সে বললো

-‘আহনাফ বলছি..

কুহুর চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছে। সে বললো

-‘কে..

আহনাফ ‘চ’ সূচক শব্দ করলো। আবার বললো সে

-‘আহনাফ শাহরিয়ার...

কুহু এবারও শুনলো না।সে ঘুমজড়ানো স্বরে আবার বলে উঠলো

-‘কে..?

আহনাফ এবার খেকিয়ে বললো

-‘খাটাশ বলছি...শুনেছেন এবার?

আহনাফের চেঁচানোতে কুহু লাফিয়ে উঠলো।ভয় পেয়েছে! ঘুম উড়ে গেছে তার।বুকে তিনবার থুথু দিল সে। এরপর বললো-‘চিল্লাচ্ছেন কেন?

আর আপনি আমার ফোন নম্বর পেলেন কোথায়?

আহনাফ চোখ বুজে জোরে শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করলো।এরপর বললো

-'এখন শরীর কেমন লাগছে সেটা বলো।

কুহুর সহজ-সরল জবাব

-'কেমন আবার! শরীরের মতোই লাগছে।

আহনাফ বুঝলো যে কুহু ইচ্ছা করে তার সাথে ত্যাড়া ত্যাড়া কথা বলছে। সে বলে উঠলো

-'ত্যাড়া ত্যাড়া উত্তর না দিলেই নয়!

-'উঁহু...আপনি কল দিয়েছেন কেন?

আহনাফ ঠোঁট কামড়ে হেসে বললো

-'প্রেম করতে...কুহুর কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠলো কথাটা শুনে।সে "ওয়াক থু" বলে কল কেটে দিল। আহনাফ হতভম্ব! "ওয়াক থু" টা কি

তাকে বললো? নাকি তার ভালোবাসাটাকে? কত বড় সাহস এই মেয়ের! আহনাফের রাগ হলো প্রচুর।সে যেচে প্রেমের কথা বলায় ডিরেক্ট ওয়াক থু বলে অপমান করে দিল! আহনাফ যেন এখন পারলে কুহুকে কাঁচা চিবিয়ে খেত! আহনাফ আবার কল করলো।

কুহু রিসিভ করবে কি করবে না ভাবতে লাগলো।রিসিভ করলে যদি

প্রেম হয়ে যায়!! ওরে বাবা! নাহ্! সে আর ঝুঁকি নিতে পারবে না।আজকে কল রিসিভ করবে, কথা বলবে, তারপর?হয়তো আবার আগামীকাল কল দিবে।এভাবে অভ্যাস করিয়ে একদিন হারিয়ে যাবে।এরপর কুহুর কি হবে?একজনের দেওয়া আঘাত সে আজও ভুলতে পারেনি।আবার এক'ই ভুল সে কি করে করবে? কখনোই না।কুহুর ভাবনার মাঝেই

কলটা বেজে কেটে গেল।আবার কল করলো আহনাফ।কুহু রিসিভ করলো না।ফোনটা সাইলেন্ট করে শুয়ে পড়লো।মানসপটে কিছু সুমধুর দৃশ্য ভেসে উঠলো।হঠাৎ'ই চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়লো তার। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো কুহু।

-'দেখেছো.. আজও তোমার নামে অশ্রুরা দল বাঁধে।অথচ তোমার জন্য শুধু ঘৃণা থাকার কথা।তোমার জন্য

আজ এই "ভালোবাসা" শব্দটার প্রতি আমার এত ঘৃণা।অবাধ্য মনটা আজও বলে যে, ওগুলো সব স্বপ্ন ছিল।তুমি এমন না..তুমি..তুমি তো..কুহু ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকানোর চেষ্টা করলো।ঠোঁট কেটে গেল তাও সে একইভাবে রইলো।কিছুতেই ঐ অমানুষটার জন্য সে কাঁদবে না।কিছুতেই না।হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে গড়িয়ে পড়া পানি

মুছলো সে।ঠোঁট গোল করে শ্বাস ছাড়লো।ঘুমানোর চেষ্টা করলো সে। এপাশ ওপাশ করতে লাগলো। অতীতের স্মৃতিগুলো বারবার মানসপটে ভেসে উঠছে।কুহু বিরক্ত হয়ে উঠে বসলো।

-'ধুর বা/ল! এতো প্যারা কেন জীবনে? ভাল্লাগে না আর!

কুহু ফোনটা হাতে নিল।পঞ্চাশটা কল করেছে আহনাফ।কুহু হা হয়ে গেল।

-'ঐ অমানুষের বা/চ্চাটাও জীবনে এতোবার কল করেনি আমায়! সর্বোচ্চ দুই থেকে চারবার।আর একে দেখো! এর গার্লফ্রেন্ড না বউ লাগি ভাই যে এতোবার কল করছে! হঠাৎ একটা নোটিফিকেশনের শব্দ! কুহু চমকে উঠে খানিকটা। ফোনের

দিকে তাকাতেই দেখে আহনাফের ম্যাসেজ।
“ভার্সিটি তো আসবেন’ই।তখন দেখবেন কি করি আপনাকে, মিস তিলোত্তমা সুন্দরী..!”
কুহুর আত্মাটা লাফিয়ে উঠলো।এই ছেলে মারাত্মক একটা চিজ! হকস্টিক দিয়ে যদি মার শুরু করে দেয়! সকালে অলরেডি মেরেছে। ভর্সা নেই এই ছেলের।কুহু কল

করলো আহনাফকে।এবার আহনাফ রিসিভ করলো না। কুহু আবার কল করলো।ভেবেছিল হয়তো এবারেও রিসিভ করবে না।কিন্তু আহনাফ রিসিভ করলো।কুহু চুপ করে রইলো।কিছু বললো না সে।আহনাফ বলে উঠলো

-‘হ্যালো..! তিলোত্তমা!কুহুর ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো। “তিলোত্তমা!” কি আছে এই

নামটাতে? কেন বারবার এই নামটা শুনলে তার ভেতরে উথালপাথাল ঝড় শুরু হয়ে যায়! কুহু নিজের মাথায় একটা গাট্টা মারলো।এগুলো ছেলেদের ফাঁদ।প্রথমে এসব বলে পটাবে তারপর অভ্যাসে পরিণত হয়ে হারিয়ে যাবে।কুহু নিজেকে এসব বলে বুঝ দিতে লাগলো।তখন আহনাফ বলে উঠলো

-‘তিলোত্তমা শুনছো?

কুহু ‘চ’ সূচক শব্দ করলো। আবার তিলোত্তমা! সে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কুহু বলে উঠলো

-‘কুহু...কুহু বলে ডাকবেন।এসব ঢং করবেন না।

আহনাফ শব্দ করে হাসলো।কুহু বললো

-‘হাসার মতো কিছু বলেছি?-‘আহনাফ শাহরিয়ার আর

ঢং! ভার্সিটিতে এসে বলো কথাটা। গণপিটুনি না খেলেই হয়!

কুহু নিজেও ভাবলো কথাটা।খুব একটা ভুল বলেনি আহনাফ। সে এসব কথায় গেল না আর।

-‘কল কেন করছেন সেটা বলেন।

আহনাফ হেসে বললো

-‘ম্যাডাম, কলটা আপনি করেছেন।

-‘আপনি কেন করেছিলেন সেটাই জানতে দিয়েছি।

আহনাফ বলে উঠলো

-‘আসতাগফিরুল্লাহ! কিসব বলছেন? কেন করেছিলাম মানে?কি করেছি আমি? আর আপনি দিয়েছেন মানে... ছিঃ তিলোত্তমা! আই লাভ মাই মাইন্ড...

আহনাফ দুষ্টু হাসছে।কুহু বোকা বনে গেল।এই লোক কোন কথাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কুহু বলে উঠলো

-'আপনি কিন্তু এবার বেশি বেশি করছেন...
আহনাফ এটা শুনে বলে উঠলো-'ছিইইইইইই!! কিসব বলছেন আপনি? কোথায় বেশি বেশি করছি আমি..?আপনাকে তো এখনো হাতের কাছেই পেলাম না...আবার বেশি বেশি..! এই এক মিনিট? আপনি কি আবার এসব কল্পনা

করছেন আর আমাকে বলছেন? ছিইইইইইইই!!!

কুহু বোকা বনে গেল।তার সাদা সিধে কথাগুলোকে কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এই খাটাশটা! কুহু বলে উঠলো

-'আর একটা ফালতু কথা বলবেন আমি কল কেটে দিব।

আহনাফ হো হো করে হেসে উঠলো।কুহু শুনলো তার হাসির

শব্দ।মনে হচ্ছে যেন খ্যাক শিয়াল হুক্কা হুয়া করছে।কুহু বলেই বসলো-‘আপনার পূর্বপুরুষ কি খ্যাক শিয়াল ছিল?

আহনাফের হাসি থেমে এলো।সে বলে উঠলো

-‘এটা মনে হলো কেন?

কুহুর সোজাসাপ্টা উত্তর

-‘আপনার হাসি আর শেয়ালের ডাক এক’ই লাগছে।তাই মনে হলো।

নিশ্চই শিয়ালের সাথে আপনার কানেকশন আছে।

আহনাফ বলে উঠলো

-‘অপমানস্ করলেন, তিলোত্তমা সুন্দরী!! আজ আপনার হাসির মতো আমার হাসি সুন্দর নয় বলে এভাবে অপমান করলেন!

কুহু বলে উঠলো

-‘ফ্ল্যার্ট করছেন?

-‘আসতাগফিরুল্লাহ! কিসব বলেন আপনি?

কুহু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

-‘আপনাকে আগেও বলেছি আমি। আপনি যাকে চাইছেন তাকে নয় যে আপনাকে চায় তাকে বেছে নিন।

আহনাফ বলে উঠলো-‘আমাকে চায় না কে? আপনি বাদে প্রত্যেকটা মেয়েই আমার জন্য পাগল।এখন

তাদের সবাইকে তো আর আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব না।তাই না? কুহু বিরক্ত হলত বড্ড।ঘরের বিরিয়ানি রেখে বাইরের পান্তা ভাতের দিকে নজর দেওয়াটা কি প্রত্যেক পুরুষের স্বভাব?ঘরের সুন্দরী চাচাতো বোন'ই তো তোকে চাইছে। সেটা কেন বুঝছিস না খাটাশ! কুহু দরকার পড়ে সিঙ্গেল মরবে তাও তো তোকে বিয়ে করবে

না।কারণ তুই যে রোদের স্বপ্নের রাজকুমার আহনাফ আলম। কুহু বলে উঠলো

-‘একটু খেয়াল করে দেখবেন আপনার আশেপাশেই আছে হয়তো কেউ যে আপনাকে মনে প্রাণে চাইছে।তাকে এক্সেপ্ট করে নিন আর আমাকে জ্বালায়েন না।আমি আপনার নই।নিজেকে বুঝিয়ে নিন এই কথাটা...আর হ্যাঁ..এই যে কল

কাটলাম দ্বিতীয়বার যেন আর কল না আসে।বাই...কুহু কথাগুলো বলেই কল কেটে দিল।আহনাফ ঠোঁট কামড়ে তাকালো ফোনের দিকে। তিলোত্তমা কি করে এই কথাটা বলে দিল যে সে অন্য কারো! তার জিহ্বা কাঁপলো না একবারও এই কথাটা বলতে গিয়ে! নিষ্ঠুর মেয়ে মানুষ! আহনাফ ঠাস করে বিছানায় শুয়ে পড়লো...

-'তোমাকে যদি আমার কোলবালিশের সতীন না বানিয়েছি তো আমার নামও আহনাফ নয়, তিলোত্তমা সুন্দরী...মাইন্ড ইট..-'নবাবজাদীর ঘুম ভাঙেনি এখনো...! ঘরের কাজগুলো কে করবে হ্যাঁ? এই মুখপুড়ি...
আনোয়ারা বেগমের চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙলো কুহুর।কোনোমতে উঠে বসলো।পুরো শরীরে ব্যথা।

শরীর'টাও কেমন গরম।জ্বর এসেছে বোধহয়।কুহু ঘড়ির দিকে তাকাতেই চমকে উঠলো।দশটা বেজে গেছে! কুহুর ভেতরে তুফান শুরু হয়ে গেল।ফজরের নামাজটা পড়ে একটু গা এলিয়ে দিয়েছিল বিছানায়। তখন'ই চোখটা লেগে গেছে তাহলে। এখন কি হবে? কুহু নিজের দুই গালে হাত রাখলো।একটা মারও আজ মাটিতে পড়বে না রে..!

এদিকে আনোয়ারা বেগম অনবরত দরজা ধাক্কাচ্ছে।গেলেও বিপদ না গেলেও বিপদ।ভয়ে কুহুর শরীর ঘেমে গেল। যা! জ্বরও ছেড়ে দিল! এদিকে আনোয়ারা বেগম কুহুর সাড়া শব্দ না পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। কি হলো এই মেয়ের? কখনো তো এমন করে না।ঠিক আছে তো? ভদ্রমহিলার ভয় হতে লাগলো।সে আয়ানকে গিয়ে ডেকে

আনলো।আয়ানকে আজ সকালেই ডিসচার্জ করে দিয়েছে।মূলত সে'ই পাগল হয়ে গিয়েছিল বাসায় আসার জন্য।আয়ান দরজা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিল।আনোয়ারা বেগমের ভয়ে আত্মা লাফাচ্ছে।যত যাই বলুক সে এই মেয়েকে তো সে নিজের মেয়ের মতোই মনে করে।ঐ একটা ঘটনার জন্য মেয়েটাকে দোষারোপ করলেও সে কখনো মেয়েটার ক্ষতি চায়নি।

তাও তো আজও নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।কোনো খারাপ পরিবারে মেয়েটাকে দেয়নি।আল্লাহ'র কাছে খুব করে চাইলো সে যেন খারাপ কিছু না হয়।আয়ান বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর সফল হলো।দরজা খুলতেই নজরে এলো কুহু মেঝেতে চিতপটাং হয়ে পড়ে রয়েছে। আনোয়ারা বেগম চেঁচিয়ে উঠলেন–"কুহুউউউ..!"

কুহুর আত্মাটা এহেন চিৎকারে বেরিয়ে গিয়েও যেন গেল না।মটকা মেরে পড়ে রইলো।মারের হাত থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র উপায়। এদিকে আয়ান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।আনোয়ারা বেগম কুহুর মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে কান্না জুড়ে দিলেন।

-‘কুহু...মা চোখ খোল..কুহু..

কুহুর বুঝে আসলো না যে এরা আসলে কাঁদছে কেন।মরে গেছে মনে করছে নাকি আবার? শিট্! এমন সময় আনোয়ারা বেগম বলে উঠলেন-'ওও আয়ান..মেয়েটা এভাবে অভিমান করে চলে গেল....

কুহুর পিলে চমকে উঠলো এটা শুনে।সে মরে গেছে! হায় আল্লাহ! মামি একটু বেশিই ইমোশনাল হয়ে গেল না!ডিরেক্ট মেরে না দিলেও

পারতো। আয়ান কুহুর পাশে বসে ওকে ডাকতে লাগলো

-‘এই কুহু..সুহাসিনী..চোখ খোল না... সুহাসিনী..

কুহু মনে মনে বলতে লাগলো

-‘তোর পা/দের সুহাসিনী! বা/ল! পানি তো ছেটা চোখে.... তা না করে কানের কাছে মরা কান্না জুড়ে দিছে। এটা কি বাংলা সিনেমা পেয়েছিস যে তোর ভালোবাসার জোড়ে চোখ

মেলে তাকাবো!-‘ভাই একটু তাড়াতাড়ি চালান না....এটা সিনেমা না তো যে শ্লো মোশনে চালাচ্ছেন!
আনোয়ারা বেগম বললেন
-‘বাবা একটু তাড়াতাড়ি চালাও... রাস্তায়’ই তো মরে যাবে এভাবে গাড়ি চালালে।
ড্রাইভার শুনলো তবে কিছু বললো না।এদিকে কুহু না পারছে বলতে না পারছে সইতে।সে শুধু শুধুই

আহনাফকে খাটাশ বলে।আসল খাটাশ তো তার বাড়িতেই।অ্যাম্বুলেন্স ডেকে ফেললো তবুও একটাবার চোখে পানি ছেটালো না! হঠাৎ আয়ান বলে উঠলো-'টিক টিক শব্দ আসছে কোথা থেকে? আমরা তো কেউ ঘড়ি পড়িনি।আর ঘড়ির শব্দও তো এমন না।

আনোয়ারা বেগমেরও কপাল কুচকে এলো।সত্যিই তো।অনেকক্ষণ ধরে

হচ্ছে শব্দটা।কিন্তু এটা কীসের শব্দ? এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ তার নজর গেল আয়ানের বসা জায়গাটার দিকে।নিচের দিকে তাকাতেই তার আত্মা কেঁপে উঠলো। বোম! আনোয়ারা বেগম চেঁচিয়ে উঠলেন

-'ও খোদা! এতো দেখি বোম! আয়ান!!

আয়ান নিচের দিকে উঁকি দিতে লাফিয়ে উঠলো।

-‘এ ভাই..গাড়ি থামান..অ্যাম্বুলেন্সে বোম...

ড্রাইভার হতভম্ব হয়ে গেল।এদিকে কুহু এটা শুনেই ধরফরিয়ে উঠে বসলো।আয়ান তা দেখে আরো ভড়কে গেল।ভয়ে আনোয়ারা বেগমের কোলে উঠে গেল সে চেঁচিয়ে উঠলো—“ওমাগো..!”

আনোয়ারা বেগম নিজেও চমকে গেছেন।কুহু এদিকে ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠলো-‘কো’কোথায় বোম? আল্লাহগো!

আয়ান মায়ের সাথে চেপে বসে রয়েছে।সে হাত দিয়ে দেখালো।কুহু তা দেখতেই চেঁচিয়ে উঠলো

-‘আআআআ...এই খাটাশ ড্রাইভার গাড়ি থামান না কেন?

ড্রাইভার ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠলো

-‘গা’গাড়ির তো ব্রেক ফেইল হয়ে গেছে।

কুহু আর আয়ান বলে উঠলো

—“আবার!” কুহু চেঁচিয়ে উঠলো

-‘মানুষ অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বাঁচার আশায়।আর এখানে দেখো! অ্যাম্বোলেন্সে বোম নিয়ে ঘুরছে। আবার এখন বলছে ব্রেইক ফেল! ঘোড়ার অ্যাম্বুলেন্স!

ড্রাইভার বলে উঠলো-' এটা এমপির বাড়ি যাওয়ার কথা।এজন্য'ই হয়তো কেউ....

কুহু আয়ানের কলার ধরে ওকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো

-'এই আয়ানের বাচ্চা! তোকে অ্যাম্বুলেন্স আনতে কে বলেছিল? চোখে পানি ছেটালেই তো হতো!

এই খাটাশ! কথা বলিস না কেন? এখন কি হবে?

আনোয়ারা বেগম কিছু বলতে যাবে তখন ড্রাইভার গাড়ি থেকে লাফ মেরে দেয়।সবার চোখ বড়বড় হয়ে যায়। কুহু কান্না করে ফেললো।

-‘আল্লাহ জীবনে আর মরার অভিনয় করবো না।এবারের মতো বাঁচিয়ে দাও আল্লাহ।

আনোয়ারা বেগম তেঁতে বলে উঠলেন-‘মুখপুড়ী তুই অভিনয় করছিলি!?

আয়ান বললো—“আরেহ ছাতার মাথা! চুপ করবে তোমরা? জীবন নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেছে আর এরা..!”

আয়ান কুহুর দিকে তাকালো।কুহুও তাকালো।এদিকে গাড়ি এলোপাথারি

যাচ্ছে।যেকোনো মুহূর্তে এক্সিডেন্ট ঘটবে।আয়ান বলে উঠলো

-‘আর কোনো উপায় নেই।কুহুও মাথা নাড়ালো।আয়ান দরজাটা খুলে ফেললো অ্যাম্বুলেন্সের।আনোয়ারা বেগম কপাল কুচকে ওদের দুজনকে দেখছে।উনি বলে উঠলেন

-‘এই যা করার তাড়াতাড়ি কর। বাড়িতে গিয়ে রান্না বসাতে হবে আমার।কত কাজ বাকি!

আয়ান বোকা বনে গেল এহেন কথায়।বাঁচবে কিনা তার নেই ঠিক আর তার মা আছে বাড়ির কাজ নিয়ে।এদিকে আয়ানকে এতো ভাবতে দেখে কুহু ওর পা/ছায় একটা লাথি দিয়ে ওকে ফেলে দিল অ্যাম্বুলেন্স থেকে।ভাগ্যিস পেছনে কোনো গাড়ি ছিল না!আনোয়ারা বেগম হা হয়ে গেলেন।উনি কিছু বলতে গেলে কুহু ওনার হাত ধরে

জাম্প মারলো গাড়ি থেকে। আনোয়ারা বেগম এমন সময়ও কুহুকে বকতে ভুললেন না।

-'মুখপুড়ী, কলঙ্কিনী, অপয়া মেয়ে কোথাকার!! আআআ...

অ্যাম্বুলেন্সটা এলোপাথারি যেতে যেতে খাদে পড়ে গেল।আর তখন'ই বিকট একটা শব্দ হলো।মানুষজন গাড়ি থামিয়ে এগিয়ে এলো।তিনজন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে

রাস্তায়।মানুষজন ভিড় জমাতে লাগলো।কেউ বা ভিডিও করতে লাগলো তাও একটা মানুষ এগিয়ে এলো না তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য।এদিকে কুহু ঝাপসা ঝাপসা দেখতে লাগলো সব।জ্ঞান হারানোর আগে একটা কথাই বললো

-'বাঙ্গির কপাল!সকাল গড়িয়ে বিকাল।সকালের সেই দূর্ঘটনা এখন

সব টিভি চ্যানেলেও দেখাচ্ছে। শুক্রবার ছিল আজ। যার দরূন আহনাফও বাসায় ছিল আজ।সে টিভি চ্যানেলে দূর্ঘটনার খবর দেখছে।রাগ তার আকাশ ছুঁইছুঁই। দাঁতে দাঁত চেপে দেখছে সে।ঠিক তখন তার ফোনটা বেজে উঠলো। আহনাফ একটাবার দেখলোও না কে কল করেছে।বারবার বাজতে থাকলে

সে ফোনটা আছাড় মারে।মাথার চুল খাঁমছে ধরলো সে।

-'আআআআ..কি করে..কি করে প্ল্যান ফ্লপ হলো..?আআআআ..!

টিভিতে তখন খবরের চ্যানেল'ই চলছিল।সাংবাদিক হঠাৎ বলে উঠলেন-'সকালের সেই মর্মান্তিক দূর্ঘটনার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের নাম জানা গিয়েছে।তারা হলেন..জলিল আহমেদ, আয়ান

সিদ্দিকি, আনোয়ারা সিদ্দিকি এবং কুহু শেখ। জানা গেছে তাদের মাঝে একজন নিহতও হয়েছেন। তাছাড়া....

আহনাফ এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল।মাথা উঁচু করে টিভির দিকে তাকালো সে। বিরবির করে আওড়ালো...”কুহু শেখ!” সে দৌঁড়ে টিভির কাছে গেল।টিভির হেড লাইনে উঠছে সবার নাম।

আহনাফের নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না।আহনাফ পর মুহূর্তেই হেসে বলতে লাগলো

-'নাহ...আ'আমার তিলোত্তমা না..তিলোত্তমা অ্যাম্বুলেন্সে কেন আসতে যাবে? নাহ্..নাহ্..ঠিক তখন প্রত্যেকের চেহারা দেখাতে লাগলো চ্যানেলটাতে।আর বারবার বলা হচ্ছে যে একজন মারা গিয়েছে।তবে কে মারা গেছে তা এখনো জানা যায়নি।

কুহুর ছবিটা আসতেই আহনাফ থমকে গেল।কিন্তু কুহু কোথা থেকে চলে আসলো সেটা তার বুঝে আসছে না।আর না সে আপাতত এসব ভাবতে চাইছে।তার মাথায় একটা কথাই ঘোরপাক খাচ্ছে..."সেই নিহত ব্যক্তিটা কে?..তিলোত্তমা?..নাহ্..নাহ্.."

আহনাফ আর এক মুহূর্ত দেরি না করে গাড়ির চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে

পড়লো।দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে হুমড়ি খেয়ে পড়ার অবস্থা তার।কাঁপা কাঁপা হাতে গাড়ি স্টার্ট করলো সে।হাই স্প্রিডে গাড়ি চালাতে লাগলো।চোখ ঝাপসা হয়ে গেল তার।আহনাফের চোখ লাল হয়ে গেল এক পর্যায়। বড্ড বিরক্ত হলো সে। এই মেয়ে আহনাফ শাহরিয়ারকে কান্না করিয়ে ছাড়লো! ভাবা যায়! আহনাফ লাস্ট কবে কান্না করেছিল?তার পনেরো

বছর বয়সেই তো..ঠিক যখন তার মা মা/রা যায়।আর আজকে কাঁদলো সে। একবার এই মেয়েকে হাতে পাক সে সব উসুল করে ছাড়বে। আহনাফ কোনোমতে হাসপাতালে পৌঁছালো।হাসপাতাল মিডিয়ায় ভরপুর।কারণ এখানে এমপি সাখাওয়াত আলমও ভর্তি হয়েছেন। যাকে আনতে অ্যাম্বুলেন্সটার যাওয়ার কথা।

আহনাফ দাঁতে দাঁত চেপে গালি দিল কয়েকটা।গাড়িতে রাখা মাস্ক আর ক্যাপটা পড়ে বেরিয়ে গেল সে। ধাক্কাধাক্কি করে কোনোমতে ভেতরে গেল সে।রিসিপশনে গিয়ে “কুহু” নাম বলতেই লোকটা বললো-‘আপনি কি ওনার বাড়ির লোক?

আহনাফ উপর নিচ মাথা নাড়ালো। লোকটা বলে উঠলো

-‘মা/রা গেছে। লা/শ মর্গে রাখা হয়েছে।

আহনাফ থমকে গেল।মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিল তার।মনে হলো যেন সে ভুল শুনেছে।সে ভুল শুনেছে নাকি জানতে আবার জিজ্ঞাসা করলো সে

-‘বুঝিনি..আবার বলবেন প্লিজ..?

-‘মা/রা গিয়েছেন।

আহনাফের মনে হলো যেন তার বুক বরাবর কেউ তীর ছুঁড়ে মেরেছে। তার তিলোত্তমা..তিলোত্তমা নেই?নাহ্ এটা হতে পারে না।এখনো তো তাদের কত পথ চলা বাকি একসাথে।পথ চলাটা শুরুই বা হলো কোথায়?তিলোত্তমা তাকে ছেড়ে যেতে পারে না।এখনো তো মনের কথাটাই জানানো হলো না তাকে। সে পেছনে যেতে যেতে হঠাৎ

কারোর সাথে ধাক্কা খেল।-‘ বাঙ্গির নাতি! কোলে এসে পড়বেন নাকি! আহনাফ চমকালো কথাটা শুনে।সে সে তাৎক্ষণাৎ পেছনে ঘুরলো। অবিশ্বাস্য চাহনি তার। তার তিলোত্তমা!মাথায় ব্যান্ডেজ, হাতে ব্যান্ডেজ। আহনাফ থমকে গেল।কুহু আহনাফকে মাস্ক আর ক্যাপ পড়ায় চিনতে পারলো না। আহনাফের মনে হলো সে ভুল দেখছে।পরক্ষণেই কুহু বলে উঠলো

-‘ বাঙ্গির নানা! সরেন তো..আহনাফ বুঝলো এটা সত্যিই তার তিলোত্তমা। আহনাফ জাপটে জড়িয়ে ধরলো তাকে।কুহুর ব্যান্ডেজকৃত হাতটাতে চাপ লাগলো এতে।কুহু চেঁচিয়ে উঠলো।আহনাফের সেসবে খেয়াল নেই।সে তার তিলোত্তমাকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চাদের মতো কাঁদছে।কুহু প্রথমে চেঁচালেও পরক্ষণে থেমে গেল আহনাফের কান্নার শব্দে।

-'আমার তিলোত্তমা...আমার জান... আমার কলিজা..কেন ঐ অ্যাম্বুলেন্সে উঠেছিলে তুমি..?

আহনাফ মাস্ক খুলে ফেললো।কুহুর মুখে এলোপাথারি চুমু খেতে লাগলো সে।আশেপাশের মানুষ তাদের দিকেই তাকিয়ে।কুহু বোকা বনে গেল। আহনাফ! এই খাটাশ লোকটা কোথা থেকে এলো? আর কি করছে এসব? আহনাফ নিজেকে সামলাতে

ব্যর্থ হয়েছে।সে কেঁদেই চলেছে।তার আত্মাটাই তো বেরিয়ে গিয়েছিল আরেকটুর জন্য।কুহু বলে উঠলো-‘ ক’কি করছেন? সবাই দেখছে...

আহনাফের সেসবে খেয়াল নেই।সে কাঁদছে।কুহুর কি হলো কে জানে? সে আহনাফের পিঠে হাত রাখলো।

-‘শান্ত হন...ঠিক আছি আমি।মানুষ দেখছে...কান্না থামান।

আহনাফ হেচকি তুলে কাঁদছে।কুহু হতভম্ব! তার জন্য কেউ কাঁদছে! এটাই বুঝি প্রথম।কিন্তু কেন কাঁদছে? তার তো কিছুই নেই।না আছে রূপ না আছে ভালো কোনো গুণ।এদিকে আহনাফ কেঁদেই চলেছে।কুহু কয়েকবার ভালো মতো থামতে বললো।কিন্তু সে থামলো না। কুহু এবার চেঁচিয়ে বললো

-'এই খাটাশ! থামতে বলছি না আমি! চোখ না ঝর্ণা যে থামতেছে না!

আহনাফ থামলো..অনেকটা সময় নিয়ে।সে হঠাৎ কুহুকে ছেড়ে রিসেপশনে গিয়ে রিসেপসনিস্টকে এলোপাথারি মারতে লাগলো।-'ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য বসিয়েছে তোকে এখানে?

লোকটা বলে উঠলো

-‘আরেহ ভাই আপনি পুরো নামটা তো বলবেন... আআআ..ওরিমাআআ..আরেহ..কুহু নামে আজ’ই মা/রা গিয়েছে একজন।আল্লাহ গোওও.. পুরো নাম তো বলবেন..

আহনাফ থামলো না।কুহু বলে উঠলো

-‘বাঙ্গির কপাল! সকাল থেকে আজ সবাই আমাকে মারতেই আছে।যত

দোষ আয়ান ঘোষ।খাটাশটা চোখে পানি ছেটালেই আর আজ এতো কিছু হতো না।

সবার নজর এদিকে চলে আসলো। আহনাফ বললো-‘এই শা/লা! তুই আমাকে বলেছিস পুরো নাম বলতে? বিশ্বাস..আজ’ই তোকে জ্যান্ত পুঁতে দিতাম আমি।একটুর জন্য হার্ট ফেল করিনি আমি।তোর এই একটা

নিউজে আমার কি অবস্থা হয়েছিল ধারণা আছে!

-‘ভাই মাফ করে দেন...আর হবে না..

আহনাফ ওর মাথায় একটা গাট্টা মেরে চলে আসলো।কুহু গুটিশুটি মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।আহনাফ নরম সুরে বলে উঠলো

-‘তুমি ঠিক আছো?

কুহু উপর নিচ মাথা নাড়ালো। আহনাফ পেছনে ঘুরে লোকটাকে আবার চোখ দিয়ে শাসালো।এরপর বলে উঠলো

-'তুমি অ্যাম্বুলেন্সে কি করছিলে?

কুহু বলে উঠলো-'নিশ্চই পিকনিকে যেতে উঠিনি হসপিটাল আসতেই উঠেছিলাম।

আহনাফের এমনিতেই রাগ উঠে রয়েছে তার উপর এই মেয়ের ত্যাড়া কথা।তাও সে ঠাণ্ডা মাথায় বললো

-‘কার কি হয়েছিল?

-‘আগে আমার পরিবার খুঁজে দিন। ওদের খুঁজে পাচ্ছি না।

আহনাফ ‘চ’ সূচক শব্দ করে রিসেপশনে গেল।পেছন পেছন কুহুও গেল।লোকটা ভয়ে কাঁপতে

লাগলো।আহনাফ গম্ভীর কণ্ঠে বললো
-'আয়ান সিদ্দিকি আর আনোয়ারা সিদ্দিকি...
লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বললো
-'আ'আয়ান সিদ্দিকি মারা গেছে।আর আনো...
কুহু ঐ মুহূর্তে বলে উঠলো-'কিন্তু আয়ান ভাইয়াকে তো আমি একটু

আগে জুস খেতে দেখে আসলাম। আমি তো মামিকে খুঁজে পাচ্ছি না। আহনাফ দুইদিকে ঘাড় বাঁকালো। লোকটা একটা শুকনো ঢোক গিলে আহনাফের দিকে তাকালো। এখন তার একটা কথাই মাথায় আসলো...”খাতাম, টাটা,বাই,বাই..!”-‘আপনারা তো নিজেদের চোখেই দেখলেন সব।ঐ অ্যাম্বুলেন্সটাতে করে আমার আসার

কথা আজ।ষড়যন্ত্রটা কে করেছে তা তো বেশ ভালোই বুঝতে পারছি আমি।তবে জনগণ এভাবে অন্ধ হয়ে থাকলে আমার আর কিছু বলার নেই।আমার অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল।বুকে ব্যথাটা বেশি হচ্ছিল তাই আমাদের গাড়িতে করেই আমাকে আনা হয়।ভাবতে পারছেন একটাবার যে ঐ অ্যাম্বুলেন্সে থাকলে কি হতো! আমি জনগণের

উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই যে আপনারা দয়া করে অন্ধ হয়ে বসে থাকবেন না।রুখে দাঁড়ান আপনারা।কারণ আপনারাই আমার শক্তি।আজ আল্লাহ'র দয়ায় আমি বেঁচে গেছি।তবে এতে কি অনেক খুশি আমি?একদম'ই নয়।আজ কতগুলো মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। একজন নাকি মারাও গিয়েছে।এই একজন আমাদের কাছে শুধু একটা

সংখ্যা।যার গেছে সেই বুঝতে পারছে যে এই একজন আসলে কি ছিল তাদের জন্য। আর কত কি হবে আমার জানা নেই।

সাখাওয়াত আলম টিস্যু দিয়ে চোখ মুছলেন।একজন সাংবাদিক বলে উঠলো

-'স্যার, আপনি কি সাবেক এমপিকে সন্দেহ করছেন এই ঘটনায়?কিন্তু উনি তো আর রাজনীতি করবেন না

বলে জানিয়েছিলেন।তাহলে উনি কেন এমনটা করবেন বলে আপনার মনে হয়?

সাখাওয়াত আলম হাসলেন এই প্রশ্নে।এরপর বললেন-'কার মনে কি আছে সেটা তো আর আমি আপনি বলতে পারবো না।তাই না? সামনে নির্বাচন।সে যে আবার ফিরবে না তার'ই বা কি গ্যারেন্টি?

আরেকজন সাংবাদিক বলে উঠলেন

-‘স্যার আপনি সাবেক এমপিকে সন্দেহ করছেন। কিন্তু আপনার বিপক্ষ দলকে সন্দেহ করছেন না। কারণটা যদি একটু বলতেন..

সাখাওয়াত আলম বললেন

-‘সন্দেহের তালিকায় আমি যে তাকে রাখিনি এমনটা নয়।তবে আমার কিছু বলে যে সর্বপ্রথম তার দিকেই সবাই তীর ছুঁড়বে এটা তো জানা কথাই।আমার মনে হয় না তিনি

এতো কাঁচা খেলা খেলবেন। যাইহোক..আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ ঘটনায় যারা যারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব আমি নিব।আর যিনি মারা গিয়েছেন তার পরিবারের পাশেও আমিও থাকবো।কারণ আজ আমার জন্য এই মানুষগুলোর এই অবস্থা।আমি... সাখাওয়াত আলম কথা বলতে পারলেন না আর।চোখ মুছতে

লাগলেন ভদ্রলোক।এক পর্যায় সাখাওয়াত আলম বুকে হাত দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন। তার পিএ হারুন রহমান সকল সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো -'আপনারা প্লিজ বাহিরে যান। এমনিতেই ডাক্তার এতো মানুষ স্যারের কেবিনে থাকতে নিষেধ করেছেন।স্যারও অনেকটা ইমোশনাল হয়ে গিয়েছেন।হিতে

বিপরীত হতে পারে এতে। এখন প্লিজ আপনারা যান।ওনি সুস্থ হলে আপনাদের ডাকা হবে।এখন যান... সাংবাদিকদের ঠেলেঠুলে বের করে দেওয়া হলো।হারুন রহমান ঠাস করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। সাখাওয়াত আলম টিস্যুটা ছুঁড়ে মারলেন দূরে।এরপর হো হো করে হাসতে লাগলেন।

-‘দেখেছো হারুন...একেই বলে ভাগ্য.. ।আমাকে মারতে চেয়েছিল.. এতোই সহজ? এখন উল্টো নিজে ফেঁসে গেল।

হারুন রহমানও হাসলেন।সাখাওয়াত আলম বললেন

-‘ওকে রাজনীতি থেকে সরানোই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তিলে তিলে ওকে মারবো আমি।ও আমার ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছিল।

আমি ওর থেকে সবকিছু কেড়ে নিব...সবকিছু..

হারুন রহমান একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বললেন

-‘ পর্দার আড়ালে এই জীবন-মৃত্যুর খেলা কতদিন চলবে আর আল্লাহ ভালো জানে..!-‘স্যার.. মাফ করেন স্যার...আয়ান সাদিকরে আয়ান সিদ্দিকি পড়ছি...স্যার ছেড়ে দেন...

কুহু বলে উঠলো

-‘এটা কি করলেন আপনি? এটা ঠিক হয়নি..

লোকটা যেন আশার আলো পেল।সে বলে উঠলো

-‘ম্যাডাম আপনি একটু..

কুহু তার কথার মাঝেই বলে উঠলো

-‘আরেকটু উপরে ঝোলানো উচিত ছিল..একটু ভুল হয়ে গিয়েছে।

লোকটা থতমত খেয়ে গেল যেন। আশেপাশের লোকজন হা করে

তাকিয়ে রয়েছে।আহনাফ লোকটাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

আহনাফ বলে উঠলো

-‘আরো উপরে ঝোলাবো?

কুহু বলে উঠলো

-‘আচ্ছা থাক...লাগবে না আর।

আহনাফ বলে উঠলো-‘নাহ্ নাহ্ লাগবে....তুমি যখন বলেছো তখন লাগবেই...

লোকটা বোকা বনে গেল।আহনাফ তাকে আরেকটু উঁচুতে ঝুলিয়ে দিল। লোকটার মনে হলো সে একটা খেলনা।পছন্দ হয়নি বলে আরো উপরে ঝুলিয়ে দিল।আশেপাশের মানুষ হাসতে লাগলো।আহনাফ কুহুর দিকে এগিয়ে এলো।লোকটা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠলো

-‘স্যার আপনার বিশ্বাস না হলে আপনি দেখুন..এই নামে আজকেই মারা গিয়েছে আজকে।

আহনাফ বলে উঠলো

-‘তোর নামটা কি?ডেডলিস্টে এড করে দিচ্ছি নামটা...

লোকটা চোখ বড়বড় করে তাকালো।এরপরেই কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠলো

-‘স্যার, এবারের মতো মাফ করে দিন...আহনাফ শুনলো না তার কথা। সে কুহুর হাত ধরে চলে গেল ওখান থেকে।তখন ধপ করে একটা শব্দ হলো।ওরা পেছন ঘুরে তাকালো। দেখলো যে লোকটার প্যান্ট ঝুলে রয়েছে উপরে আর সে চিতপটাং হয়ে নিচে পড়ে রয়েছে।আহনাফ ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বললো

-‘হাহ্! গুলিস্তানের প্যান্ট মনে হয়..!

কুহু বললো
-‘ ব্রান্ডের প্যান্ট বুঝি পা/ছায় আটকে থাকে সবসময়! আপনারটা ব্রান্ডের মনে হচ্ছে। একটু টেনে দেখবো কি...?
আহনাফ চোখ বড়বড় করে তাকালো কুহুর দিকে।কুহু দাঁত কেলিয়ে বললো
-‘ইয়ে মানে যদি অনুমতি দেন....কুহু আহনাফের প্যান্টের দিকে হাত

বাড়াতে নিলে আহনাফ দুই কদম পিছিয়ে গেল।কুহু তা দেখে হু হা করে হেসে ফেললো।এদিকে বেচারা রিসেপশনিস্ট শার্ট খুলে নিচে বাঁধতে লাগলো।সবাই হো হো করে হাসতে লাগলো তা দেখে।অথচ একটু আগে পর্যন্ত সবার মনে ছিল হাজারো দুঃখ, হাসি ছিল না কারো মুখে।হাসপাতাল তো আর কারো সুখের ঠিকানা নয়। অথচ এহেন ঘটনায় সবাই দুঃখ

ভুলে হাসছে।এদিকে রিসেপশনিস্টের মান-সম্মান যাচ্ছে। বেচারা শার্ট বেঁধে প্যান্টটাকে কোনোমতে নামিয়ে দিল এক দৌঁড়। এটা দেখে কারো হাসিই থামছে না যেন।-'মামি..? কেমন আছো?

আনোয়ারা বেগম চোখ খুলে তাকালেন।উঠতে চাইলে কুহু সাহায্য করলো।

-‘তোরা ঠিক আছিস তো? আ’আমার আয়ান...
-‘আমরা ঠিক আছি।তোমার কথা বলো...
আনোয়ারা বেগম বললেন
-‘তোরা ঠিক থাকলেই আমি ঠিক। কি একটা দুর্ঘটনা গেল! বাড়িতে গেলে কিছু ফকির মিসকিনকে খাইয়ে দিব।
কুহু বললো

-‘আচ্ছা।তুমি রেস্ট নাও।শুনলাম আমাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নাকি এমপি সাখাওয়াত আলম নিয়েছেন।

আনোয়ারা বেগম হেসে বললেন

-‘সামনে নির্বাচন যে তাই।নির্বাচনের পরে হলে এর টিকিটাও দেখতে পেতি না।

কুহু বুঝদারের মতো মাথা নাড়ালো। পরপরই সে বললো-‘এর তো

টিকিটা ও নেই।পুরো খালি স্টেডিয়াম..

আনোয়ারা বেগম হাসলেন।এরপর বলে উঠলেন

-‘তোর হাল দেখি বেহাল।তুই এই অবস্থায় টইটই করে ঘুরছিস কেন, মুখপুড়ী?

কুহু হেসে বললো

-‘এইসব আঘাত আর গায়ে লাগে না এখন।মনের ক্ষত এর চেয়েও

গভীর।আচ্ছা আমি আয়ান ভাইয়াকে দেখে আসি।

কুহু কথাগুলো বলে উঠে চলে গেল। আনোয়ারা বেগম একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

-‘এই মেয়েটার যে কবে একটু শান্তি মিলবে! ছোট্ট বয়স থেকে কত কিই না গেছে মেয়েটার উপর দিয়ে। একটা ভুল মেয়েটার জীবন শেষ করে দিল।তাও এই জীবন মেনে

নিয়ে সবসময় মুখটাতে হাসি ফুটিয়ে রাখে।আল্লাহ তোর জীবনে এমন কাউকে পাঠাক যে তোর জীবনটাকে সুখে সুখে ভরে রাখবে।

আনোয়ারা বেগম উরনা দিয়ে চোখের পানি মুছলো।আহনাফ বাহিরেই দাঁড়িয়েছিল।কুহু আসতেই সে এগিয়ে গেল।কুহু বললো

-'আপনি যেতে পারেন।আমি পেয়ে গেছি সবাইকে।

আহনাফ কপাল কুচকালো।কুহু তা দেখে বলে উঠলো

-‘আপনার এই স্বভাবটা আমার একদম পছন্দ না। কথায় কথায় কপাল কুচকান কেন?

আহনাফ বলে উঠলো

-‘আর হবে না।

কুহু ভড়কালো।এক কথায় বলে দিল “আর হবে না!” সে আহনাফের

দিকে তাকালো।আহনাফ তার দিকেই তাকিয়ে।কুহু বললো

-'আপনি আমার পেছন পেছন ঘুরছেন কেন?আপনার এতো এতো ইগো কই গেল?

আহনাফ হাসলো।এরপর বললো-'আহনাফ শাহরিয়ারের নজরে পড়েছো, মেয়ে।যখন একবার ঠিক করেছি তোমাকে আমার লাগবে

মানে তোমাকেই লাগবে।ইগো ফিগো গোল্লায় যাক!

কুহু একটা হাই দিয়ে বললো

-‘দেখতে থাকেন স্বপ্ন...স্বপ্ন দেখতে তো আর টাকা লাগে না।

আহনাফের ঠোঁট বেঁকে গেল।সে বললো

-‘সময় কথা বলবে....

কুহু বললো

-‘আমি ওর মুখ সেলাই করে দিব।

আহনাফ ‘চ’ সূচক শব্দ করলো।কুহু একটা গা জ্বালানি হাসি দিয়ে দুই কাঁধ উঁচিয়ে চলে গেল।আহনাফ পেছন থেকে বলে উঠলো

-‘ভালোবাসা থেকে অবশেসনে রূপ নিচ্ছো তুমি।হয় আমার নাহয় কারো নয়।মাইন্ড ইট...

কুহু পেছনে না ঘুরেই বললো-‘তাহলে কবরস্থানে দেখা হচ্ছে...

আহনাফ বোকার মতো তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ কুহুর যাওয়ার পানে।প্রচুর পরিমাণে ত্যাড়া এই মেয়ে।আহনাফ বলে উঠলো

-‘তোমাকে মারবো কে বললো?

আহনাফের দুই হাত পকেটে ঢোকানো।সে দুইদিকে ঘাড় বাঁকালো।ঠোঁটে তার বাঁকা হাসি উপস্থিত।সে আবার মাস্ক পড়ে হাঁটা আরম্ভ করলো।যাওয়ার পথে

রিসেপশনিস্টের সাথে আবার দেখা। বেচারা ভয়ে কি করবে বুঝতে পারলো না।হাত উঁচু করে স্যালুট জানালো আহনাফকে।আহনাফ হেসে বেরিয়ে গেল।সন্ধ্যা সাতটা।

আহান শাহরিয়ার গ্লাসে ওয়াইন ঢাললেন।হঠাৎ বেলটা বেজে উঠলো। আহান শাহরিয়ার কপাল কুচকালেন।এই সময়ে কে এলো? ওয়াইনের গ্লাসটা টেবিলে রাখলেন

তিনি।দরজা খুলতে যাবেন তার আগেই নজরে এলো রিভালবারের দিকে।সাবধানের মার নেই।তিনি রিভালবারটা উঠিয়ে নিলেন।দরজার ছোট্ট ছিদ্রটা দিয়ে উঁকি দিলেন। “আহনাফ!” আহান শাহরিয়ার থমকালেন খানিকটা।ওর আসার কারণটাও ধরতে পারলেন। রিভালবারটা রেখে দরজা খুললেন তিনি।আহনাফের তেজি আঁখিযুগল

তার দিকেই।আহান শাহরিয়ার বললেন

-‘কি সৌভাগ্য আমার! আহনাফ শাহরিয়ার আমার বাড়িতে! আসুন আসুন...

আহনাফ ভেতরে এলো।এরপর বলে উঠলো-‘কেন করলে এমনটা?

-‘কেমনটা বলোতো?

আহনাফের রাগ হলো।সে বললো

-‘নাটক করবে না একদম।মাথা গরম আছে..

-‘শুধু শুধু গ্যাস খরচ করে তরকারি রান্না করলাম।তোমার মাথায় বসিয়ে দিলেই তো হয়ে যেত! দেখি দেখি..

আহান শাহরিয়ার ওর মাথায় হাত ছোঁয়ালেন।এরপরেই ঝাটকা খাওয়ার মতো সরিয়ে বললেন—“সেই গরম! ভাত’টা বসিয়ে দেই।কি বলো?”

আহনাফের রাগ আজকে অনেক।সে পাশ থেকে একটা ফুলদানি তুলে আছার মারলো।আহান শাহরিয়ার হাসলেন।আরেকটা ফুলদানি এগিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন-'নাও...

আহনাফ ছুঁড়ে মারলো ফুলদানিটা। এরপর রেগে আহান শাহরিয়ারের শার্টের কলার ধরে বলে উঠলো

-'আপনি মজা করছেন আমার সাথে মিস্টার আহান শাহরিয়ার! আপনার

জন্য আজ আমি নিজের ভালোবাসা হারাতে বসেছিলাম! কেন করলেন এমনটা?

আহান শাহরিয়ার কপাল কুচকালেন।ঠাণ্ডা স্বরে বললেন

-‘আমি কি করলাম? তুমিই তো...

-‘আপনার কোনো ধারণা আছে আজকে কি হতে পারতো! আপনার একটা ভুল ডিসিশনের জন্য আজ আবার আমি সর্বহারা হতাম।

আহান শাহরিয়ারের হৃদয়ে লাগলো কথাটা।”আজ আবার!” আহান শাহরিয়ার কিছু বললেন না আর। আহনাফ নিজেও থেমে গেল।বাবার শার্টের কলার ছেড়ে সোফায় বসে পড়লো।মাথার চুল খামছে রাগ কন্ট্রোলের চেষ্টা করলো।হঠাৎ মাথায় কারো হাতের স্পর্শ পেল সে। আহনাফ তাৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরলো।চোখ থেকে

অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার।-'আই'ম সরি বাবা।আমি অতটা রুড বিহেভ করতে চাইনি।

আহান শাহরিয়ার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন

-'চুলে শ্যাম্পু করো না? এত খুশকি কেন? এত খারাপ দিন চলে তোমার যে শ্যাম্পু কিনতে পারো না!

আহনাফ হেসে ফেললো।সে চিনে তার বাবাকে।কথা ঘোরাচ্ছে সে।

আহনাফ তাকে ছেড়ে দিল।এরপর বললো

-‘এগুলো খুশকি নয়। একটা বউয়ের অভাবে আমার চুলেদের আত্মচিৎকার।একটা বউ থাকলে অন্তত যত্ন করতো।

আহান শাহরিয়ার বলে উঠলেন

-‘তো করো বিয়ে।এখন কি বউমাকে তুলে আনতে হবে নাকি?

-‘আর বউমা! তোমার জন্য তোমার বউমা আজ পটল তুলতে বসেছিল।

আহান শাহরিয়ার হা হয়ে গেলেন।-‘বলো কি! শেষ পর্যন্ত বউমাও আমার জন্য...

আহনাফ মাঝ পথেই থামিয়ে দিল তাকে।

-‘হোপ! ঐসব কিছু না।

-‘তাই বলো..! আমি আরো কিনা কি ভেবেছিলাম!

-'নিউজ দেখো না?

-'তোমার মাকে দেখেই আমি কাজ করার সময় পাই না।আবার নিউজ!

আহনাফ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।ঘরের প্রত্যেকটা জায়গাতে তার মায়ের ছবি।আহান শাহরিয়ারের ফ্ল্যাট এটা। নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীর ছবি দিয়েই সাজিয়েছেন পুরো ঘর।আহনাফ সবটা বললো আহান শাহরিয়ারকে। আহান শাহরিয়ার বললেন-'বোমের

কথাটা জানা ছিল না।ড্রাইভারকেও তো বলোনি।

-‘ গাড়িতে বোম আছে শুনলে কোন মদন ঐ গাড়ি চালাবে! তাই চেপে গিয়েছিলাম।

-‘ড্রাইভার তো মারা গেছে।

-‘বেশি পন্ডিতি না মারালেই হতো।ঐ সাখাওয়াতকে তো আমি ছাড়ছি না। এবার বাঁচলেও পরেরবার বাঁচবে না।আর তুমি জানলে কীভাবে

আমার প্লান সম্পর্কে?লোক লাগিয়েছো আমার পেছনে?
আহান শাহরিয়ার চুপ রইলেন।তিনি বললেন
-‘তুমি আমার বাপ নও আমি তোমার বাপ।তোমার আগা পা/ছা সব আমার চেনা।লোক লাগাতে হয় না।
আহনাফ কিছু বললো না।এখন এই লোকের সাথে কথা বলাই ঠিক হবে

না।সে গ্লাসে ঢেলে রাখা ওয়াইনটা এক চুমুকে খেয়ে ফেললো।আহান শাহরিয়ার হাসলেন। তিনিও আরেকটা গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে একটা গান চালালেনHand La Glass, Glass La Scotch,

Eyes-U Full-Aa Tear-U,

Empty Life-U, Girl-U Come-U,

Life Reverse Gear-U,...

আহনাফের মুখটা দুঃখী দুঃখী হয়ে গেল।এই মেয়ে কবে বুঝবে তাকে? সে আবার ঢেলে নিল ওয়াইন। এরপর নিজেই গাইতে লাগলো

God! I’m dying now;
And she is happy...how?
Heart-break song for boys.
We don’t have a choice.

Why This Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di, (নিজ দায়িত্বে শুনে নিয়েন)

বাপ-ছেলে সন্ধ্যা সময় মাতাল হয়ে নাচতে লাগলো যেন দুজন'ই বাচ্চা।-'হ্যালো, মিস্টার আয়ান! কেমন আছেন এখন?দুঃখীত সন্ধ্যা হয়ে গেল আসতে আসতে।

আয়ান হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করেছিল।হঠাৎ অপরিচিত একটা

মেয়েলি স্বরে চোখ মেলে তাকালো সে।অপরিচিত একটা মুখ।মেয়েটা একগাল হেসে বললো

-'আমি নাতাশা।আপনি চিনবেন না। আমি চিনি আপনাকে।ইশ! কি অবস্থা হয়েছে! আজকে সকালেই বোধহয় আপনাকে ডিসচার্জ করা হয়েছিল তাই না?

আয়ান হাবার মতো তাকিয়ে রয়েছে।নাতাশা তার হাতে থাকা

ফুলের তোড়াটা আয়ানের দিকে এগিয়ে দিল।আয়ানের ডান হাত ঝুলানো তাই বাম হাত দিয়েই নিলো।নাতাশা বললো

-'নিউজে আপনার ছবি দেখে আমার আত্মাটাই বেরিয়ে গিয়েছিল।কীভাবে যে এই পর্যন্ত এসেছি আমিই জানি। এরপর যখন জানলাম আপনি ঠিক আছেন তখন ফুলের তোড়াটা কিনে আনলাম।সুন্দর না? আপনার প্রিয়

সাদা গোলাপ দিয়ে বানিয়ে এনেছি। আয়ানের বুঝে আসছে না কি হচ্ছে। এই মেয়ে একা একাই কত কিছু বলে যাচ্ছে।আবার তার প্রিয় ফুল সম্পর্কেও জানে! কিন্তু এই মেয়েটা কে?আয়ান কিছু বলতে নিলে নাতাশা বললো

-'আমি তেমন কেউ নেই।তবে হতে তো পারি তাই না?উমম...আমার ফ্রেন্ড হবেন?

নাতাশা হাত বাড়িয়ে দিল।আয়ান ভ্রু কুচকালো।সে বললো

-‘মেয়ে মানুষের সাথে আমি বন্ধুত্ব করি না।

-‘তাহলে জেন্ডার চেইঞ্জ করতে হবে বলছেন? কারণ বন্ধুত্ব তো আমি করবোই।

আয়ান খানিকটা বিষম খেল।এই কথাটা সে আশা করেনি বোধহয়। নাতাশা পানির গ্লাস এগিয়ে

দিল।-'আরেহ্ কুল! মজা করছি আমি।

আয়ান পানি পান করে বললো

-'কে আপনি? আমাকে চিনেন কি করে?

-'এটা জানতে হলে বন্ধুত্ব করতে হবে।

আয়ান একটু ভেবে বললো

-‘আমার কিন্তু অলরেডি একজন আছে।আর আমি তাকেই বিয়ে করবো।

-‘তো? ভয় পাচ্ছেন নাকি আমার সাথে বন্ধুত্ব করতে? যদি আমার প্রেমে পড়ে যান!

আয়ান আবার বিষম খেল। নাতাশা হেসে ফেললো।আয়ান চট করে বলে উঠলো

-‘এই আপনি মিস্টার আহনাফের ফ্রেন্ড না? হ্যাঁ, ঐদিন আপনাকে দেখেছিলাম।

-‘হ্যাঁ।তবে শুধু আহনাফের ফ্রেন্ড? আপনার ফ্রেন্ড না?

আয়ান কিছু বলতে নিলে নাতাশা ওর বাহু চাপড়ে বললো

-‘কংগ্রাচুলেশন! আপনিই আমার বাচ্চার বাবা হবেন।

-‘কিইই!!!

নাতাশা মেকি হেসে বললো-‘মানে ঐ আরকি..বাবা.. মামা.. এক’ই তো। কেউ বাবা থেকে মামা হয় আবার কেউ মামা থেকে বাবা।

আয়ান এক ভ্রু উঁচু করে বললো

-‘এই আপনার মতলবটা কি বলুন তো?

-‘আপনার বন্ধু হওয়া।

-‘আমি আপনার ফ্রেন্ড হবো কেন?

-‘আমাকে মা বানানোর জন্য।

-‘হুয়াট..?

নাতাশা ‘চ’ সূচক শব্দ করে বললো

-‘মানুষ ফ্রেন্ড হয় কেন?

আয়ান বললো–“কেন?”

নাতাশাও এক’ই সুরে বললো

-‘কেন?

-‘হ্যাঁ সেটাই তো কেন?

-‘আপনি জানেন না?

-‘নাহ।নাতাশা দাঁত কেলিয়ে বললো

—“আমিও জানি না।”

আয়ান ফিক করে হেসে ফেললো। নাতাশাও হাসলো তা দেখে।”পাখি..না না পাখা ফাঁদে পড়েছে রে..!” নাতাশা হাত বাড়িয়ে বললো

-‘তাহলে..ফ্রেন্ডস্?

আয়ান ইশারায় ঝুলানো ডান হাতটা দেখালো।নাতাশা ওকে একটা হাগ করে বসলো।ঠিক তখন কুহু এলো। আগে আসতে চেয়েও আসেনি

মেয়েটা।নিজেও রেস্ট করেছে তখন।এখন এসে একি দেখছে সে! দরজা খোলাই ছিল।আয়ানকে একটা মেয়ের সাথে এভাবে দেখে তার মস্তিষ্কে তিনবার ধুমতানানা বেজে উঠলো। ওরা দেখার আগেই সে সরে গেল। হাসপাতাল তো না যেন রঙ্গমঞ্চ! কুহু ভাবলো মামির কানে কথাটা তুলতে হবে।পরেই আবার ভাবলো এই মদনের জীবনে যে

কেউ একজন এসেছে এটাই অনেক।তার আর কি! সে তো এসব রঙ্গলিলা দেখতেই এসেছে পৃথিবীতে।হাহ্! রোদ সবসময় এই আয়ানের কথা বলে ওকে ক্ষেপায়। এবার এই কথাটা রোদকে জানাতেই হবে।কি মজা রে! কুহু নাচতে নাচতে যেতে লাগলো।এক পর্যায় উরাধুরা নাচ শুরু করে দিল মেয়েটা। অবশেষে এই আয়ান

নামক ঝামেলাটা তার কাঁধ থেকে নেমে অন্যের কাঁধে উঠেছে। এটা কি সাধারণ কথা!কুহু হঠাৎ দুই হাত সামনে এনে আর এক পা দিয়ে জোরে ফুটবলে লাথি দেওয়ার মতো বললো—“ইয়েস!” ঠিক তখন তার স্যান্ডেলটা উড়ে গেল। এদিক দিয়ে তখন আসছিলেন এমপি সাখাওয়াত আলম।পেছনে মিডিয়ার লোকজন। কুহুর স্যান্ডেলটা গিয়ে সোজা

সাখাওয়াত আলমের চকচকে টাকে পড়লো। কুহু দুই হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলো।চোখগোলো আন্ডা আন্ডা হয়ে গেল মেয়েটার। সাখাওয়াত আলমও থমকে গেছেন। জীবনে প্রথম জুতোর বারি খেয়েছেন কিনা! মিডিয়ার লোকজন সেটা অলরেডি ছেপেও ফেলেছে।

“এমপি সাখাওয়াত আলম খেয়েছেন জুতার বারি।ঘটনা কতটুকু সত্য

জানতে সাথেই থাকুন।”-‘বিশ্বাস করুন...আমি ইচ্ছা করে করিনি...

সাখাওয়াত আলম বড্ড নরম স্বরে বললেন

-‘আরে ইটস্ ওকে মা...বসো তো তুমি..

কুহু ভয়ে ভয়ে বসলো চেয়ারটাতে। কুহু যে কেবিনটাতে ছিল তারা সবাই এখন সেখানেই রয়েছে।

মিডিয়ার লোকজনও রয়েছে। সাখাওয়াত আলম বললেন

-'তুমি ঠিক আছো তো মা? তোমার কোথাও লাগেনি তো?

কুহু একটু মেকি হাসলো এই কথা শুনে।এতো ভালোভাবে কথা বলছে! ব্যাপারটা মোটেও সুবিধার নয়। মিডিয়া আছে বলেই কি এতো ভালোভাবে কথা বলছে! হতে পারে। কুহুর ভাবনার মাঝেই হারুন রহমান

বললেন-‘কি হলো মা! স্যারের কথার উত্তর দাও।

কুহু ভাবনা থেকে বেরিয়ে এলো।সে হালকা হেসে বললো

-‘আমি ঠিক আছি।

-‘যাক তাহলেই ভালো।

কুহু মুচকি হাসলো সাখাওয়াত আলমের কথায়।সাখাওয়াত আলম উঠে দাঁড়িয়ে কুহুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো

-‘ভালো থাকো মা।আজ আসি...
কুহু চমকের উপর চমক পেয়ে যেন কথা বলতে ভুলে গেল।জুতোর বারি খেয়েও এতো ভালো করে কথা বলছে! আবার মাথায়ও হাত বুলিয়ে দিচ্ছে! কুহু হালকা হেসে বললো-‘জ্বী আংকেল আপনাকেই ভোট দিব।
সাখাওয়াত আলম হো হো করে হেসে ফেললেন এটা শুনে।

-‘বড্ড রসিক মেয়ে তুমি! তোমার যাকে ভালো লাগবে তুমি তাকেই ভোট দিও।ভোটের জন্য বলিনি আমি।যাইহোক আজ আসি..

সাখাওয়াত আলম চলে গেলেন। সাখাওয়াত আলমের এরকম প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকরা বিভিন্ন ধরনের নিউজ ছাপিয়ে ফেললেন। সাখাওয়াত আলমের নরম মন নিয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন।তার

জায়গায় অন্যকেউ থাকলে আজ হয়তো এই মেয়ের জেল হয়ে যেত। এরকম আরো অনেক কিছু বলতে লাগলো।

সময় লাগলো কেবিন খালি হতে। কুহু স্বস্থির শ্বাস ছাড়লো।এতো বড় একটা ঝামেলা থেকে সে বেঁচে গেল! তার কপাল এতো ভালো হলো কীভাবে?নিশ্চই সামনে এর চেয়ে বড় বাঁশ দিবে তাকে।কারণ তার

ভাগ্য এতো ভালো হতে পারে না। আবার কি বাঁশ খেতে চলেছে সে খোদা জানে।টেনশনে মেয়েটা তিনবার ওয়াশরুম গেল।ভাগ্য তাকে কি বড় বাঁশ দিতে চলেছে আবার? বাঙ্গির কপাল! শা/লা ভালো কিছু হলেও চিন্তা হয়।-‘আসসালামু আলাইকুম...

আহনাফের হুশ নেই।সে ব/মি করে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বিছানায় লটকে

রয়েছে।আহান শাহরিয়ার মানা করা শর্তেও আহনাফ বেশি নেশা করে ফেলে।এরপর ব/মি করে নাজেহাল অবস্থা।আহান শাহরিয়ার ওকে পরিষ্কার করিয়ে দেয়।

রাত নয়টা বাজে হয়তো। বারবার কল আসায় সে রিসিভ করে।কে কল দিয়েছে তার জানা নেই। আহনাফ শুধু বললো

-‘উমমম....আহনাফের এহেন ঘুমঘুম নেশালো স্বর শুনে রোদেলার ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো। দরকার ছাড়া তার কথা হয় না আহনাফের সাথে।শেষ ঐ যে ভার্সিটিতে কথা হলো..আর হয়নি। আচ্ছা. এই ছেলের সবকিছুই তাকে এতো মুগ্ধ করে কেন?আহনাফ ভাই কবে যেন ওকে পাগল করে ফেলবে এমন করে করে! এই স্বর সে

আগামী একমাসেও কি ভুলতে পারবে!উঁহু পারবে না।আহনাফ ভাইয়ের কোনোকিছুই তো সে ভুলতে পারে না। রোদেলা আর সেসব ভাবনায় গেল না।সে বলে উঠলো

-‘আ’আপনি কি ঘুমাচ্ছেন?আজ এতো তাড়াতাড়িই!

আহনাফ রোদেলার স্বর চিনলো না। তার কাছে মনে হতে লাগলো যে

কুহু কল করেছে তাকে।তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো। সে তার ঘুমঘুম ভারী স্বরে বলে উঠলো-‘উমম...তিলোত্তমা..!

রোদেলা থমকে গেল।সে কি ভুল কিছু শুনলো? আহনাফ ভাই কি তাকেই বললো?সে নিশ্চিত হতে বললো

-‘জ্বী.. কি বললেন?

আহনাফ আবার ভারী স্বরে বললো

-'তিলোত্তমা...

রোদেলা চমকালো।তিলোত্তমা! তাকে তিলোত্তমা ডাকলো আহনাফ ভাই! রোদেলার ভাবনার মাঝেই আহনাফ বলে উঠলো

-'অ্যাই..তিলোত্তমা...!

রোদেলার ভেতরটা ধ্বক করে উঠলো এই ডাকে।সে বললো-'হুম..

-' তুমি বুঝো না কেন আমাকে হুম? কবে বুঝবে আমায় বলোতো!

রোদেলা বুঝতে পারছে না কিছু যে কি হচ্ছে।সে বললো

-‘আ’আপনি ড্রিংক করেছেন?

-‘উঁহু...আমি তো ভালো ছেলে..

কথাটা বলেই আহনাফ কেমন খিলখিল করে হেসে উঠলো।রোদেলা নিজেও হেসে ফেললো।সে স্পষ্ট বুঝলো যে আহনাফ ড্রিংক করেছে। আচ্ছা..মানুষ নেশা করলে নাকি সত্য কথা বলে..আহনাফ ভাইও কি

তাহলে নিজের মনের কথাগুলো বলছে তাকে?রোদেলার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেল খুশিতে।পরক্ষণেই কিছু একটা মনে হতেই সেই হাসি গায়েব হয়ে গেল। সে বললো-'আ'আপনি কি আদেও আমাকে চিনতে পেরেছেন?

রোদেলার ভেতরের ধুকপুকানি বেড়ে গেল।আহনাফ ভাই অন্য মেয়ের নাম বলে যদি! আহনাফ তখন বললো

-‘উমম..আমার তিলোত্তমাকে আমি চিনবো না! আমার তিলোত্তমা তুমি....

রোদেলার কেমন যেন একটা লাগলো।সে বললো

-‘হুম সেটা তো বুঝলাম।আমার নামটা বলুন তো কি?

আহনাফ হেসে বলে উঠলো

-‘কি? মিসেস আহনাফ?

-‘বলুন না....

-'জানি নাহ্।আমি শুধু এইটুকু জানি তুমি আমার তিলোত্তমা..রোদেলার ভেতর উথালপাতার ঝড় শুরু হয়ে গেল।আহনাফ ভাইও কি তাহলে তাকে পছন্দ করে! তার চোখ চিকচিক করতে লাগলো পানিতে। এত খুশি সে কোথায় রাখবে! তার ভালোবাসার মানুষটা তাকে ভালোবাসে।তার আরকি কোনোকিছুর দরকার আছে! নাহ্।

রোদেলা কি বলবে না বলবে বুঝতে পারলো না।এমনকি সে কি কারণে কল করেছিল সেটাও ভুলে বসলো। আহনাফ তখন আদর মেশানো স্বরে ডাকলো

-‘অ্যাই তিলোত্তমা...!

রোদেলা লাজুক হাসলো।

-‘হুম..

-‘তোমার হৃদয়টাতে কি একটুখানি জায়গা দেওয়া যায় না আমাকে..?

রোদেলার খুব করে বলতে ইচ্ছা হলো
-‘পুরো হৃদয়জুড়ে তো আপনার’ই বসবাস, আহনাফ ভাই।নতুন করে আর কি জায়গা দিব!
আহনাফ আবার বলে উঠলো-‘অ্যাই তিলোত্তমা..! বলো না!
রোদেলা আর কথাই বলতে পারলো না।আহনাফের ঘুমঘুম ভারী স্বর তার ভেতরে তুফান বইয়ে দিচ্ছে।

-‘আ’আমি পরে কথা বলছি..

কথাটা বলেই রোদেলা কল কেটে দিল।ফোনটা বুকের মাঝে নিয়ে লাজুক হাসলো।তার আহনাফ ভাইও তাকে ভালোবাসে।ইশ! এতো খুশি কই রাখবে মেয়েটা! রোদেলা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। রোদেলা দেখতে ভারী মিষ্টি একটা মেয়ে।কত ছেলে যে প্রপোজ করে তাকে! কিন্তু সে সবাইকে রিজেক্ট

করে দেয়।কারণ তার মন জুড়ে যে শুধু আহনাফ ভাই।রোদেলা বিরবির করে আওড়ালো “তিলোত্তমা!” এরপরেই লাজুক হাসলো সে।তার এই রূপ সৌন্দর্য অবশেষে আহনাফ ভাইয়ের চোখে পড়েছে তাহলে! সবটা কুহুকে জানাতে হবে। তাৎক্ষণাৎ রোদেলার ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠলো।-‘এই যা! আহনাফ ভাইকে যেটার জন্য কল করলাম

সেটাই তো ভুলে গেছি।ঐ শা/লা এমপিকে যে আমার জানেমন কুহু জুতার বারি দিয়েছে সেটাই তো জানানো হলো না।শুনলে খুশি হতেন অনেক।আবার কল করতেও লজ্জা লাগছে।ধুর!

রোদেলা লাজুক হেসে বিছানায় গড়াগড়ি করতে লাগলো।হঠাৎ তার ফোনে একটা ম্যাসেজ আসলো। মুখের হাসি উধাও হয়ে গেল

মেয়েটারপাখির কিচিরমিচির শব্দের জায়গায় ঢোলের শব্দে আহনাফের ঘুম ভাঙলো।ধরফরিয়ে উঠে বসলো সে।চোখে ঝাপসা দেখছে সে। বাচ্চাদের মতো চোখ ডললো সে। এরপর ভারী স্বরে বললো

-'হুয়াটস্ রং?

আহান শাহরিয়ার ঢোল বাজিয়ে নাচছিলো।নাচ থামিয়ে ভদ্রলোক আহনাফের দিকে তাকালেন।এরপর

টেবিল থেকে মেডেলটা নিয়ে বলে উঠলেন-‘সঠিক মেয়েকে নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে বাছাই করার জন্য আহনাফ শাহরিয়ারকে সম্মাননা দেওয়া হলো।

আহনাফ ‘চ’ সূচক শব্দ করলো। এদিকে আহান শাহরিয়ার আবার ঢোল বাজাতে লাগলেন।আহনাফ কিছু বলতে নিলে আহান শাহরিয়ার ফোনটা ছুঁড়ে মারলেন তার দিকে।

আহনাফ ফোনের দিকে তাকাতেই হতভম্ব হয়ে গেল।কুহুর জুতো গিয়ে পড়েছে সাখাওয়াত আলমের চকচকে টাকে।হুয়াট অ্যা নিউজ! আহনাফ হাসবে না কাঁদবে বুঝলো না।অজান্তেই এই মেয়ে তার মনের ইচ্ছা পূরণ করে ফেলেছে।আহনাফ হেসে ফেললো।আহান শাহরিয়ারের থেকে ঢোল নিয়ে নিজে বাজাতে লাগলো।আহান শাহরিয়ার নাচতে

লাগলেন।আহান শাহরিয়ার বললেন-‘বউমা কিন্তু দারুণ চমক দিয়েছে মাইরি!

আহনাফ থেমে গেল হঠাৎ।

-‘এই.তিলোত্তমা ঠিক আছে তো? ঐ সাখাওয়াত আলম আবার ওকে কিছু করেনি তো?

আহান শাহরিয়ার হেসে উঠলেন এটা শুনে।

-‘রাজনীতি র ও বুঝো না তুমি।ও এখন কিচ্ছু করবে না।কারণ কি জানো?

আহনাফ বাবার দিকে তাকালো। এরপরেই তার হাসির সাথে তাল মিলিয়ে হেসে বলে উঠলো

-‘কারণ সামনে নির্বাচন...দুজনেই হো হো করে হাসতে লাগলো। আহনাফ আবার ঢোল বাজাতে লাগলো।আহান শাহরিয়ার বললেন

-‘বেস্ট বউমা অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড। আসার আগেই শুভ কাজ করে ফেলেছে।

আহনাফের ফোন বেজে উঠলো হঠাৎ।আহনাফ ঢোল বাজানো থামিয়ে ফোন হাতে নিল।সে বলে উঠলো

-‘আবার কি ঝামেলা পাকালো তোমার বউমা! ওর পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছিলাম।ওরাই কল

করছে।বাবা...দোয়া-দরূদ পড়া শুরু করো...

আহান শাহরিয়ার বললেন-'কল রিসিভ তো করো আগে..

আহনাফ আল্লাহ আল্লাহ বলে রিসিভ করলো।গার্ড কিছু বলার আগেই আহনাফ বলে উঠলো

-'হ্যাঁ..এবার ম্যাডাম কই পড়েছে?

গার্ড বলে উঠলো

-‘স্যার আপনি জানলেন কীভাবে?-‘তুমি সব জায়গায়’ই পড়েছো এখন আমার প্রেমে পড়াটা শুধু বাকি।তো আমার প্রেমে কবে পড়ছো?

কুহুর নিজেরও এমনটাই মনে হচ্ছে।সকালে কি সুন্দর সব ঠিক ছিল।সেও নাচতে নাচতে মামির সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল।সামনে দিয়ে তখন হুইল চেয়ারে করে এক

রোগীকে আনা হচ্ছিল।তার পা ভেঙে গেছে।ফ্লোরে ছিল পানি।কুহু পিছলে ধপাস করে লোকটার ভাঙা পায়ের উপর পড়ে।লোকটার চিৎকারে হসপিটালটা হালকা করে কেঁপে উঠে।কিন্তু এরপর ঘটে আরেক ঘটনা।কুহু ঘটনা বুঝতে পেরে উল্টো দৌঁড় দেয়।লোকটার রাগ উঠে।সে নিজেও উঠে দৌঁড় লাগায়। কিছু পথ যেতেই থেমে যায় সে।তার

পা না ভাঙা ছিল! হায়হায় পা ঠিক হয়ে গেছে! কুহু পেছন ঘুরে তাকিয়ে নিজেও থেমে যায়।লোকটার পরিবারের লোকও হতভম্ব।এদিকে লোকটা "ইয়াহু" বলে একটা লাফ দিল।সবাই মিলে কুহুকে ধন্যবাদ দিল।মেয়েটা বোকা বনে গেল।তার ভাগ্য এতো ভালো হলো কবে?

কুহুকে অন্যমনস্ক দেখে আহনাফ তুড়ি বাজালো।কুহু বেরিয়ে এলো

ভাবনার জগৎ থেকে।-‘আপনি এসেছেন কেন?
আহনাফ বলে উঠলো
-‘আমাকে দেখলেই ছ্যাৎ করে উঠো কেন?
-‘ভাল্লাগে না আপনাকে আমার। এইজন্য...
আহনাফের মুখটা একটু ছোট হয়ে গেল কথাটা শুনে।কুহু দেখলো তা। তবে কিছু বললো না।হঠাৎ তখন

আদিত আর আরিফ প্রবেশ করলো। আদিত বলে উঠলো

-'ডিস্টার্ব করে ফেললাম নাকি!

কুহু চোখমুখ কুচকে তাকায় ওদের দিকে।এই গ্রুপটাকেই ওর দেখতে ইচ্ছা করে না।আদিত আর আরিফ ওদের আনা ফুলের বুকেটা কুহুর দিকে বাড়িয়ে দিল।-'ভাবিজি,এটা আপনার জন্য।

“ভাবিজি” শব্দটা শুনে কুহু রাগি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ওদের পানে। আহনাফ শুধু কুহুকে দেখছে।তাকে এতোটা অপছন্দ এই মেয়ের! কারণটা কি? এদিকে কুহু তেজি স্বরে বলে উঠলো

-‘এই আপনাদের কোন ভাইয়ের বউ আমি?মানে যা খুশি একটা বললেই হলো!

আদিত আর আরিফ কিছু বলতে নিলে কুহু আবার বলে উঠলো
-'আর এই এক আপনাদের বন্ধু! এতো কিছু বলি তাও এর লজ্জা লাগে না।পেছনে পড়েই আছে সেই কবে থেকে।মানে অসুন্দর হয়েও শান্তি নেই আমার। এই লজ্জা করে না আপনার আপনাকে যে এতোকিছু বলি! বখাটেদের মতো পেছনে পড়েই আছেন!আদিত আর আরিফ

কিছু বলতে নিলে আহনাফ থামিয়ে দিল।আদিত আর আরিফের রাগ লাগছে।কত বড় সাহস এই মেয়ের! তাদের সামনে তাদের'ই বন্ধুকে অপমান করে! আহনাফ ওদের দিকে তাকালো।ওরা বুঝলো।আদিত কুহুকে একটা মুখ ভেংচি কেটে বেরিয়ে গেল।কুহু নিজেও মুখ ভেংচি কাটলো। আরিফও বেরিয়ে গেল।কুহু বলে উঠলো

-'আপনি বসে রইলেন কেন? গন্ডারের চামড়া নাকি! একটা কথাও গায়ে লাগলো আপনার! নির্লজ্জ..বেহায়া..

আহনাফের রাগ আকাশ ছুঁলো এবার।সে ঝুঁকে কুহুর মুখ চেপে ধরলো তার শক্ত হাতের দ্বারা।কুহু চমকে উঠলো।আহনাফ দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে বললো-'আজ যা বলেছো..বলেছো।দ্বিতীয়বার যেন

আর না শুনি এসব কথা।আহনাফ শাহরিয়ারের রাগ সহ্য করার ক্ষমতা তোমার এখনো হয়নি, তিলোত্তমা। সবসময় ভালো করে কথা বলি তার মানে এই নয় যে আমি ভালো মানুষ।খারাপ রূপটা দেখতে চেয়েও না আমার।ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি। আই রিপিট ধ্বংস হয়ে যাবে।

আহনাফ ঝাটকা মেরে ছাড়লো কুহুকে।কুহু হালকা আর্তনাদ করে

উঠলো।আহনাফ এতো জোরে চেপে ধরেছিল যে কুহুর পুরো মুখ ব্যথা করছে এখন।আজ সে ফর্সা নয় বলে।তানাহলে এতোক্ষণে হয়তো মুখটা লাল হয়ে যেত মেয়েটার। চোখে জল চলে এলো তার।সত্যিই অনেকটা লেগেছে।আহনাফ দেখলো তা।তবে কিছু বললো না।কুহুর কষ্টের চেয়েও রাগ লাগছে।এই ছেলে কে হয় তাকে কষ্ট দেওয়ার!

বাইরের একটা ছেলে সে।কুহু বেডের পাশে টেবিলটাতে তাকালো। পানি ভর্তি গ্লাসটার দিকে নজর গেল তার।এরপর একবার আহনাফের দিকে তাকালো সে।আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন।সূয্যি মামা মেঘের আড়ালে ঢেকে আজ।রোদেলা সেদিকেই একমনে তাকিয়ে রয়েছে।তার তো সব আছে।কি নেই তার! ছোট থেকে যখন যা চেয়েছে সে পেয়েছে।ঐদিন

তার ভালোবাসার মানুষটাও তাকে নিজের মনের কথা বলেছে।তাও কেন তার মনে শান্তি নেই?কেন যেন মনে হচ্ছে কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে।কিন্তু কি? রোদেলার ভাবনার মাঝেই তার ফোনে একটা নটিফিকেশনের শব্দ আসে।রোদেলা ফোনটা হাতে নিল।

-'কেমন আছো, পিচ্চি?

রোদেলা ম্যাসেজটা দেখলো।মনে মনে একটা শয়তানি হাসি দিল সে।-‘পাখি খাঁচায় আটকালো তবে..!

রোদেলা রিপ্লাই করলো

-‘ভালো নেই আমি।

অপর পাশ থেকে তখন ম্যাসেজ এলো

-‘ওমাহ কেন?

-‘এমনি...

অপর পাশ থেকে রিপ্লাই এলো

-'কল করবো?

রোদেলা বাঁকা হাসলো।সে বললো

-'আপনি তো আবার ব্যস্ত মানুষ।কল করবেন আবার...ম্যাসেজটা সেন্ড হতেই অপর পাশ থেকে কল এলো। রোদেলা বিশ্ব বিজয়ের হাসি দিল। রিসিভ করলো সে।অপর পাশ থেকে সালাম দিল।রোদেলা সালামের জবাব দিল।অপর পাশ থেকে ভেসে এলো এক পুরুষালি স্বর

-‘কি হয়েছে, ম্যাডামের? এই অধম কি জানতে পারে?

রোদেলা মনে মনে দুইটা গালি দিয়ে হাসি মুখে উত্তর দিল

-‘আমার আর কি হবে! কেউ তো নেই আমার।এটাই কষ্টকর ব্যাপার নয় কি?

-‘আহহা! আপনার কেউ নেই?

-‘নাহ্ তো...

-‘আচ্ছা তাই?

-‘হুম..

-‘আচ্ছা তাহলে কল রেখে দেই?

-‘কেন.. কেন?-‘এই যে আপনার কেউ নেই...তাহলে আর আমি কথা বলে কি করবো?আমি তো আপনার কেউ হইনা।

রোদেলা চোখমুখ কুচকালো।কি পরিমাণ ফ্ল্যার্ট করতে পারে মাইরি! বেশকিছুক্ষণ কথা হলো দুজনের।

কল কাটতেই রোদেলা চার-পাঁচটা গালি দিল।

-‘শা/লার ভাই! এবার তোকে এই রোদেলা শাহরিয়ার বোঝাবে যে ছ্যাকা কি আর কত প্রকার।কল করে করে মেয়েদের সাথে ফ্ল্যার্ট করা তোর ঘুচিয়ে দিব আমি। প্রতিশোধ যদি না নিয়েছি তাহলে আমার নামও রোদেলা শাহরিয়ার না।

রোদেলা বিছানা থেকে নামলো।রেডি হয়ে ব্যাগপত্র গোছালো সে।কুহুর উপর দিয়ে এতোকিছু গেল আর সে এখনো দেখাই করতে পারলো না তার সাথে।তাই আজকে যাবে সে। কত কথা বাকি তার! আহনাফ ভাই তার মনের কথা বলেছে শুনলে মেয়েটা যে কি করবে না! রোদেলা লাজুক হাসলো।আহনাফ বহু কষ্টে নিজেকে ঠাণ্ডা করলো।বেশিই করে

ফেলেছে সে। কুহুর কাঁধে হাত রাখতে যাবে ঠিক তখন কুহু পানির গ্লাসটা নিয়ে আহনাফের মুখে গ্লাসের সবটা পানি ছুঁড়ে মারে।আহনাফ চোখ বুজে ফেললো।হাতটা শক্ত করে মুঠো করে ফেললো সে।জীবনে প্রথম এহেন ঘটনার শিকার হয়েছে সে।আহনাফ নিজেকে শান্ত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু কুহু যেন আজ পণ করেছে যে সে

আহনাফকে রাগ কন্ট্রোল করতে দিবে না। কুহু তেজি স্বরে বলে উঠলো-‘আপনার সাহস কি করে হলো আমাকে টাচ করার! কিছু বলি না বলে কি মাথায় উঠে গেছেন! কতবার ভালো করে বলছি আমার পিছু ছেড়ে দিন। কানে ঢোকে না কথা? কানে খাটো আপনি? শুনে রাখুন একটা কথা...আমি কুহু শেখ

কখনো আপনার হবো না।দরকার পড়লে মরে যাবো তাও আপনা.....

আহনাফ এবার আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলো না।কুহুর গলা চেপে ধরলো সে।দাঁতে দাঁত চেপে বললো

-‘তুই তো দেখি আমার শত্রুর থেকেও ডেঞ্জারাস।আমাকে তিলে তিলে মারার জন্য নিজে মরতে চাইছিস আগে..তাই না? কিন্তু তা

তো হবে না, সুইটহার্ট।আহনাফ শাহরিয়ার যে তোকে নিজের করেই ছাড়বে।

কুহু আহনাফের হাত সরানোর চেষ্টা করতে লাগলো।মনে মনে বলে উঠলো-'তুই নিজেই তো আমাকে মেরে ফেলবি রে, হতোচ্ছোরা! শা/লা গলা ছাড় আমার..! আমি মরবো না, আল্লাহ...

কুহু আহনাফের পিঠে থাপ্পর মারতে লাগলো।মাথা কাজ করছে না।সে শুধু চেষ্টা করছে আহনাফের থেকে নিজেকে বাঁচানোর।এদিকে আদিত ধৈর্য ধরতে না পেরে ভেতরে উঁকি মারলো।আহনাফের দানবীয় শরীরের আড়ালে কুহুর ছোট্ট দেহটা দেখতে পেল না সে।সে শুধু দেখলো আহনাফ কুহুর দিকে ঝুঁকে রয়েছে আর কুহু আহনাফের পিঠ

চাপড়াচ্ছে।মুখে হাত দিয়ে ফেললো সে।চোখগুলো রসগোল্লা হয়ে গেল তার।

তার উপর দিয়ে আরিফ উঁকি দিল। তারও চক্ষু চড়কগাছ।শা/লা তাদের বের করে দিয়ে রোমান্স করছে! কত বড় ফুসফুস ওর! আদিত সময় নষ্ট না করে ফোন বের করে ছবি তুলে ফেললো কয়েকটা।আদিত আস্তে করে বলে উঠলো-‘ছোট্ট মানুষ এতো

বেশি নিতে পারবে নাকি..ছেড়ে দেনা এবার হতোচ্ছোরা! আহা কীভাবে পিঠ চাপড়াচ্ছে মেয়েটা..কত'ই না কষ্ট হচ্ছে...এবার তো ছেড়ে দে শা/লা।

আদিত আরো কয়েকটা ছবি তুললো।তার ছবি তোলার মাঝেই আহনাফ ছেড়ে দিল কুহুকে।সরে এলো সে। কুহু কাঁশতে লাগলো অনবরত।আরেকটু হলেই সে পটল

তুলতো আজ। এদিকে আদিত আর আরিফ বোকা বনে গেল।ঝাটকা খেল দুজন।তারমানে আহনাফ কুহুর গলা চেপে ধরেছিল আর তারা সেটা ইনজয় করছিল!ওরা দুজন আস্তে করে কেটে পড়লো।-'মিস্টার আয়ান..!

আয়ান চোখ বুজে ছিল।নাতাশার ডাকে তাকায় সে।

-'আরেহ্.. নাতাশা! কেমন আছেন?

নাতাশা পাশে বসলো।এরপর বললো

-'আমি ভালোই থাকি সবসময়। আপনার কি অবস্থা এটা বলুন। আপনার বোন তো দারুন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে।

আয়ান মুখ কুচকালো।

-'বোন! সি ইজ নট মাই সিস্টার।

নাতাশা দুষ্টু চোখে তাকালো। আয়ানকে মৃদু ধাক্কা দিতে লাগলো

আর বলতে লাগলো-‘হুমমম..হুম.. হুম..হুমমমম...

আয়ান লাজুক হাসলো।নাতাশার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠলো তা দেখে।দেখো কেমন হাসছে! তার ভেতরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এখন এই ছোকরা হাসছে! সে রাগ মিশ্রিত স্বরে বলতে লাগলো

-‘হুমমমম...হুমমমম...

জোরে জোরে আয়ানের বাহুতে ধাক্কা মারতে লাগলো সে।আয়ানের হাসি উধাও হয়ে গেল।আয়ান হালকা হেসে বললো

-'হ্যাঁ ঐ আরকি...

নাতাশা থামছে না।সে ধাক্কাতেই আছে।আয়ান বলে উঠলো

-'মিস নাতাশা....পড়ে যাবো তো..নাতাশা এখনো হুম হুম করছে আর তাকে ধাক্কাচ্ছে।রাগ কমছে না

মেয়েটার।একপর্যায় সে হুম হুম করতে করতে আয়ানকে জোরে একটা ধাক্কা মেরে বসে।ধাক্কাটা এতো জোরে ছিল যে আয়ান বেড থেকে নিচে পড়ে যায়।এদিকে নাতাশা এখনো হুম হুম করছে। তফাৎ বলতে শুধু ধাক্কাচ্ছে না এখন।আয়ান চেঁচিয়ে উঠলো

-'আরে ছাতার মাথা! কি হুম হুম করতেছেন? আমাকে তুলেন...ওরে বাবাগো..

নাতাশা যেন হুশে ফিরে এলো।সে বলে উঠলো

-'ওহ নো, মিস্টার আয়ান..! আপনি নিচে কি করছেন?

আয়ান ছ্যাৎ করে উঠলো কথাটা শুনে,

-'আরেহ আপনিই তো হুম হুম করে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিচে ফেলে দিলেন।আমার ভাঙা হাত আবার ভাঙলো বোধহয়...ও বাবা..

নাতাশা গিয়ে আয়ানকে ধরে উঠালো।আয়ান বিছানায় বসে ব্যথায় কোঁকাতে লাগলো।নাতাশা বললো-'আমি ডাক্তারকে ডেকে আনছি...

আয়ান বলে উঠলো

-‘নাহ্ থাক...খুব উপকার করেছেন আপনি আমার।

নাতাশার মুখটা ছোট হয়ে গেল। আয়ান বলে উঠলো

-‘আপনার কি হয়েছিল বলুন তো, মিস নাতাশা?ভুত টুত ধরেছিল নাকি!

নাতাশা কিছু বললো না।আয়ান বুঝলো সে অভিমান করেছে।

-‘ বন্ধুকে যদি দুইটা কথা বলতেই না পারি তাহলে কিসের বন্ধু হলেন?

নাতাশা মুখভঙ্গি এক’ইরকম রেখে বললো

-‘কে বলেছে বলতে পারবেন না। আসলে সেটা না...আপনি আমার জন্য আঘাত পেলেন তাই আরকি...

-‘আরেহ ধুর...আপনার কি আমাকে এতোটা উইক মনে হয় যে পড়ে গেলেই ব্যথা পাবো! আমি প্রতিদিন

এক্সারসাইজ করি।এসব ছোটখাটো আঘাত লাগে না আমার।

নাতাশার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।সে বললো-‘সত্যি লাগেনি?

আয়ান বললো

-‘আরেহ নাহ্।আপনার কোনো ধারণাই নেই আমার বডির ব্যাপারে...

নাতাশা আয়ানের ব্যান্ডেজকৃত হাতটাতে জোরে থাবা বসিয়ে বললো

-'আরে মিয়া...আগে বলবেন না!
আয়ান জোরে চেঁচিয়ে উঠলো।এবার নাতাশা বেড থেকে পড়ে গেল। আয়ানের মনে হচ্ছে তার হাতটা অবশ হয়ে গেছে।হবে নাই বা কেন? প্রথম থেকেই ব্যান্ডেজ ছিল।এরপর অ্যাম্বুলেন্স থেকে কুহু লাথি মারলো, একটু আগে ধরাম করে পড়লো এখন আবার থাবা বসিয়েছে।আয়ান চিৎকার থামিয়ে নাতাশার দিকে

তাকালো।একটু আগেই ভাব নিয়ে বলেছে যে এসব ছোট খাটো আঘাত তার লাগে না।এখন কি বলবে সে? নাহ নাহ মান-সম্মান বাঁচাতে হবে। আয়ান বহু কষ্টে হাসলো।নাতাশা অদ্ভুদ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।আয়ান হেসে বললো-‘ইয়ে..অনেকদিন ধরে সারগাম প্রাকটিস করা হয় না।

আজকে একটু করলাম আরকি। সুন্দর হয়েছে না?

নাতাশা মেকি হেসে উপর নিচ মাথা নাড়ালো।আয়ান দুষ্টু হেসে এবার বললো

-‘ওহ নো...মিস নাতাশা! আপনি নিচে কি করছেন?

নাতাশা হাসবে না কাঁদবে বুঝলো না।তার কথাই তাকে শোনালো! নাতাশা উঠে দাঁড়ালো।হঠাৎ কোথা

থেকে একটা আরশোলা উড়ে এলো তখন।নাতাশা তা দেখে চেঁচিয়ে উঠে আয়ানের ব্যান্ডেজ করা হাতের উপর লাফিয়ে বসলো।দুজন একসাথে চেঁচাচ্ছে এখন যেন চেঁচানোর কম্পিটিশন চলছে। এদের চেঁচানো শুনে নার্সরা দৌঁড়ে এলো,

-'এটা হসপিটাল মাথায় রাখবেন প্লিজ...আপনারা কি করছেন এসব? নাতাশা আয়ানের গলা জড়িয়ে

ধরেছিল।নার্সের কথা শুনে দুজন একে অপরের দিকে তাকালো। আয়ান কথা বলতে পারছে না।সে ইশারায় ওর হাতের উপর থেকে নামতে বললো।নাতাশা বুঝতেই চমকে গেল।সে দ্রুত বেগে নেমে এলো।এরপর সে বলে উঠলো

-‘আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। আপনারা ভুল ভাবছেন।”

-‘তাহলে আপনারা চেঁচাচ্ছিলেন কেন?

নাতাশা আর আয়ান একে অপরের দিকে তাকালো।এরপর একসাথে বলে উঠলো—-“সারগাম প্রাকটিস করছিলাম।সুন্দর হয়েছে না?”-‘আপনি কি মানুষ!

-‘দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

কুহু রাগি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। আহনাফের নিজেরও রাগ উঠেছে

আজ।দুজনে একে অপরের দিকে তাকিয়ে।দুজন যেন চোখে চোখে একে অপরকে শাসাচ্ছে।হঠাৎ'ই আহনাফ ঠোঁট চোকা করে চুমু ছুড়লো তার দিকে।কুহু বলে উঠলো
—"ছিঃ! অশ্লীল বেডা!"
আহনাফ এই কথা শুনে কুহুর দিকে ঝুঁকলো।
-'অশ্লীল বললে কেন?আর ছিঃ-ই বা কেন বললে?হুয়াই?কুহু আহনাফের

দিকে তাকাতে পারে না।আহনাফের নিশ্বাস একদম কুহুর মুখে আছড়ে পড়ছে।কুহু যথাসাধ্য দূরে থাকার প্রয়াস চালাচ্ছে।আহনাফ হাসছে তা দেখে তবে তার সেই হাসি অপ্রকাশ্য।ঠোঁটের ভাজেই লুকিয়ে সেই হাসি।কুহুকে নার্ভাস হতে দেখে আহনাফ আরো এগিয়ে গেল ওর দিকে।মজাই লাগছে তার কাছে। আহনাফ বলে উঠলো

-‘আমার দিকে তাকাও তিলোত্তমা..তিলোত্তমা! কুহু কিছুতেই এই ডাক উপেক্ষা করতে পারে না। কেন পারে না তার জানা নেই।সে তাকালো আহনাফের দিকে।তবে বেশিক্ষণ তার মোহিত নয়নে তাকিয়ে থাকতে পারলো না সে। সরিয়ে নিল নিজের অক্ষিযুগল। আহনাফের কেমন যেন নেশা লেগে গেছে।তার নজর গিয়ে আটকেছে

কুহুর গোলাপি অধরজোড়ায়।বড্ড টানছে তাকে।আহনাফ জায়গা পরিস্থিতি ভুলে বসলো।সে কুহোর ওষ্ঠের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। ঠিক তখন দরজা খোলার শব্দ হলো।চমকে উঠলো দুজন।-'বেবি জানিস কি হয়ে....

রোদেলা থমকে গেল।পুরো কথা বলতে পারলো না সে। আহনাফ ঘাড় বাঁকা করে তাকালো তার

দিকে।রোদেলা হতভম্ব! এমন একটা মুহূর্তের জন্য সে তৈরি ছিল না। এদিকে কুহুর অন্তর-আত্মা কেঁপে উঠলো।রোদ! ও কোথা থেকে আসলো!চক্ষু চড়কগাছ তার। রোদ যদি ভুল বুঝে তাকে?তাদের বন্ধুত্বে যদি এই খাটাশের জন্য ফাঁটল ধরে!-'আহনাফ ভাই, আপনি এখানে?

আহনাফের তেমন কোনো ভাবভঙ্গি নেই।সে ভীষণ স্বাভাবিক ভঙ্গিমাতে দাঁড়িয়ে।কুহু একটা শুকনো ঢোক গিললো।সে বলে উঠলো

-‘রোদ, তুই যা ভাবছিস তেমন কিছু নয়।

রোদেলা কপাল কুচকালো।কুহু আবার কিছু বলতে নিলে আহনাফ বলে উঠলো

-‘তুই ঝামেলার মাঝে এখানে এসেছিস কেন?
রোদেলার মনে কেমন যেন একটা ভালো লাগা কাজ করলো কথাটা শুনে।কিন্তু আহনাফ ভাই ওমন ঝুঁকে কি করছিল?নাহ্ নাহ্ আহনাফ ভাই অমন না।সে মোটেও তার আহনাফ ভাইকে ভুল বুঝবে না।সিনেমাতে দেখেছে সে এমন.. যে নায়ক অন্য একটা মেয়ের চোখে ফু দিতে ঝুঁকে

ঠিক তখন নাইকা হাজির হয়ে নায়ককে ভুল বুঝে।রোদেলা মোটেও অমন বোকা নয়।হয়তো কুহুর চোখে কিছু পড়েছিল আর আহনাফ সেটাই দেখছিল ঝুঁকে! রোদেলার ভাবনার মাঝেই আহনাফ বলে উঠলো-'কথা শেষ হলে কল দিবি আমাকে।আমিও আজ ও বাড়ি যাবো।

আহনাফ কথাগুলো বলে বেরিয়ে যেতে নিলো।যাওয়ার আগে একবার

পেছন ঘুরে তাকালো সে।কুহু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে। আহনাফ রোদেলাকে অন্যমনস্ক দেখে কুহুকে একটা ফ্লাইং কিস ছুঁড়ে মারে।কুহু চোখ বড়বড় করে ফেললো।আহনাফ চলে গেল। এদিকে আহনাফের কথাগুলো শুনে রোদেলা লাজুক হাসে।প্রতিটা মুহূর্তে সে নতুন করে যেন প্রেমে পড়ে এই আহনাফ ভাইয়ের।তার এই

কথাগুলোর মাঝেই রোদেলার প্রতি তার যত্ন প্রকাশ পায়।রোদেলা বুঝি তা বুঝে না!

রোদেলাকে লাজুক হাসতে দেখে হোঁচট খেল কুহু।এই মেয়ে লাজুক হাসছে কেন? কুহুকে ভুল না বুঝে সে লাজুক হাসছে! কুহু বলে উঠলো-'এই রোদ! ঠিক আছিস? আসলে তখন...

রোদেলা ভাবনার জগৎ থেকে বেরোলো।সে কুহুর কথার মাঝেই একগাল হেসে বললো

-‘বাদ দে সেসব।এই জানিস কি হয়েছে?

কুহু থেমে গেল।বাদ দে সেসব! যেখানে তার এখন কুহুকে হাজারটা প্রশ্ন করার কথা, ওকে কথা শোনানোর কথা সেখানে এই মেয়ে হাসছে! কুহু পেছনে হেলান দিল।

কৌতুহল ভরা নয়নে তাকিয়ে সে। প্রেমে পড়লে যে মানুষ অন্ধ হয়ে যায় তার জীবন্ত প্রমাণ এই রোদ। এতোটা বিশ্বাস করে সে তার আহনাফ ভাইকে! কুহুর ভাবতেও অবাক লাগে।কুহুর মাথায় ঠাডা ফেলতেই বোধহয় রোদেলা হাজারো উচ্ছ্বাস নিয়ে বলে উঠলো

-'গতকাল আহনাফ ভাই আমাকে প্রপোজ করেছে!!!

কুহু প্রথমে বললো—“ওহ..!” পরমুহূর্তেই কথাটা ব্রেনে ভালোভাবে সেট হতেই সে একপ্রকার চেঁচিয়ে উঠলো—“কিইই!!”রোদেলা লাজুক হাসলো।এরপর বললো

-‘হ্যাঁ...গতকালকে উনি....

রোদেলা সবটা বললো কুহুকে।কুহু কি বলবে বুঝতে পারলো না। রোদকেও তিলোত্তমা বলেছে! ভারি বজ্জাদ লোক তো! আল্লাহ জানে

আর কতগুলো তিলোত্তমা আছে এই লোকের জীবনে! কুহুকে কিছু একটা ভাবতে দেখে রোদেলা মৃদু ধাক্কা মারলো ওকে।

-‘এই কুহু..কি ভাবছিস? কংগ্রাচুলেশন তো বল শা/লা!

কুহু মুখ কুচকালো।এরপর বললো

-‘বাঙ্গির কংগ্রাচুলেশন জানাবো তোমাকে আমি! দেখ রোদ...আমি তোর ভালোর জন্য বলছি..ওই লোক

তো জন্য ঠিক নয়।দেখ গিয়ে আরো কত তিলোত্তমা আছে ঐ লোকের জীবনে!

রোদেলার পছন্দ হলো না কথাটা।সে মুখটা পাংশুটে করে বলে উঠলো-‘দেখ বেবি...তোকে আগেও বলেছি যে আমাকে যা খুশি বল কিন্তু আহনাফ ভাইকে নিয়ে কোনো বাজে কথা বলবি না।

কুহু রোদেলার কথাটা ব্যঙ্গ করে রিপিট করলো।রোদেলা ওর বাহুতে মৃদু থাপ্পর মারলো।কুহু বাহু ডলতে ডলতে বললো

-‘তোর ঐ খাটাশ প্রেমিকের জন্য তুই আমাকে মারলি, জান? সইবে না এই অবিচার...জাতি সইবে না। দেখে নিস...

রোদেলা হেসে ফেললো।হঠাৎ রোদ বলে উঠলো

-‘দোস্ত তুই কিন্তু দারুণ কাজ করেছিস। এই নাহ্ তুই না..তোর জুতো..হাহা হাহা

রোদেলা জোরে জোরে হাসতে লাগলো।কুহুও তাল মেলালো।দুই বান্ধবী বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসি করলো।কুহু হঠাৎ বলে উঠলো

-‘আচ্ছা রোদ...কখনো কোনো কারণে তুই আমাকে ভুল বুঝবি না তো...ছেড়ে যাবি না তো কখনো?

কুহুর স্বরে কেমন ভয় প্রকাশ পেল। রোদেলা কুহুর ঘাড়ে হাত ঝুলিয়ে বললো

-‘ভুল বুঝার কারণকে উপড়ে ফেলবো তাও ছেড়ে যাবো না।

কুহু বলে উঠলো-‘যদি কোনো মানুষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়?

-‘হবে না এমন।তোর আর আমার বন্ধুত্ব স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ভাঙতে পারবে না।আর তুই এসব

আজেবাজে কথা বলছিস কেন হু?... এই তুই আবার নতুন কোনো বেস্ট ফ্রেন্ড বানাস নি তো?
কুহু দাঁত কেলিয়ে বললো
-'হ্যাঁ..বানিয়েছি তো...
রোদেলা বলে উঠলো—"তবে রে শ/য়তান..!"
কথাটা বলেই সে কুহুকে কাতুকুতু দিতে লাগলো।কুহুও খিলখিল করে হাসতে লাগলো।কুহুও রোদেলাকে

কাতুকুতু দিতে লাগলো তার।এক হাত ব্যান্ডেজে মোড়ানো থাকায় পেরে উঠলো না সে।দুই বান্ধবীর হাসির শব্দে কেবিনটা মুখরিত হয়ে উঠলো।কুহুও যেন অনেকটা চাঙ্গা অনুভব করছে এখন।যদিও সে কোনোকালেই দুর্বল ছিল না।টইটই না করলে এই মেয়ের পেটের ভাত হজম হয় না।

আরোকিছুক্ষণ দুই বান্ধবী খোশগল্প করলো।আহনাফের টপিক বাদ পড়ে গেল মাঝে।এরপর রোদেলা বিদায় নিল। রোদেলা কেবিন থেকে বের হতেই তার ফোনে একটা ম্যাসেজ এলো।

"প্রেম ভালো, তবে অন্ধ প্রেম নয়।"রোদেলা খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ম্যাসেজটার দিকে।এরপর আশেপাশে তাকালো।সন্দেহজনক

কাউকে দেখতে পেল না সে।তাহলে বারবার কে এসব কথা বলে? কে তাকে এতো সাবধানী বাণী দেয়? তার উপর কি কেউ নজর রাখছে? রোদেলার ভাবনার মাঝেই কেউ একজন তুড়ি বাজালো তার চোখের সামনে।রোদেলা চমকে উঠলো।

-'এই যে মিস চোরনি! আবার কার কি চুরি করার কথা ভাবছেন হ্যাঁ?

রাফিকে দেখেই রোদেলার মেজাজ খারাপ হলো।এই মদন কোথা থেকে হাজির হলো আবার! রোদেলা বিরক্তমাখা স্বরে বললো-'আপনি কি করছেন এখানে?

রাফি বিস্কুটের প্যাকেট থেকে একটা বিস্কুট নিয়ে তাতে কামড় বসালো। এরপর বললো

-'আপনাকে দেখতে আসলাম।

রোদেলা খ্যাক করে উঠলো

-‘হুয়াট!

রাফি বলে উঠলো

-‘চেঁচাচ্ছেন কেন?কান ধরে গেল বাবা! যাইহোক যেটা বলতে আসছিলাম..ভাই ডাকছে আপনাকে।

রোদেলা কিছু না বলেই হাঁটা ধরলো।রাফি দুই কাঁধ উঁচু করে বললো

-‘কি অদ্ভুদ রে বাবা! কিছু না বলেই হাঁটা ধরলো! বাথরুমের চাপ

পেয়েছে মনে হয়।আহারে বেচারি চোরনি!

রাফি আরেকটা বিস্কুট মুখে পড়লো। এরপর সেও অন্যদিকে হাঁটা ধরলো।কি মনে করে একবার পেছনে তাকালো।এরপর হেসে ফেললো।দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে।কুহুরাও বাসায় ফিরে এসেছে।এখন তারা অনেকটা সুস্থ।তবে আনোয়ারা বেগম কুহুর

উপর চটে রয়েছেন।এই মেয়ে যদি ঐদিন অভিনয় না করতো তাহলে তাদের এতো বড় দূর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হতো না।সব এই মেয়ের জন্য হয়েছে। কুহু আবার আয়ানের উপর চটে রয়েছে।এই হতোচ্ছোরা যদি ঐদিন চোখে পানি ছেটাতো তাহলেই আর ওমন ধুমতানানা বাজতো না তাদের লাইফে।এদিকে আয়ান আছে বিন্দাস মুডে।নাতাশার সাথে বেশ

ভালো ভাব হয়েছে তার।মেয়েটা তাকে বলেছে যে কুহুকে পটাতে সাহায্য করবে।আজ অবদি নাকি সে অনেকের সেটিং করিয়ে দিয়েছে। আয়ানও নাতাশাকে বিশ্বাস করে। মেয়েটা বেশ ভালো!

আয়ান কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ঠাস করে বিছানায় শুয়ে পড়লো। হোয়াটস্অ্যাপে নাতাশাকে ম্যাসেজ করলো সে-‘বাসায় আসলাম মাত্র।

মিনিটখানেক বাদে ম্যাসেজ সিন্ হলো।নাতাশা রিপ্লাই করলো

-'আমি একটু পরে কথা বলছি। আমার এক ফ্রেন্ড সুইসাইড করেছে।

আয়ান ভড়কালো খানিকটা।সে সাথে সাথে রিপ্লাই করলো

-'আচ্ছা.. আচ্ছা..তুমি ওদিক সামলাও আগে।পরে কথা হবে।

নাতাশা আর সিন্ করেনি।আয়ান দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।কেন যে মানুষ এসব করে! একটু সবুর করতে পারে না তারা।আল্লাহ’র উপর একটু ভরসা রাখলে কি হয়! আল্লাহ তার বান্দাকে কখনো নারাজ করেন না। তাহলে কেন তারা এসব করে? ভেবে পায়না আয়ান।নাতাশা আর আদিত ওটির সামনে হাঁটাহাঁটি করছে।আর বারবার তাকাচ্ছে ওটার

লাল রঙের জ্বলে থাকা আলোর দিকে।তখন'ই সেখানে হাজির হলো আহনাফ।তার কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে।আহনাফকে দেখতেই নাতাশা আর আদিত থেমে গেল।আহনাফ ঠাণ্ডা স্বরে জিজ্ঞাসা করলো

-'কি হয়েছিল?

আদিত তিরিক্ষি মেজাজে বলতে লাগলো

-‘ওই মা//তারির আজ বিয়া। গতকাল কত করে বুঝালাম।সব এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিছে। বি/ষ খাইছে হারা/মজাদায়..

নাতাশাও রাগি স্বরে বলে উঠলো-‘আমাদের হারা/মাজাদারে পরে দেখবো।আগে ঐ হারা/মজাদির চৌদ্দ গোষ্ঠীর পিণ্ডি চটকাবো আমি। কি কমতি আছে আমাদের আরিফির

মাঝে? বিয়া যখন করবিই না তাহলে নাটক করলি কেন? ওরে তো আমি ছাড়বো না।

আহনাফ জিহ্ব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বললো

-‘ডাক্তার কি বলছে? বাঁচবে?

আদিত বললো—“যখন এনেছি তখনও পার্লস্ চলছিল।জানি না এখন।”

আহনাফ আদিতের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো

-‘ও না গতকাল তোর সাথে ছিল?

আদিত বললো

-‘আরেহ বা// রাত পর্যন্ত তো ঠিক’ই ছিল।সকালে উঠে দেখি লটকায় রইছে মেঝেতে।তখন’ই খাইছে।ভাগ্যিস ঘুমটা ভাঙছিল তখন!

আহনাফ বললো

-‘আংকেল-আন্টিকে খবর দিয়েছিস? নাতাশা বললো-‘আংকেল এমনিতেই হার্টের রোগী।আর আন্টিকেই বা কি বলবো? তাই জানাইনি কিছু তাদের। হঠাৎ ওটির আলো নিভে যায় তখন। ওরা উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। ভেতরে প্রত্যেকের’ই তুফাই বইছে। তাদের এই গ্রুপটা অনেক পুরোনো। সেই প্রাইমারি স্কুল থেকে একসাথে তারা।বন্ধুর এই কাজে ওরা সবাই

হতাশ হয়েছে।একটা মেয়ের জন্য সে আজ সুইসাইড করে ফেললো! ডাক্তার বেরিয়ে এলেন।আহনাফ বাহিরে নিজেকে যথেষ্ট শান্ত দেখালেও তার ভেতর আজ উলোটপালোট হয়ে গিয়েছে।এই বন্ধুমহলটা তার জীবনের অর্ধেক অংশ জুড়িয়ে আছে।আরিফ একটাবার তাদের কথা ভাবলো না! অন্তত নিজের বাবা-মায়ের কথা

ভাবা উচিৎ ছিল তার।তার ভাবনার মাঝেই ডাক্তার বলে উঠলো

-‘অপারেশন সাকসেসফুল...ওনাকে কিছুক্ষণ পরে কেবিনে সিফট্ করা হবে।

সবাই স্বস্তির শ্বাস ছাড়লো যেন প্রাণটা ফিরে এলো তাদের।সবাই চেয়ারে বসলো।আহনাফ গম্ভীর স্বরে বলে উঠলো

-‘হকস্টিকটা আনতে পারবি আদিত?
নাতাশা আর আদিতেরও রাগ উঠেছে আজ।নাতাশা বললো
-‘দুইটা আনিস...
আদিত দাঁত কিড়মিড় করে বললো —“আজ তো তিনটাই লাগবে।”-‘নিধি স্টপ প্লিজ...আর কত কাঁদবি ইয়ার..!

রোদেলা বিরক্ত হয়ে বললো কথাটা। কুহু খেকিয়ে বললো

-‘একদম রঙ্গলীলা করবি না বলে দিলাম, বাঙ্গির মাইয়া! এতোদিন আমি হসপিটাল পড়েছিলাম... একটাদিন গিয়েছিস আমাকে দেখতে? এখন আসছে ওই বানিকচন্দ্রের জন্য কাঁদতে!

তারা এখন গ্রুপ কলে রয়েছে। রোদেলা আর কুহুর এক’ই

ভার্সিটিতে চান্স আসলেও নিধি আলাদা হয়ে যায় তাদের থেকে।তার অন্য ভার্সিটিতে চান্স আসে।এই নিয়ে ঐদিন তিন বান্ধবী অনেক কেঁদেছিল।নিধি এই দুঃখে দেশ ছেড়েই চলে গেল।থাকবেই না এই দেশে।কুহু আর রোদেলা নিধির এই সিদ্ধান্তে রাগ করে আর কথা বলেনি।নিধি তাই দেশে আসে।বেশি হয়নি,, এই তো পাঁচদিন হবে

হয়তো সে এসেছে।আর এর মাঝেই তার বাবা সুযোগ বুঝে তার বন্ধুর ছেলের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে ফেলে।আজকেই কাবিন।

নিধি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে-'আমাকে বাসায় আটকে রেখেছিল।তোদের দুলাভাইয়ের কথা বাসায় জানাতেই আমার ফোনটাও নিয়ে যায়।

কুহু বললো

-‘ভালো করেছে।কেমন ফ্রেন্ড তুই হ্যাঁ? বিয়েতে দাওয়াতটা পর্যন্ত দিলি না!

নিধির রাগ হলো।সে কান্না থামিয়ে বললো

-‘মেরে না একদম পা/ছা ফাটিয়ে দিব।আমাকে জোর করে বিয়ে দিচ্ছে আর তোরা দাওয়াত নিয়ে আছিস! অ্যা.. অ্যা..

নিধি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগলো। হঠাৎ রোদেলা জোরে একটা ধমক দিল।

-‘চুপপপ..

এক ধমকে থেমে গেল নিধি। রোদেলা বলে উঠলো

-‘তুই বিয়ের সময় কবুল বলবি না। তাহলেই তো হয়!

নিধির হেচকি উঠে গেছে কাঁদতে কাঁদতে।-‘বাবা বলে’বলেছে

যে..বি’বিয়ে না করলে তোদের দুলাভাইকে মেরে দিবে....অ্যা.. অ্যা..

কুহু প্লেট ধুচ্ছিল।কানে ইয়ারফোন লাগানো তার।সে বলে উঠলো

-‘আংকেলের মনটাকে যদি এই ঝামাটা দিয়ে দুইটা ঘষা দিতে পারতাম!

রোদেলা বলে উঠলো

-‘পাতিলের কালি উঠাতেই যে কষ্ট.. মনেরটা কীভাবে উঠাবি?

কুহু বললো
-‘তোর বাপ কিন্তু সেই ডেঞ্জারাস, নিধু।খু/ন করতেও হাত কাঁপে না।
নিধি কান্না থামিয়ে আহত স্বরে বললো
-‘উনি বাবা হিসেবে খারাপ নয় রে! শুধু স্বামী আর মানুষ হিসেবেই ব্যর্থ।
রোদেলা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। এসব টপিকে আর গেল না তারা।
কুহু বললো

-‘বিয়ে কখন?

নিধি বললো—“সন্ধ্যায়।”

রোদেলা বললো-‘আমি যা ভাবছি তুইও কি তাই ভাবছিস, কুহু?

কুহু বাঁকা হাসলো।এরপর একে একে প্ল্যান বললো ওদের।রোদেলা একটা শুকনো ঢোক গিলে বললো

-‘মাইরি বলছি...ধরা পড়লে সোজা আল্লাহ’র কাছে যেতে হবে।

কুহু ‘চ’ সূচক শব্দ করে বললো

-‘কুফা লাগিয়ে দিচ্ছিস কেন রে বাঙ্গির মেয়ে!

নিধি বললো

-‘কঠিন প্ল্যান করেছিস...আশা করি সব ঠিকঠাক হবে।

কুহু বললো—“তাহলে দেখা হচ্ছে সন্ধ্যায়।”

রোদেলা বলে উঠলো

-‘তুই বেরোতে পারবি তো?কুহু একটা শয়তানি হাসি দিল।এরপর বললো—“অবশ্যই পারবো।”

কল কেটে দিল। কুহু বলে উঠলো —“আয়ান ভাইয়া, আপ তো গেয়া..! আপকা সুন্দরী বান্ধবী তো কুহুনে দেখলিয়া।হিহি হিহি

কুহু খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগলো।তার হাসি বোধহয় প্লেটগুলোর সহ্য হলো না।আনোয়ারা

বেগম তাকে শাস্তিসরূপ সোকেজের কাচের প্লেটগুলো ধোয়ার জন্য বের করে দিয়েছিল। প্লেটগুলো একটার উপর অরেকটা রেখে রেখে একটা পিলার তৈরি করেছিল কুহু।কিন্তু বেশি উত্তেজিত হয়ে দুই হাত মেলে হাসতে গিয়ে সবগুলো প্লেট নিচে পড়ে গেল।আর সে কি আওয়াজ! কুহু পাথর বনে গেল।হাসবে না কাঁদবে, দাঁড়াবে না দৌঁড়াবে বুঝে

উঠতে পারলো না।আনোয়ারা বেগম শব্দ শুনে এদিকেই আসতে লাগলেন।কুহু মনে মনে যত দোয়া-দরূদ পারে পড়তে লাগলো।ভাগ্য তাকে এই বাঁশটা না দিলেও পারতো।আরিফ বিছানায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে রয়েছে।ঠিক তখন ঠকঠক করে কিছু শব্দ হলো।সে তাকালো।দেখলো আহনাফ,নাতাশা আর আদিত দাঁড়িয়ে।প্রত্যেকের

হাতে হকস্টিক।আরিফ তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললো

-‘মারবি? মার..মরতেই তো চেয়েছিলাম।দিলি না..

আহনাফ এগিয়ে এলো তার নিকট। এরপর বললো

-‘মরার খুব শখ না তোর?

আরিফের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তাও সে ভাঙা স্বরে বলে উঠলো

-‘ওকে না পেলে আমি বেঁচে থেকে কি করবো?কেন মরতে দিলি না আমাকে?কেন তোরা...

“ঠাসসস”

আরিফ হেলে গেল ডান দিকে। হঠাৎ’ই বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে।আহনাফ ধরলো না তাকে।কাঁদতে দিল।কাঁদলে মন হালকা হয়।আরিফ কাঁদলো অনেক্ষণ।আদিত বলে

উঠলো-‘একটা মাইয়া মানুষের জন্য তুই নিজের জীবন দিয়ে দিবি! আর ইউ ম্যাড আরিফ?

আরিফের কান্না থেমে গেছে।সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো

-‘ইয়েস আই’ম ম্যাড...আই’ম ম্যাড ফর হার...

আরিফের এই অবস্থায় কথা বলা নিষেধ ছিল।তার এই চেঁচানোতে গলায় আরো বেশি কষ্ট পায় সে।

নাতাশা ডাক্তারকে ডেকে আনে দৌঁড়ে গিয়ে।ডাক্তার বলে উঠলো -'আপনারা উনাকে প্লিজ উত্তেজিত করবেন না।উনার কথা বলা নিষেধ তিনদিন।সে জায়গায়..

ওরা বলে উঠলো –"সরি.."

ডাক্তার দুইপাশে মাথা নাড়লেন। আহনাফ বলে উঠলো-'তুই মেয়েটার দায়িত্ব নিতে পারবি?

আরিফ ভেজা নয়নে তাকালো আহনাফের দিকে।আহনাফ শক্ত কণ্ঠে আবার বললো
-'মেয়েটার দায়িত্ব নিতে পারবি? হ্যাঁ কি না?
আরিফ উপর নিচ মাথা ঝাকালো। আহনাফ নাতাশা আর আদিতের দিকে তাকালো।চোখে চোখে যেন হাজারো কথা হয়ে গেল এদের। আদিত খেকিয়ে বলে উঠলো-'শা/লা

একে তো তলে তলে টেম্পু চালাতো.. এখন আমাদের'ই আবার ওর টেম্পু ঠেলতে হবে।

এরপর'ই দুঃখী দুঃখী স্বরে বললো -'সবার'ই টেম্পু আছে। শা/লা! টেম্পু তো দূর আমার তো একটা সাইকেলও নাই যে ক্রিং ক্রিং করবো! ডিগবাজি ভাবিই ঠিক বলে.. বা/লে///র কপাল!-'তুই দিন দিন

অনেকটা বেয়াদব হয়ে যাচ্ছিস, সুহাসিনী।

-‘কতবার বলবো আপনাকে যে আমাকে কুহু বলে ডাকবেন।

আয়ান বলে উঠলো

-‘তোর কি আমাকে দেখে কোকিল মনে হয় যে কুহু কুহু করবো!

কুহু হাঁটা থামিয়ে দিল। এরপর বললো

-‘দেখুন আয়ান ভাইয়া..

-‘এখানেই দেখাবি?

আয়ানের ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি। কুহু খ্যাক করে বললো

-‘আরেকটা বাজে কথা বললে আমি আপনাকে তুলে একটা আছার মারবো।

আয়ান নির্দোশের মতো বললো-‘তুই’ই তো বললি “দেখুন আয়ান ভাইয়া”..তোর ভালোর জন্য

বললাম যে এখানে কেন..বাসায় গিয়ে রু...

আয়ানের কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ কোথা থেকে একটা মাঝারি সাইজের ইট এসে লাগলো তার ব্যান্ডেজ করা মাথায়।শুভ্র রঙের ব্যান্ডেজটা মুহূর্তেই লাল বর্ণ ধারণ করলো।টপটপ করে রক্ত পড়তে লাগলো ক্ষতস্থান থেকে।কুহু মুখে হাত দিয়ে ফেললো।আয়ান মাথায়

হাত দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। তার হাত রক্তে লাল হয়ে গেল। ইট'টা একটা কাগজে মোড়া ছিল। কুহু এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।আশেপাশে তেমন মানুষ নেই।ইটটা মারলো কে? কুহু কাগজে মোড়া ইট'টার দিকে তাকাতেই ভ্রু কুচকালো। আয়ানকে না ধরে সে ইট'টা থেকে কাগজটা নিয়ে ইট'টা ফেলে দিল।

কিছু একটা লেখা দেখা যাচ্ছে।কুহু মনোযোগ সহকারে তাকালো।

“আজ মাথা ফাটিয়েছি কাল ওটা ফাটিয়ে দিব।আমার জিনিসের দিকে অন্য কারো নজর আমি বরদাস্ত করবো না।মাইন্ড ইট..”কুহু বেশ ভালো মতো বুঝলো কাজটা কার। তারমানে তার উপর নজর রাখা হচ্ছে! কত্ত বড় খাটাশ! কুহু এদিক ওদিক দেখতে লাগলো কিন্তু কাউকে

দেখতে পেল না।উধাও হয়ে গেল নাকি! কুহুর ভাবনার মাঝেই আয়ান বলে উঠলো

-‘এদিক ওদিক না দেখে আমাকে ধরলেও তো পারিস...ঘটে কি সেই বুদ্ধিটুকুও নেই?

কুহু বুঝতে পারলো না ধরলে কি ধরবে না।বহুত ডেঞ্জারাস লোক।যদি সত্যিই ওমন কিছু করে তাহলে তো

তার আর ফুফি ডাক শোনা হবে না।
কুহু রিস্ক নিল না।সে বললো
-‘সামান্য মাথা ফেটেছে বলে এভাবে নুইয়ে গেলেন! ধুর মিয়া! আপনে পুরুষের কাতারেই পড়েন না।
-‘কিহ্!!
কুহু নিজের কথার মানে বুঝতে পেরে বলে উঠলো-‘আরে ইয়ে...ওটা বলিনি।মানে এইটুকু আ...
আয়ান রেগে গেল।সে বলে উঠলো

-‘তোর কি মাথায় সমস্যা কুহু? দেখছিস মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে আর তুই বাজে বকে চলেছিস! সবসময় মজা ভালো লাগে না। সিরিয়াস হ একটু...

কুহুর মুখটা ছোট হয়ে গেল।সে ব্যাগ থেকে তার রোমালটা বের করে আয়ানের দিকে বাড়িয়ে দিল। আয়ান তাকালো সেদিকে।এরপর বললো

-‘বেঁধে দিলে কি তোর হাতে ফোসকা পড়বে!

কুহু বেজার মুখেই বললো

-‘ আমার কিছুই হবে না।আপনার মূল্যবান সম্পদে ঠাডা পড়বে।

আয়ান কপাল কুচকে বলে উঠলো

—“অ্যা!!”-‘দোস্ত...বরকে কি সোজা মেরে দিব?

আদিতের কথা শুনে আহনাফ তাকালো তার দিকে।এরপর বললো

-‘এসব ছোটখাটো ব্যাপারে হাত নোংরা করার প্রয়োজন মনে করছি না।

নাতাশা বললো

-‘সব কি এতোই সহজ, আহনাফ? যদি আমরা যা ভাবছি তার বিপরীত হয়ে যায়!

আহনাফ কিছু বললো না।মন দিয়ে ড্রাইভ করতে লাগলো।কানে ব্লুটুথ লাগানো যেটার মাধ্যমে সে কুহুর

খবরাখবর পাচ্ছে।তার কথামতোই একটু আগে একজন গার্ড ঐ ইট ছুড়ে মেরেছিল।আহনাফ বললো

-‘তোমার ম্যাম কি করছে এখন?

ওপাশ থেকে উত্তর এলো-‘ছেলেটার মাথায় রোমাল বেঁধে দিচ্ছে, স্যার।

আহনাফ দুইদিকে ঘাড় বাঁকালো। এরপর বললো

-‘নজর রাখো।উল্টোপাল্টা কিছু দেখলেই সোজা ছেলেটাকে গুলি করে দিবে।ওকে?

সবাই বড়বড় চোখ করে তাকালো আহনাফের পানে।গার্ড ওকে বলে কল কেটে দিল।নাতাশা বললো

-‘ভাই কি বলছিস তুই? ও মরলে আমার কি হবে?

আহনাফ ড্রাইভ করা অবস্থাতেই এক ভ্রু উঁচু করে পেছন ঘুরে

তাকালো তার দিকে।নাতাশা মিন মিন করে বললো

-‘আই’ম ইন লাভ উইথ হিম।

আহনাফ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।এরপর বললো

-‘সেটা তোর ভাবনা।আমার জিনিসের দিকে যে নজর দিবে তাকে আমি ছেড়ে দিব তুই ভাবলি কি করে!

নাতাশা ঠোঁট উল্টালো।এরপর বললো

-‘ইট মার, পাথর মার তাও একেবারের জন্য মারিস না।

আহনাফের ঠোঁট দুই দিকে প্রসারিত হয়ে গেল।এরপর বললো

-‘ইট-পাথর মারলে জায়গা মতোই মারবো।চিনিস তো তুই আমাকে।

-‘সেই বলেছিস মামা!আদিত হো হো করে হাসতে লাগলো কথাটা বলে। আহনাফ কপাল কুচকে বললো

-‘তুই হাসছিস কেন? আমাদের তো তাও কেও আছে।তোর তো কেউই নেই।সিঙ্গেল!

এবার আহনাফ আর নাতাশা হো হো করে হাসতে লাগলো।আদিতের মুখটা চুপসে গেল।জায়গা মতো লেগেছে কথাটা তার।আজ সিঙ্গেল

বলে কি অপমানটাই না সহ্য করতে হচ্ছে তাকে।আদিত বলে উঠলো

-'হাহ্! একদিন আমিও মিঙ্গেল হবো। তখন তোদের দেখিয়ে দেখিয়ে কাপল্ ভ্লগ করবো রে পাপির দল।দেখে নিস!

নাতাশা বলে উঠলো

-'এইসব স্বপ্ন দেখে আর স্বপ্নের ইজ্জত মারিস না, ভাই।

ওরা আবার হাসতে লাগলো।আদিত দুই হাত উঁচু করে বলে উঠলো
-‘হে আল্লাহ! তোমার কাছে বিচার দিলাম।
হাসতে হাসতে গন্তব্যে পৌঁছে গেল তারা।আহনাফ ওদের দিকে তাকালো একপল এরপর ইশারায় কথোপকথন হলো।রোদেলা বোরকা পড়ে বেরিয়েছে সবে ঠিক তখন তার ফোনে নোটিফিকেশনের শব্দ

হয়।রোদেলা ফোনের দিকে তাকালো।হোয়াটস্অ্যাপে ম্যাসেজ এসেছে। ম্যাসেজটা দেখতেই তার কপালে ডোজনখানেক ভাজ পড়লো।

“You look pretty in black, my love.”

রোদেলা আশেপাশে তাকাতে লাগলো।বাড়ির গেইট পার করেনি এখনো সে।তাহলে কে বললো কথাটা? কোথা থেকে দেখলো

তাকে? তখন আবার একটা ম্যাসেজ এলো
“Don’t waste your time, my doll. I hope your mission will be successful. Best of luck.”
রোদেলা ‘চ’ সূচক শব্দ করলো।কে আড়াল থেকে নজর রাখছে তার উপর?এতোকিছু কি করে জানছে সে?যাকে ভালোবাসে তার খবর নেই

অন্য পাখি এসে বাসা বাঁধতে চায়। যত্তসব গোলামের ছাঁও! রোদেলা আর পাঁচ না ভেবে গাড়িতে উঠে পড়লো।সে নিজে ড্রাইভ করবে আজ।বাসায় বলেছে কুহুর কাছ থেকে নোট আনতে যাচ্ছে।খুব'ই ইম্পর্টেন্ট।আর কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে সে বেরিয়ে যায়।ইজি টেকনিক বাসা থেকে বের হওয়ার।-'বাসার এতোগুলো প্লেট

ভাঙলি তুই আর নাম দিলি আমার। যদিও আমি তোকে বাঁচাতাম।কিন্তু সেই সুযোগটাই দিলি না নিজেই ফাঁসিয়ে দিলি!

কুহু আর আয়ান বর্তমানে নিধিদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে।রোদেলার অপেক্ষায় সে।আয়ানের কথা শুনে সে বললো

-‘কেন, কষ্ট হচ্ছে এর জন্য? আপনিও তো চাইলে মামিকে সত্য কথাটা বলে দিতে পারতেন।

আয়ান বলে উঠলো

-‘তাহলে যে তোকে কষ্ট পেতে হতো।

কুহু তাকালো আয়ানের দিকে। আয়ান তার দিকেই তাকিয়ে।কি অদ্ভুদ সেই দৃষ্টি! সে জানে কুহু কোনোদিন তার হবে না তাও কেন

এতো আকুলতা! কেন সে বারবার এমন করে? কুহু চোখ সরিয়ে নিল। আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সে।বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।যেকোনো মুহূর্তে হয়তো বৃষ্টি নামবে।আয়ান বলে উঠলো

-'আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভয় পাস, সুহাসিনী?

কুহু তাকালো তার দিকে।আয়ান তার তাকানো দেখে বললো-‘যদি প্রেমে পড়ে যাস..

কুহু হাসলো।এরপর আকাশের পানে তাকিয়ে বললো

-‘প্রেমে মানুষ বহুবার পড়লেও মায়ায় একবার’ই পড়ে।আর মায়া অনেক ভয়ংকর।পুরোটা জীবন লেগে যায় সেই মায়া কাটাতে।হোক সে খারাপ,জঘন্য।তবুও তার মায়া

কাটানো কঠিন হয়ে পড়ে।কখনো কারো মায়ায় পড়লে বুঝবেন।

আয়ানও কুহুর মতো করে আকাশের পানে তাকালো।এরপর বললো

-‘জীবনে সঠিক মানুষ আসলে সেই মায়াও কাটতে বাধ্য।

কুহু কিছু বললো না আর।হঠাৎ’ই তাদের সামনে একটা কালো রঙের গাড়ি এসে উপস্থিত হয়।গাড়ির দরজা খুলে রোদেলা বেরিয়ে আসে।

কুহু এগিয়ে যায়।রোদেলা আয়ানকে দেখে একটু চমকায় বটে।আয়ান যে সাথে আসবে সেটা তার জানা ছিল না।সে নরম সুরে সালাম দিল। আয়ান হেসে সালামের জবাব দিল। রোদেলা ফিসফিস করে কুহুকে বললো-‘এই আয়ান ভাইয়া যে আসবে এটা তো বলিসনি!

কুহুও ফিসফিস করে বললো

-‘আরেহ খাটাশটাকে বললাম যে বেরোতে সাহায্য করুন।ওমাহ্! নিজেই সাথে ঝুলে গেল।

রোদেলা হেসে বললো

-‘আহা! টুরু লাভ বলে কথা! আমারটা ফিরেও তাকায় না আর আপনারটা ঘুরতেই থাকে সাথে। তোর ভাগ্য ভালো রে, বেবি।

কুহু হাসলো তবে সেই হাসি প্রাণবন্ত ছিল না।সে মনে মনে বললো

-‘এরকম ভাগ্য কারো না হোক।-‘ভাইজান, আপনি এখানেই থাকবেন।না না আমি কোনো কথা শুনছি না।

অখিল শাহরিয়ার আহান শাহরিয়ারকে একদম জাপটে ধরেছে আজ।সে কিছুতেই আজ তাকে যেতে দিবে না।জেরিন বেগম বলতে লাগলেন

-‘আপা যাওয়ার পর থেকে আর একটাদিন থাকেননি এই বাড়িতে আপনি।বাহিরে বাহিরে থেকেছেন। সাজ্জাদ ভাইজানও চলে গেল দেশ ছেড়ে। আহনাফটাও বড় হওয়ার পর আলাদা হয়ে গেল।আপনাদের ছাড়া কি আমাদের ভালো লাগে, ভাইজান? পুরো বাড়িতে কেমন একটা হাহাকার...জেরিন বেগম শাড়ির আচল মুখে চেপে কান্না করে

ফেললেন।আহান শাহরিয়ার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর এ বাড়িতে তেমন থাকা হয়নি তার।কীভাবে থাকবেন তিনি! সবটা জায়গাজুড়ে তার স্ত্রী মালিনীর স্মৃতি। সংসারের বড় বউ ছিল সে।আহান শাহরিয়াররা তিন ভাই।তারা দুই ভাই দেশে থাকলেও দেশ ছেড়েছেন মেঝো ভাই সাজ্জাদ শাহরিয়ার। পরিবার নিয়ে বিদেশে পারি

জমিয়েছেন তিনি।অবশ্য সেটাও মালিনী শাহরিয়ারের মৃত্যুর পর। মালিনী সবার প্রিয় একজন মানুষ ছিলেন।পুরো সংসারটা একজোট করে রেখেছিলেন তিনি।আহান শাহরিয়ারদের মা ছোটবেলাতেই মারা যান।যার দরূন মালিনী ভাবি কম মা ছিলেন।মালিনীও হেসে খেলে সবাইকে নিয়ে থাকতেন।কতটা হৈ-হুল্লোরে মেতে থাকতো এই

শাহরিয়ার কুঞ্জ! আর আজ...-‘ভাইজান...

ভাবনার জগতে ছেদ ঘটলো আহান শাহরিয়ারের।তিনি হালকা হেসে বললেন

-‘এই বাড়ির প্রতিটা কোণায় মালিনীর স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। এখানে থাকলে নিজেকে স্বাভাবিক রাখা কঠিন হয়ে যাবে আমার।

অখিল শাহরিয়ার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ড্রয়িং রুমে বড় করে বাঁধানো মালিনী শাহরিয়ারের সাথে তাদের পুরো পরিবারের হাস্যজ্জ্বল ছবিটার দিকে তাকালেন তিনি।এরপর বললেন

-'ভাবি কতটা নিপুণভাবে আগলে রেখেছিল পুরো সংসারটাকে! আজ সেও নেই আর...

চোখের কোণের পানি মুছলেন ভদ্রলোক।আহান শাহরিয়ার সেসব কথায় গেলেন না আর।তিনি বললেন

-‘সাজ্জাদ কি দেশে আসবে না?

অখিল শাহরিয়ার বললেন

-‘ওহ ভাইজান ভুলেই গেছি... ভাইজান এই মাস শেষে দেশে আসতে পারে বলে জানিয়েছেন। জানেন ভাইজান!আমাদের রাহুল’টা অনেক বড় হয়ে গেছে। ভিডিও

কলে ঐদিন দেখলাম।আর কি সুন্দর হয়েছে মাশাআল্লাহ! ভাবি সবসময় বলতো না যে রাহুল সিনেমার হিরোদের মতন হবে।দেখেছেন ভাবির কথাই সত্যতে রূপান্তরিত হয়েছে।

আহান শাহরিয়ার হাসলেন।তিনি বললেন

-‘যাক তাহলে তো ভালোই।দেশে এলে তিন ভাই জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

জেরিন বেগম বললেন

-‘তখন কিন্তু থাকতে হবে ভাইজান। সবাই মিলে একসাথে অনেক আনন্দ করবো।আপাও অনেক খুশি হবে।

আহান শাহরিয়ার হাসলেন। তাকালেন বড় ফ্রেমটার দিকে।

মালিনী শাহরিয়ারের দিকে তাকিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

।

।

-'নিধি...এই নিধি....এই নিধিরাম ভূত...!

কুহু ফিসফিস করে ডাকছে আর ওর বাহুতে মৃদু থাপ্পর দিচ্ছে।নিধি ঘুমে বিভোর।সে মুখটা চুলকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।রোদেলা বললো

-‘তখন কান্না করছিল আর এখন দেখো! শা/লা মরার মতো ঘুমোচ্ছে। কুহু দরজার দিকে তাকালো।এভাবে এতোক্ষণ দরজা বন্ধ থাকলে যে কেউ সন্দেহ করবে।সে আর পাঁচ না ভেবে নিধির বাহুতে জোরে একটা চিমটি কাটে।নিধি ধরফরিয়ে উঠে বসে।চেঁচাতে নিলে ওরা দুজন মিলে ওর মুখ চেপে ধরে।নিধির প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছিলো আরেকটু হলে।

ধীরে ধীরে হাত ছাড়লো তারা।নিধি লাফিয়ে উঠলো

-‘তোরা এসেছিস!কুহু কথা না বলে হাতে থাকা ব্যাগ থেকে বোরকা আর নিকাব বের করে ছুঁড়ে মারলো তার দিকে। নিধির পরণে মেরুন রঙের শাড়ি আর মুখে হালকা সাজ।গায়ে টুকটাক গহনা।সে বলে উঠলো

-‘শাড়ির উপর বোরকা পড়ব!

কুহুর রাগ হলো।এমনিতেই যেকোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা আছে তার উপর এই মেয়ে নাটক শুরু করেছে! কুহু খ্যাক করে বলে উঠলো

-‘সব খুলে তারপর বাহিরে চল। কিছুই পড়া লাগবে না তোর।

নিধি লাজুক হেসে বললো

-‘যা দোস্ত! ওভাবে তো তোদের দুলাভাই দেখবে!রোদেলা আর কুহু

একে অপরের দিকে তাকালো। এরপর দুজন ধরাম করে কিল বসিয়ে দিল নিধির পিঠে।নিধি মার খেয়ে দ্রুত বোরকা নিকাব পড়ে নেয়।কিন্তু তখন ঘটলো এক বিপত্তি! হাঁটতে গেলেই নিধি উষ্টা খাচ্ছে। শাড়ি পায়ে বেজে যাচ্ছে।কুহু ‘চ’ সূচক শব্দ করলো।রোদেলা বলে উঠলো—“আইডিয়া!”ওরা রোদেলার দিকে তাকালো।রোদেলা দাঁত

কেলালো যদিও নিকাবের কারণে তা দেখা গেল না।

রোদেলা শাড়িটা উঁচু করে নিধির কোমড়ে গুজে দিল।তিনজনেই বহু কষ্টে নিজেদের হাসি আটকালো।কুহু ঝটপট ফোনটা বের করলো সেলফি তুলতে।রোদেলা নিকাবটা খুলে ঠোঁট চোকা করে এক চোখ মেরে পোজ নিল, নিধি বত্রিশটা দাঁত বের করে ক্লোজাপ মার্কা হাসি দিল আর কুহু

নিকাবটা খুলে কপালে হাত দিয়ে চোখ বুঝে হায় হায় মার্কা পোজ দিল।একটা ক্লিক! ব্যাস হয়ে গেল!-‘ নওশাদ আহমেদ! রাইট?

নওশাদ আহমেদ কিছু গেস্টদের সাথে কথা বলছিলেন।ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের নাম শুনে খানিকটা ভড়কালেন ভদ্রলোক।গেস্টদের থেকে বিদায় নিয়ে সাইডে এলেন তিনি।হাঁটুর বয়সী একটা ছেলে

তাকে নাম ধরে সম্বোধন করলো! বড্ড অদ্ভুদ লাগলো ব্যাপারটা।

-‘কারা তোমরা?

আহনাফ হাসলো।এরপর বললো

-‘সেসব কথা ছাড়ুন। বরযাত্রী যে আসছে না সেটা কি জানেন?

ভড়কালেন ভদ্রলোক।খানিকটা চেঁচিয়ে উঠলেন

-‘এইসব কি বলছো তুমি? আর তোমার পরিচয়ই বা কি?

আহনাফ বললো

-‘আস্তে...চেঁচাচ্ছেন কেন? আর আমার পরিচয় বাদ দিন।বরযাত্রী আসছে না এটাই মেইন ফ্যাক্ট। এটাতেই থাকুন।

-‘আসবে না কেন?

আদিত বললো-‘আপনার মাইয়া যে অন্য কাউকে পছন্দ করে তা কি আপনি জানেন না?

নওশাদ আহমেদ যেন বুঝলেন কিছু।তিনি বললেন

-‘ওওও তোমরা তাহলে ঐ ছোকরার বন্ধু-বান্ধব? বিয়ে ভাঙতে এসেছো তাই না?

নওশাদ আহমেদের কথা শুনে ওরা তিনজন’ই হো হো করে হেসে উঠলো।নাতাশা বললো

-‘এমন ব্যবস্থা করে এসেছি যে আপনার মেয়েকে আর কেউই বিয়ে করবে না।

চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক—“মানে?”

আহনাফ হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কাউন্ট করতে লাগলো

-‘1...2...3...4..এরপরেই তারা একসাথে নওশাদ আহমেদের দিকে তাকালো।নওশাদ আহমেদ ভ্রু কুচকালেন।হঠাৎ’ই তার ফোনটা শব্দ

করে বেজে উঠলো।চমকালেন ভদ্রলোক।ওদের দিকে ভ্রু কুচকে তাকিয়েই কল রিসিভ করলেন তিনি।হ্যালো বলার আগেই ওপাশ থেকে কিছু একটা বলে উঠলো। হয়তো এমনকিছু যে কখনো শুনতে হবে ভদ্রলোক কখনো আশাও করেনি।আশা করার কথাও না। নওশাদ আহমেদ একপ্রকার হা হয়ে গেলেন।তাকে কিছু বলতে না দিয়েই

ওপাশ থেকে কল কেটে দেওয়া হলো।আহনাফরা হাসছে।নওশাদ আহমেদের রাগে শরীর কাঁপছে।সে আহনাফের কলার চেপে ধরতে নিলে আদিত আর নাতাশা ধরে ফেললো তাকে।অনেকের নজর এদিকে চলে এসেছে।আহনাফ বললো

-'সিনক্রিয়েট করলে লস আপনার লাভ আমাদের।এখানকার উপস্থিত সবাই জানবে কথাটা।

নওশাদ আহমেদ ঝাটকা মেরে হাত ছাড়ালেন।রাগে কথা বলতে পারছেন না ভদ্রলোক।আশেপাশে তাকালেন একটু।অনেকের নজর এদিকে। এলাকায় ভদ্রলোকের একটা সুনাম আছে।এখন এখানে সিনক্রিয়েট করলে হয়তো তা আর থাকবে না।

ভদ্রলোক ওদের ভেতরে আসতে বলে ভেতরে চলে গেলেন।বাঁকা হাসলো তিনজন। আদিত বলে উঠলো

-'যে কথা বলে এসেছি জিন্দেগিতে উনার মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না যদি এটা ছড়িয়ে যায়!

নাতাশা বললো-'ছড়াবে না।এতেই সিধে হয়ে যাবে।তবে এমন কথা বলাটাও ঠিক হয়নি।

আহনাফ বললো
-‘লাস্ট মোমেন্টে এসে বিয়ে আটকাতে বললে এর চেয়ে ভালো উপায় আমার জানা নেই।
নাতাশা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।আদিত হঠাৎ বলে উঠলো
-‘দোস্ত তুই মেয়ে তো? না মানে যে যুগ...

নাতাশা ধরাম করে কিল বসিয়ে দিল আদিতের পিঠে।আদিত বলে উঠলো

-'কি শক্তি তোর! মাইরি বলছি তোর জামাইয়ের কপালে দুঃখ আছে।

নাতাশা বললো

-'আমার জামাই আমি বুঝে নিব। তোর এতো জ্বালা কেন?

আহনাফ ধমকের সুরে বলে উঠলো

-‘চুপ করবি তোরা?এখানে এসেও শুরু করে দিয়েছিস!চুপ হয়ে গেল ওরা।দুজন দুজনকে মুখ ভেংচি কাটতে ভুললো না।আহনাফ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভেতরে যেতে নেয়।যাওয়ার পথে হঠাৎ কারোর সাথে ধাক্কা লাগলো তার।তিনজন বোরকাওয়ালী।এদের একজনের সাথেই ধাক্কা লেগেছে।আহনাফ

“সরি” বলে চলে যেতে নেয়।কিন্তু কুহু চেতে বলে উঠে
-‘ধুরো বাঙ্গির পোলা!আহনাফ থেমে গেল।কপাল কুচকে এলো তার।কুহু রোদেলা আর নিধির সাথে কথা বলতে বলতে হাঁটছিল।সামনে খেয়াল করেনি।তানাহলে যেচে সিংহের সাথে কে ধাক্কা খায়! কুহু কার সাথে ধাক্কা খেয়েছে তা দেখার জন্য তাকাতেই চমকে উঠলো।

রোদেলার আত্মাটা ছ্যাৎ করে উঠলো।রোদেলা ক্ষেপলো কুহুর উপর। একটা সেকেন্ড যদি এই মেয়েটা চুপ থাকতে পারে! এখন কি হবে? আর এই আহনাফ ভাই'ই বা এখানে কি করছে? নিধি বুঝলো না কিছু।কুহু হঠাৎ বলে উঠলো —"ভাগো পোলাপান.. ভাগো..."

ওরা কথাটা বুঝার সময়টাও পেল না।কুহু ওদের হাত ধরে দৌঁড়

লাগালো।আহনাফ বুঝলো তার সন্দেহ'ই সঠিক।সে বলে উঠলো-'স্টপ তিলোত্তমা...
থামলো না কেউই।রোদেলা বললো–"তিলোত্তমার সময় নেই।"
কুহু বলে উঠলো
-'খাটাশ ভাসে গাঙ্গে.. তিলোত্তমা চাঙ্গে..ভাগোওওও-'তিলোত্তমা কেডা রে?

রোদেলা ফুল স্পিডে ড্রাইভ করছে তার এদিকে খেয়াল নেই।কুহু রোদেলার পাশে বসে।বুকবুক টিপটিপ করছে।বারবার সাইড মিরোরে দেখছে যে পেছন পেছন কেউ আসছে নাকি! নিধি পেছনে বসে।সে বলে উঠলো

-'এই বল না!

কুহু 'চ'- সূচক শব্দ করে বললো

-'তোর নানি তিলোত্তমা।

নিধি মুখ ভেংচি কাটলো।কুহু আবার সাইড মিরোরে তাকালো।হঠাৎ রোদেলা ব্রেক কষলো।ওরা ঝুঁকে গেল সামনের দিকে।কোনোমতে আঘাত পাওয়া থেকে বাঁচলো।কুহু বলে উঠলো

-'বাঙ্গির মাইয়া! মারবি নাকি? রোদেলা ভয়মিশ্রিত নয়নে তাকালো কুহুর দিকে।কুহু কপাল কুচকালো। রোদেলা সামনের দিকে তাকাতে

বললো ইশারায়।কুহু সামনের দিকে তাকাতেই থমকে গেল।বুকের বা পাশে হাত দিয়ে ইশারায় রোদেলাকে গাড়ি ব্যাকে নিতে বললো।রোদেলার হাত অবশ হয়ে গেছে যেন।তার হাত নড়ছে না।কুহু চেতে বললো

-'বাঙ্গির মাইয়া গাড়ি ব্যাকে নে....ওরা নিশ্চই নিধির বাপের আত্মীয়।বিয়ে খেতে এসেছিল।কনে নেই দেখে বুঝে গেছে।

চারদিক তিমিরে মোড়া।দুটো গাড়ি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। রোদেলা হাত সামনে আনতেই দেখলো তার হাত কাঁপছে।কুহু বলে উঠলো-‘ওরে আমার নানি...কাঁপাকাঁপি শুরু করেছিস কেন?তাড়াতাড়ি কর না শা/লি!

সামনের গাড়ির দরজা খুলে গেল। আহনাফ নেমে এলো।সে বলতে লাগলো

-‘স্টপ তিলোত্তমা...বাহিরে এসো...

জানালার কাচ আটকানো ছিল। আহনাফের হাতের ইশারায় ওরা বুঝলো ওদের নামতে বলছে। রোদেলা দ্রুত বেগে গাড়ি পেছনে নিয়ে যেতে লাগলো।আহনাফ বারবার থামতে বলছে তাদের।তারা গাড়ি ঘুরিয়ে উল্টো যেতে লাগলো। আহনাফ ‘চ’ সূচক শব্দ করে দ্রুত গিয়ে গাড়িতে বসলো।

-‘হা করে তাকিয়ে আছিস কেন? গাড়ি স্টার্ট কর....

আদিত বললো-‘দোস্ত আমরা এখন ডিগবাজি ভাবিকে নিয়ে কি করবো? আমাদের আরিফের বউকে নিয়ে ভাবা উচিত।

আহনাফের রাগে মাথায় আগুন জ্বলছে।সে বললো

-‘আরে গর্ধবের সমন্ধি! ওর বউ নিয়ে ভেগে যাচ্ছে ওরা।

রাফি,নাতাশা আর আদিত বলে উঠলো—“অ্যা!!” রাফি বিয়ে বাড়ির বাহিরেই ছিল।নওশাদ আহমেদ কোনো সুবিধার লোক না।এটা ওদের সবার’ই জানা। যদি উল্টোপাল্টা কিছু হয় তাহলে যেন রাফি পুলিশে কল করতে পারে তাই সে বাহিরে ছিল।আহনাফ প্ল্যান এ টু জেড রেডি করে রেখেছিল।কতগুলো প্ল্যান আর ফেল হবে হাহ্! কিন্তু

সবশেষে যে নাকের ডগা দিয়ে কনে পালিয়ে যাবে এটা ভাবতেও পারেনি।

রাফি বলে উঠলো-'আপনি কোনো টেনশন করবেন না ভাই।আমরা এখন'ই ধরে ফেলবো ওদের।নাম আমার রাফি কাইশ্যা, নজরে একবার যে পড়ে সে'ই যায় ফাইস্যা..হুহ্!

রাফি গাড়ি স্টার্ট করলো।নাতাশা আর আদিত হাতে তালি দিল ওর ছড়া শুনে।আদিত হঠাৎ বলে উঠলো

-‘এই তুই জানলি কীভাবে যে কনে ওদের সাথে পালিয়েছে?

আহনাফ সামনের দিকে তাকিয়েই বললো

-‘বিয়ে বাড়িতে তিনজন কালো বোরকা পড়া মেয়ে।থামতে বলায় আবার দৌঁড় দেওয়া।অপরাধ না

করলে দৌঁড় দিবে কেন? আর বিয়ে বাড়িতে কি অপরাধ করতে পারে? তারউপর আবার মেয়েকে জোর করে বিয়ে দিচ্ছে।অফকোর্স মেয়ে পালিয়েছে ওদের সাথে।

নাতাশা আর আদিত হা হয়ে গেল। নাতাশা বলে উঠলো-‘এইটুকু সময়ে এতকিছু ভেবে ফেলেছিস!ওয়াও!!

আহনাফ কিছু বললো না।আদিত বললো

-‘তাহলে ওরা আমাদের দেখে ভাগছে কেন?ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লক্ষ তো আমাদের এক’ই।

আহনাফ দাঁতে দাঁত পিষে বললো

-‘সেটা তুই জানিস, আমি জানি।ওরা জানে? গর্ধব!

আদিত বিজ্ঞদের মতো উপর নিচ মাথা নাড়লো।

রোদেলা হাইস্পিডে ড্রাইভ করছে। নিধি বললো

-‘তারমানে এটা রোদের আহনাফ ভাই?

কুহু উপরনিচ মাথা নাড়লো।তারা সবটা বলেছে ওকে।নিধি বললো

-‘তোর ভাই তো সেই হ্যান্ডসাম।

ভাইয়ের কথা বলতেই কুহুর আত্মাটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো।রীতিমতো চেঁচিয়ে উঠলো মেয়েটা।রোদেলা কপাল কুচকে বললো—“হুয়াট?”

কুহু বলে উঠলো-‘এই যা! আয়ান ভাইয়াকে তো আনতেই ভুলে গেছি। উনাকে তো ওখানেই ফেলে এসেছি।

নিধি বলে উঠলো

-‘ওই যে ঐ ছেলেটা যে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পর পেছনে ছুটছিলো?

কুহু পেছনে ঘুরলো তাৎক্ষণাৎ কথাটা শুনে।

-‘পেছনে আসছিল! গাঁধি তুই বলবি তো একবার!

-‘আমি কি জানতাম নাকি যে ঐটা তোর আয়ান ভাই।শা/লা তোদের কাজিনগুলা তো সেই হ্যান্ডসাম।

কেউকিছু বললো না।হঠাৎ কুহু জানালা দিয়ে পাশে তাকাতেই দেখলো আহনাফদের গাড়ি।শ্বাস নিতে ভুলে গেল মেয়েটা।-‘রোদ তোর খাটাশ ভাই আমাদের সমানে চলে এসেছে...স্পিড বাড়া....

রোদেলা তাকালো গাড়িটার দিকে। রাফি ড্রাইভ করছে।রাফিকে দেখতেই কপালে ডোজনখানেক ভাঁজ পড়লো মেয়েটার।এই মদন এখানে কি করে?বিরক্তরা ঘিরে ধরলো তাকে। নিধি গ্লাস খুললো। আহনাফদের গাড়িতে "Gasolina" গান বাজছে।নিধি বলে উঠলো

-'এই সেই তো...দারুণ একটা ভাইব পাচ্ছি এখন..

নিধি গানের তালে তালে হাত দুলিয়ে নাচতে লাগলো।আহনাফদের গাড়িতে আহনাফ বাদে বাকিরা শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে।মনে হচ্ছে কোনো পিকনিকে যাচ্ছে তারা।রোদেলা এবার জেদ ধরেছে যেন যে কিছুতেই ওদের হাতে ধরা দিবে না।তারকাছে এখন এটা একটা প্রতিযোগিতার মতো হয়ে গেছে।রাফির আগে যেতেই হবে

আগে।ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল রাফির স্বর-'গাড়ি থামাও চোরনি... বিস্কুট নিয়ে ভেগেছো ভেগেছো... আজ অন্যের বউ নিয়েই ভেগে গেলে...চোরনি কোথাকার! গাড়িটাও কি চুরি করা নাকি যে এতো স্প্রিডে চালাচ্ছো?

রোদেলার রাগ উঠে গেল।সে সামনের দিকে নজর রেখেই বলে উঠলো

-‘তুই চোর.. তোর বাপ চোর..তোর চৌদ্দগোষ্ঠী চোর।

রাফি বিরবির করে বললো

-‘চৌদ্দগোষ্ঠীর মাঝে তুইও তো পড়িস হাদা!

আহনাফ চেঁচিয়ে বলে উঠলো

-‘এগুলো কেমন ভাষা, রোদ?স্টপ দ্যা কার..

রাফি বলে উঠলো-‘তুমি পারবে না আমার সাথে চোরনি...গাড়ি থামাও...

আমাদের ভাবিকে আমাদের হাতে তুলে দাও...
ভাবি বলায় ওরা বুঝলো যে আহনাফরা বরপক্ষ।রোদ ক্ষেপেছে আজ।সে কিছুতেই গাড়ি থামাবে না। নিধি গান ইনজয় করছে।কুহু পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখে আহনাফ তার দিকেই তাকিয়ে।নাতাশা বলে উঠলো

-'আসল কথা বলছিস না কেন গরুগুলো....রোদ স্টপ...আমরাও বিয়ে ভাঙতে এসেছিলাম।

কুহু তাকালো নাতাশার দিকে।এর সাথেই না আয়ান ভাইয়ার ভাব জমেছে! অনেকটা সুন্দর তো! তাও তো তার ঘাড় থেকে নামছে না!হঠাৎ নাতাশার বলা কথাটা মাথায় সেট হতেই বলে উঠলো–"অ্যাঁ!!" নিধি

বললো—“কিন্তু আমি তো আপনাদের চিনি না।”রোদ চেঁচিয়ে বলে উঠলো -‘যা খুশি হোক কিন্তু আজ এ গাড়ি থামবে না। এই মদনা বললো কেন যে আমি ওর সাথে পারবো না? আমাকে চিনে ও?আজ ওকে দেখিয়ে দিব এই রোদেলা শাহরিয়ার কি জিনিস...

রোদেলা কথাটা বলে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাস্তা বদল করলো।ঘটনাটা

এতো দ্রুত ঘটলো যে আহনাফরা হকচকিত হয়ে গেল।কুহু আর নিধি পড়ে যেতে যেতে বাঁচলো।কুহু বলে উঠলো

-‘বেবি শান্ত হ...ওরা যদি সত্যিই এরজন্য এসে থাকে তাহলে তো আমাদের’ই লাভ।

নিধি পেছন থেকে বলে উঠলো-‘আস্তে রোদ....মরে যাবো তো...

কুহু বলে উঠলো—“ছিঃ! কিসব অশ্লীল কথা!”

রোদেলা হাই স্প্রিডে ড্রাইভ করছে। ঐ ছেলেটাকে সে সহ্যই করতে পারে না।ওদের গাড়ির সামনে হঠাৎ আরেকটা গাড়ি এসে পড়লো। রোদেলা ব্রেক কষতে কষতে দেরি হয়ে গেল।চোখ বুজে ফেললো সে। বুঝলো যে দেরি হয়ে গেছে। তিনজনেই গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে

উঠলো।কুহু চেঁচিয়ে বললো—“ওরে বাঙ্গি রেএএএ..!!”-‘ছোট মায়ের সাথে কথা হয়েছে স্যার?
সাখাওয়াত আলম সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিলেন।হারুন রহমানের কথা শুনে সোজা হয়ে বসলেন ভদ্রলোক।চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি।এরপর বললেন

-‘রিসিভ করে না কল করলে।মায়ের মতোই ত্যাড়া হয়েছে।

হারুন রহমান বললেন

-‘ছোট মা কি আর এ বাড়িতে আসবে না স্যার?

সাখাওয়াত আলম দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

-‘তার শর্ত সম্পর্কে তো জানোই।

-‘স্যার একটা কথা বলতাম যদি কিছু মনে না করেন....

-'আহা হারুন! তুমি আবার এসব বলছো কেন? বলো তুমি...

হারুন রহমান খানিকটা আমতা আমতা করেই বললেন

-'ইয়ে আসলে...স্যার..জীবন তো একটাই।বড় ম্যাডামও নেই।ছোট মা কে এতোবছর খোঁজার পর পেয়েছেন।

-‘ঝেড়ে কাঁশো, হারুন..হারুন রহমান একটা শুকনো ঢোক গিলে বলেই দিলেন এবার

-‘স্যার...রাজনীতি ছেড়ে দিন।

সাখাওয়াত আলম তাকালেন তার দিকে।হারুন রহমান বললেন

-‘প্রতিশোধ নিয়ে কি’ই বা হবে বলুন! এর চেয়ে ছোট মা যা চাইছে তাই করুন না স্যার! রাজনীতি ছেড়ে দিন। মেয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট সুখী

সংসার গড়ে তুলুন।ছোট্ট একটা জীবন।এসব জঘন্য খেলা খেলে জীবনটা নষ্ট করবেন না, স্যার।

সাখাওয়াত আলম বলে উঠলেন

-'আমার স্ত্রীর খুনিকে তুমি ছেড়ে দিতে বলছো, হারুন!কি করে বললে তুমি এটা? যার জন্য আমার ওয়াইফের প্রাণ গেল আমার মেয়ে আমার থেকে এতগুলো বছর দূরে রইলো এমনকি আমি জানতাম'ই না

যে আমার মেয়ে বেঁচে আছে.. তাকে ছেড়ে দিতে বলছো তুমি!!
হারুন রহমান হাসলেন। বললেন-'মেয়ের ইচ্ছার গুরুত্ব দিবেন না একটাবার! আপনার কারণে ছোট মা আজও এ বাড়িতে পা রাখেনি।এমপির মেয়ে হয়েও সে...
-'আর ওর মায়ের খুনি! তাকে ছেড়ে দিব আমি? ওকে কিছুতেই বাঁচতে

দিব না আমি।ওকে মেরে আমি রাজনীতি ছাড়বো।ছাড়বো না কে বলেছে! অবশ্যই ছাড়বো তবে ওকে শেষ করে।

হারুন রহমান দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

-'আপনি কি তা পারবেন, স্যার? সাখাওয়াত আলম তাকাতে পারলেন না হারুন রহমানের চোখের দিকে। সত্যিই তো! সে কি পারবে...যাকে শেষ করার জন্য এতোকিছু সেও

তো একটা সময় তার হৃদয়ের একটা অংশ ছিল।প্রাণপ্রিয় বন্ধুর বুকে সে কি করে গুলি করবে? নাহ নাহ তাকে পারতেই হবে।সে বন্ধু ছিল না কখনোই।বন্ধু হলে কোনোদিন পারতো না এমন কাজ করতে।সাখাওয়াত আলম একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।এতোগুলো বছরে অনেকবার সুযোগ এসেছিল তার প্রতিশোধ নেবার কিন্তু সে

পারেনি।আর কোনোদিন পারবে কি না এটাও তার জানা নেই।–'হাই জানেমান...

আরিফ চোখ বুজে ছিল।হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠ কানে আসতে চোখ খুললো সে।নিধিকে দেখতেই হতবাক হলো সে।তার পাশের আরেকটা বেডে নিধির থাকার ব্যবস্থা করা হলো।যদিও তেমন আঘাত পায়নি সে।যথাসময়ে রাফি

ব্রেক কষেছিল।তাও কপালে আঘাত পায় সে।কপালের কোণে ফুলে নিলচে হয়ে গেছে। আরিফ বলে উঠলো

-'একি অবস্থা তোমার!

নিধি দাঁত কেলিয়ে বললো-'তুমি একা একা হসপিটালে থাকবে এটা কি মানায়, বলো? তাই আমিও চলে এসেছি।

আরিফের হঠাৎ মাথায় এলো যে আহনাফরা হকস্টিক নিয়ে বেরিয়েছিল।যে ছেলে কিনা নিজের প্রিয়তমাকে হকস্টিক মারতে পারে সেই ছেলে আরেকজনের প্রেমিকাকে মারতে পারবে না? আরিফ বলে উঠলো

-'এই তোমাকে কি আহনাফরা মেরেছে?

নিধি কপাল কুচকালো।

-‘তোমার বন্ধু আহনাফ আর রোদের কাজিন আহনাফ কি একজনই নাকি?

-‘রোদকে চেনো তুমি?

দুজনেই বোকা বোকা নয়নে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলো।নিধি হঠাৎ বলে উঠলো

-‘এই তুমি নাকি সুইসাইডের ট্রাই করেছিলে?

আরিফ মুখটা বাংলার পাঁচের মতো করে বললো-‘তোমাকে ছাড়া আমি কি করে...

নিধি চেতে বলে উঠলো

-‘এক থাপ্পরে পা/ছা ফাটিয়ে দিব বেয়াদব ছেলে!

আরিফের মুখটা কালো হয়ে গেল। নিধি নরম সুরে বললো

-‘তোমার কিছু হলে আমার কি হতো?

ওদের কথার মাঝেই আহনাফরা হাজির হয়।সাথে কাজী নিয়ে এসেছে।কুহু আর রোদেলাও আছে। তারা ঠিক আছে তেমন আঘাত পায়নি।আদিত বলে উঠলো

-‘তোরা বিয়েটা করে আমাদের শান্তি দে একটু।ভাই রে ভাই! কি একটা অবস্থা! আরেকটু হলে সবকটা মিলে একসাথে পটল তুলতাম।একটুর জন্য বেঁচে গেছি।

রোদেলা মাথা নিচু করে রেখেছে। রাফি ওর কানে কানে বললো-‘এত বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম। থ্যাংকস্ মি লেটার, চোরনি।

রোদেলা রাগি চোখে তাকালো তার দিকে।রাফি ভয় পাওয়ার অভিনয় করলো।রোদেলা ভেঙালো ওকে। রাফি চোখ বড়বড় করে ফেললো। রোদেলা হাসলো।রাফি অবাক হলো।

এই মেয়ে হাসতেও জানে! ওরি বাবা!

কুহু রোদেলার পেছনে দাঁড়িয়ে।সে তাকিয়ে তাকিয়ে নিধি আর আরিফকে দেখছে।একটু পর এদের বিয়ে হবে।অন্যের পূর্ণতা দেখতেও ভালো লাগে।সেও তো এমন এক পূর্ণতার স্বপ্ন দেখেছিল যা একজন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।সে যদি ওমন খারাপ না হতো তাহলে

তাদের সম্পর্কটাও বোধহয় পূর্ণতা পেত।হঠাৎ তখন আহনাফ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে উঠলো-‘আমাদেরও এমন একটা দিন আসবে।আপনি কি সেটাই ভাবছেন, তিলোত্তমা সুন্দরী?

ভড়কালো কুহু।আহনাফের দিকে ভ্রু কুচকে তাকালো সে।আহনাফ হাসছে।কুহু ভেবে পায় না তার মাঝে কি দেখে এই লোকটা এমন

পাগল হলো।কুহু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না।নজর সরিয়ে নিল।আহনাফ আবার তার কানের কাছে মুখ নিল...

-‘কোনো কারণ ছাড়াই পাগল করে ফেলেছেন।ইশ! আমাদের যে কবে এমন একটা দিন আসবে!

কুহু ভেবে পায় না এই লোক মনের কথা কি করে বুঝে ফেলে! সে আস্তে করে বললো

-‘কোনোদিন আসবে না।

আহনাফ হেসে বললো

-‘আসবে ম্যাডাম..খুব শীঘ্রই আসবে...

কুহু সরে গেল যেন আহনাফ আরকিছু বলতে না পারে।কাজী বিয়ে পড়ানো শুরু করলো।আহনাফ নিধির উদ্দেশ্যে বললো-‘তুমি দেনমোহর হিসেবে কি চাও?বাড়ি-গাড়ি, টাকা..?

নিধি আরিফের দিকে তাকালো। আরিফ এদিকেই তাকিয়ে।নিধি লাজুক হেসে বললো

-‘ওর একটা কিডনি....

সবাই একসাথে চেঁচিয়ে উঠলো

—“অ্যাঁ!!”

নিধি আবার একইভঙ্গিমাতে বললো

-‘সাথে ওর হৃদপিণ্ডটা যেটাতে নাকি আমি বসবাস করি।

কাজী সাহেব বললেন

-‘কিন্তু মা...দেনমোহর যে সাথে সাথে দিতে হয়...তার আগে তো তোমাকে ছুঁতে পারবে না।

নিধি বললো-‘উমম..আমরা তো হসপিটালেই আছি।সমস্যা নেই।

আরিফ বিছানা ছেড়ে নেমে বলে উঠলো

-‘...আ’আমি বিয়েই করবো না...

সবাই ওর দিকে রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করলো।এতো কষ্ট করে এই পর্যন্ত

আসার পর এখন বলছে বিয়ে করবে না! সুইসাইড করে ফেলে আবার এখন বলে বিয়ে করবো না! আরিফের মনটা বললো “আরিফ পালা..দৌঁড় দে..”।আরিফ পালাতে নিলে সবাই ওকে খপ করে ধরে ফেললো।আদিত বললো

-‘এখন বিয়ে করবি না কেন? সুইসাইড করে ফেলতে পারো..এই হৃদয়টা তোমার বলে পাম মারতে

পারো এখন সেটা কেন দিতে পারবা না, সোনা?

আহনাফ বললো-‘নাতাশা ডাক্তারকে নিয়ে আজ’ই এর হৃদপিণ্ড আর একটা কিডনি বের করা হবে।

সবার ঠোঁটে লুকায়িত হাসি।আরিফ চেঁচিয়ে উঠলো

-‘আমি বিয়া করুম না...আম্মা বাঁচাওওওওওও...

রাফি বলে উঠলো

-‘এই হৃদয়ে শুধু তোমার’ই বসবাস আরিফ ভাই খাইছে এখন আইক্কাওয়ালা বাঁশ!

সবাই হাসলো শুনে।

নিধি হঠাৎ বলে উঠলো-‘এই আমি না এসব টুকটাক অপারেশন পারি।

কুহু আর রোদেলা চমকে তাকালো তার দিকে।সাথে আরিফও।কারণ..

-‘ তুই না কমার্সের স্টুডেন্ট!

রোদেলার কথা শুনে নিধি মুখ চেপে হেসে বললো

-'ইউটিউব দেখে শিখেছি...

সবাই একসাথে বলে উঠলো —“অ্যাঁ!!”কাজী সাহেব যেন এসেও বিপাকে পড়ে গেছেন।দেনমোহরে কিনা কিডনি আর হৃদপিণ্ড চেয়ে বসলো!এখন আবার বলছে ইউটিউব দেখে অপারেশন করা শিখেছে।মনে হলো যেন কাঁথা সেলাই!

আদিত বলে উঠলো
-‘তাহলে আর দেরি কেন.. লাগা অপারেশন...
আরিফ চেঁচিয়ে উঠলো
—-“নাআআআআ....আম্মাআআআআ...!”“সুহাসিনী” নামটা দেওয়ার পেছনে অদ্ভুদ কাহিনী আছে।কুহু যখন প্রথম আমাদের বাড়িতে আসলো তখন মেয়েটার চেহারায় ছিল একরাশ বিষণ্নতা।থাকার’ই কথা...ওর দাদি

ওর সবটা জুড়ে ছিল।সেই দাদীই চলে গেল ওকে ছেড়ে।মেয়েটা যেন একদম নিঃস্ব হয়ে যায়।ওর সাথে আমার এর আগে দেখা হয়নি বললেই চলে।এ বাড়িতে আসার পরেও খুব একটা কথা যে হতো এমনও না।ও নিজেও রুম থেকে বের হতো না।মা ওর খাবার ওর রুমে নিয়ে গিয়েই খাইয়ে দিয়ে আসতেন।ও অনেকটাই ভেঙে

পড়েছিল। একদিন আমার গা কাঁপিয়ে জ্বর এলো।ঐদিন বাহিরে চলছিল ঝড়ের তাণ্ডব।মা অনেকটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন।বাবা তো দেশে থাকেন না তাই চিন্তাটা বেশিই ছিল। কুহু ঐদিন রুম থেকে বেরিয়ে আমার রুমের বাহিরে উঁকি দিয়ে ঘটনা বুঝার চেষ্টা করছিল।মা ওকে দেখে বললেন-‘ওমা! কুহু! ভেতরে

আয় মা।বজ্রপাতের আওয়াজে ভয় পাচ্ছিস?
কুহু উপর নিচ মাথা নাড়ালো। ভেতরে এলো সে।আয়ান চোখ বুজে ছিল।কপালে জলপট্টি দেওয়া।হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়।চারদিক অন্ধকারে তলিয়ে যায় সাথে সাথে।আনোয়ারা বেগম বললেন

-‘এই কারেন্টটাও আর যাওয়ার সময় পেল না! তোরা থাক আমি মোম নিয়ে আসছি।

কুহু বিছানায় বসলো আয়ানের পাশে।চারদিক নিস্তব্ধ।হঠাৎ আয়ানের গোঙানোর শব্দে কুহু একটু নড়েচড়ে বসলো।আয়ানের দিকে তাকাতেই দেখলো আয়ান গায়ের কাঁথাটা সরাতে চাইছে।হয়তো জ্বর ছাড়ছে।কুহু দরজার দিকে তাকালো।

মামি এখনো আসছে না কেন? আয়ানের গোঙানি বেড়ে গেল। বিরবির করে গায়ের কাঁথাটা সরাতে বললো।কুহু বুঝলো। ভাবলো কাঁথাটা সরিয়ে দিবে।যেই ভাবা সেই কাজ।সে টান মেরে আয়ানের গায়ে কাঁথাটা সরিয়ে ফেললো।তখন'ই বিদ্যুৎ চলে এলো।আয়ানের দিকে নজর যেতেই কুহুর চক্ষু চড়কগাছ। আয়ানের পড়ণে শুধু কালো রঙের

একটা শর্ট।কুহু ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইলো সেইদিকে।আয়ান তখন একটু একটু করে তাকালো। ঝাপসা ঝাপসা দেখছে সব।হঠাৎ কুহুকে দেখতেই ভড়কালো ছেলেটা। ওর তাকানো অনুসারে তাকাতেই আরো ভড়কালো।কুহু তখনও খুব মনোযোগসহকারে তাকিয়ে যেন খুব আশ্চর্যজনক জিনিস দেখে ফেলেছে সে।আয়ান জোরে চেঁচিয়ে উঠলো।

চমকে উঠলো কুহু।-‘সেদিন প্রথমবার আমি কুহুকে হাসতে দেখলাম।সে কি হাসি ওর! ওকে হাসলে এতোটা সুন্দর যে কল্পনার বাহিরে..মানে আমি ও যতক্ষণ হেসেছিল শুধু ওর দিকে হা করে তাকিয়েই ছিলাম।ঐদিন’ই আমি ওর হাসির শব্দ শুনে ওর প্রেমে স্লিপ কেটে পড়লাম।আর নাম দিলাম

“সুহাসিনী” ।সবচেয়ে সুন্দর হাসির অধিকারিনী।

হাসলো আয়ান।কি মধুর ছিল সেই মুহূর্তটা! তার প্রথম প্রেমে পড়ার মুহূর্ত। নাতাশা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। আয়ানের জন্য আজ বড্ড বেশি খারাপ লাগছে তার।কুহু যে তার কোনোদিন হবে না।অন্তত আহনাফ বেঁচে থাকতে তা কোনোদিন হতে দিবে না।ছেলেটার সামনে ভয়ংকর

খারাপ দিন আসতে চলেছে।পাঁচ.. পাঁচটা বছর ধরে যাকে ভালোবেসে এসেছে তাকে যখন সে পাবে না তখন যার ঠিক হবে ভাবলেই নাতাশার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

আয়ান আর নাতাশা একটা রেস্টুরেন্টে বসে রয়েছে।আজকাল মাঝেমাঝে সময় বের করে দেখা করে তারা।আজেকেও তেমন'ই দেখা করতে এসেছিল দুজন।তখন'ই

হঠাৎ নাতাশা কুহুকে “সুহাসিনী” নামে ডাকার কারণ জানতে চায়। আয়ান প্রথমে এই লজ্জাজনক কাহিনীর কথা বলতে না চাইলেও পরে আবার ভাবলো বন্ধুই তো..বলাই যায়!

আয়ান তাকালো নাতাশার দিকে। কপাল কুচকে এলো তার।এই ঘটনা শোনার পর তো মেয়েটার হাসিতে ফেটে পড়ার কথা।কিন্তু সে না হেসে

এতো কি ভাবছে! আয়ান ডাকলো তাকে-‘নাতাশা! মিস নাতাশা!

-‘হু?

নাতাশা ভাবনার জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে এলো ।আয়ান বললো

-‘কি ব্যাপার বলুন তো! আপনি ঠিক আছেন তো? না মানে এরকম একটা ঘটনা শুনেও আপনি হাসলেন না যে?

নাতাশা হালকা হাসলো।এরপর বললো
-‘যদি আবার আমার হাসির প্রেমে পড়ে যান তাই আর হাসলাম না।
এই কথা শুনে আয়ান হো হো করে হাসতে লাগলো।এরপর বললো
-‘আরে কি যে বলেন না!নাতাশা দেখলো তার হাসি।কতটা স্বপ্ন তার ঐ দুই চোখে! স্বপ্নভঙ্গের জ্বালা কি করে সহ্য করবে ছেলেটা! কাহিনীটা

অন্যরকম হলেও বোধহয় পারতো। তার সাথে প্রেমটা হলে খুব একটা মন্দ হতো না!

-‘ওহ হ্যালো! আবার কোথায় হারিয়ে গেলেন বলুন তো!

নাতাশা হেসে দুইদিকে মাথা নাড়ালো।আয়ান কফিতে চুমুক দিয়ে বললো

-‘আজকে তো আপনাদের ভার্সিটিতে নবীনবরণ অনুষ্ঠান তাই না?

নাতাশা হঠাৎ মনে পড়ার মতো করে বললো-‘আরেহ হ্যাঁ! ভুলেই তো গিয়েছিলাম।এতো দেরিতে করলো না এবারের অনুষ্ঠানটা কি বলবো! মিস্টার আয়ান...আপনাকে কিন্তু যেতে হবে।

পরপর’ই ঘড়ি দেখে বললো

-‘এখন দশটা বাজে..অনুষ্ঠান শুরু হতে হতে বারোটা।আপনাকে আমি সাথে নিয়ে যাবো।নো এক্সকিউজ!

আয়ানকে এমনাতেও বারণ করতো না।কুহু আজ শাড়ি পড়বে।সে তো অবশ্যই যেত।হালকা হেসে বললো

-‘বেশ..যাবো আমি।

নাতাশা খুশি হলো শুনে।-‘রোদ, আমি এসব শাড়ি-টারি সামলাতে পারি না, তুই যো জানিস!

-‘নো এক্সকিউজ, বেইব।অনেক কষ্ট করে শাড়ি দুইটা ম্যানেজ করেছি। তুই আর আমি সেইম সেইম।

রোদেলা শাড়িতে কুচি দিচ্ছে আর কথাগুলো বলছে।ভিডিও কলে কথা বলছে তারা।কুহু বলে উঠলো
-‘তোকে কে শাড়ি কিনতে বলেছিল, হ্যাঁ? শাড়িটা দেখেও অনেকটা দামি বলে মনে হচ্ছে।পড়বো না আমি এসব বাঙ্গির শাড়ি।
রোদেলা ‘চ’ সূচক শব্দ করলো। কিছুতেই শাড়ির কুচিগুলো ঠিকভাবে ফেলতে পারছে না।সে বলে উঠলো

-‘দেখ ভাই! সবাই শাড়ি পড়বে।তুই আর আমি কেন বাদ যাবো তাহলে? আমি জানি না কিচ্ছু...তুই শাড়ি পড়ছিস এটাই শেষ কথা।নাউ বাই... রোদেলা কল কেটে দিল।কুহু কিছু বলার সময়টাও পেল না।কোলে থাকা মেরুন রঙের শাড়িটার দিকে তাকালো সে।এরপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। কিন্তু সে তো শাড়ি পড়তেই জানে না।....মামিকে বলবে

কি একবার? নাহ্ থাক।শাড়ি তো পড়াবেই না উল্টো ঝাঁটা দিয়ে দৌঁড়ানো দিবে।কুহু ভাবতে লাগলো যে কি করবে।পরক্ষণেই ইউটিউবের মতো সাংঘাতিক জিনিসের কথা মাথায় এলো তার।ব্যাস! হয়ে গেল না সমাধান! হাসলো কুহু।

আঁধা ঘণ্টা পর,-'ফাইনাললি, আই'ম রেডি।

কুহু আয়ানার দিকে তাকিয়ে এদিক সেদিক দেখতে লাগলো।ঠিক তখন ঠকঠক শব্দ হলো দরজায়।কুহু শাড়িটা উঁচু করে ধরে কোনোমতে দরজা খুললো। আনোয়ারা বেগমের কুহুর দিকে চোখ যেতেই কপাল কুচকালেন।এরপরেই হো হো করে হেসে ফেললেন।কুহু চমকালো খানিকটা। আনোয়ারা বেগম বললেন

-‘এটা কি পড়েছিস? মনে হচ্ছে যেন কাপড় পেঁচিয়ে রেখেছিস।কুচির কি হাল আর আঁচল এতো বড় কেন? হাহা হাহা....

কুহুর মুখটা চুপসে গেল।আনোয়ারা বেগম ভেতরে এসে বললেন-‘এদিকে আয় মুখপুরি। কিছুই তো পারিস না।

কুহু যেতেই আনোয়ারা বেগম শাড়ি খুলে আবার সুন্দর করে পড়িয়ে

দিতে লাগলো।কুহু পুরোটা সময় আনোয়ারা বেগমের দিকে তাকিয়েছিল।মা মানে কুহু বোঝে না।আনোয়ারা বেগম যেভাবে যত্ন করে শাড়ি পড়িয়ে দিচ্ছে কুহু এতেই কেমন যেন মা মা অনুভব করছে।শাড়ি পড়ানো শেষ হতেই আনোয়ারা বেগম বললেন

-‘শাড়ি পড়েছিস ভালো কথা, সামলাতে পারবি তো?দেখিস আবার খুলে টুলে যেন না যায়!

কুহু মাথা নাড়ালো।আনোয়ারা বেগম চলে যেতে নিয়েও কি মনে করে আবার ফিরে এলেন।কুহুর চোখের কাজল থেকে একটু নিয়ে ওর কানের পাশটায় দিয়ে দিল।কুহু হতবাক হলো এহেন কাণ্ডে। আনোয়ারা বেগম বললেন

-'তাড়াতাড়ি যেন ফিরে আসা হয়। কথাটা বলে চলে গেলেন তিনি।কুহু হালকা হাসলো।বাহিরে বাহিরে যত যাই বলুক না কেন মানুষটা ভেতরে ভেতরে তাকে অনেকটা ভালোবাসে। ঐদিন যদি সে ঐ ভুলটা না করতো তাহলে হয়তো আ...

কুহুর ভাবনার মাঝেই রোদেলার কল এলো।সে ভাবনা-চিন্তা বাদ দিয়ে দ্রুত কদমে বেরোলো।রোদেলা

আজ তাকে নিয়ে যাবে বলে জেদ ধরেছে।শাড়ি পড়ে সেও বাস দিয়ে যেতে পারবে না।আয়ানও নেই তাই সে আর মানা করেনি।

কুহু বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক কদম হাঁটতেই দেখলো যে একটা কালো রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে।কুহু হেসে এগিয়ে গেল।দরজাটা খুলে বসতে যাবে তখন'ই হকচকালো। আহনাফ! কয়েক পলক ফেললো সে

তার দিকে তাকিয়ে।আহনাফ ড্রাইভিং সিটে বসে।হঠাৎ'ই আবার কুহুর ফোনটা শব্দ করে বেজে উঠলো।রোদেলা কল করছে। আহনাফ এখনো কুহুর দিকে তাকায়নি।সে এখনো সামনের দিকে তাকিয়ে।কুহু কলটা রিসিভ করলো-'কিরেহ বাঙ্গির শা/লি! কই তুই?

রোদেলা বলে উঠলো

-‘আর বলিস না ইয়ার! আমার এক খাটাশ চাচাতো ভাই আজ দেশে এসছে মানে ওনারা পুরো ফ্যামিলি আরকি।বেরোতে যাবো ঠিক ওমন সময় আম্মু বললো যে তারা নাকি কাছাকাছি এসে পড়েছে।দেখা করেই যেন যাই।তুই একটু মানে..

কুহু বলে উঠলো—“তুই বলতে কি চাইছিস?”

-‘কেন আহনাফ ভাই পৌঁছায়নি?

কুহু আহনাফের দিকে তাকিয়ে বললো—“হুম।”
-‘দোস্ত তুই একটু মানে ওনার সাথেই চলে যা না!তুই তো আমার বেবি তাই তোর সাথে ওনাকে ছাড়তে আমার কোনো প্রব্লেম নেই।
কুহু কিছু বলতে নিলে রোদেলা বলে উঠলো-‘আহনাফ ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে।দেখেছিস ওনি

কত ভালো! আমার এক কথায় রাজি হয়ে গেছে জানিস!

কুহু মনে মনে বললো

-‘সে তো কিসের জন্য রাজি হয়েছে আমি বেশ ভালোই বুঝতে পারছি। এমনিতেই পিছু ছাড়ে না তারউপর আজ আবার সুযোগ হেঁটে হেঁটে এসেছে তার কাছে।

রোদেলা আবার বললো—“দোস্ত তুই প্লিজ...”

-‘উষ্টা মেরে তোর ঐ চাচাতো ভাইয়ের গাড়ির ছাদে পাঠিয়ে দিব তোকে।কল রাখ শা/লি বাঙ্গি!

কুহু ঝাড়ি মেরে কল কেটে দিল।সে হেঁটে যাবে তাও এর সাথে যাবে না। গাড়ির দরজাটা ধরাম করে লাগিয়ে হাঁটা ধরলো সে।হঠাৎ শব্দে আহনাফের হুশ আসে।সে পাশ ফিরে তাকালো।কুহু এখানে এলো কখন? ‘চ’ সূচক শব্দ করলো

আহনাফ।এই মেয়ে আজ শাড়ি পড়েছে কেন?একটু আগে হুশ হারিয়ে হা করে সামনে তার দিকে তাকিয়েছিল।এখন যদি এ পাশে বসে আহনাফ যে উল্টোপাল্টা কিছু করে ফেলবে তার'ই বা কি নিশ্চয়তা! কিন্তু একে একা একা ছেড়ে দেওয়াটাও তো ঠিক হবে না। আহনাফ একটা শুকনো ঢোক গিললো।সিকদার কুঞ্জে পরপর দুটো

গাড়ি এসে পৌঁছালো।গাড়ির হর্ণের শব্দে জেরিন বেগম হাসি মুখে বলে উঠলেন

-‘ওরা চলে এসেছে....

রোদেলার বিরক্ত লাগছে।সে তো এ বাড়িতেই থাকছে পালিয়ে তো যাচ্ছে না তাহলে পরে দেখা করলেই তো হতো..তা না! সেও গেল মায়ের পেছন পেছন।শাড়ি সামলানো সত্যিই অনেক কঠিন কাজ।রোদেলা

মায়ের পাশে দাঁড়ালো।প্রথম গাড়ির দরজাটা খুলে গেল।নেমে এলো এক মধ্যবয়স্ক লোক।মুখে অমায়িক হাসি।অপর পাশের দরজাটা খুলে নেমে এলো শাড়ি পরিহিতা এক মহিলা।চোখে পানি চিকচিক করছে। জেরিন বেগম দৌঁড়ে গেলেন।

-‘কেমন আছো আপা?আনিসা বেগম কথা বলতে পারলেন না।জেরিন বেগমকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে

পড়লেন।রোদেলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবটা দেখছে শুধু।অখিল শাহরিয়ার আর সাজ্জাদ শাহরিয়ার হাসলেন।রোদেলার নজর গেল পেছনের গাড়িটার দিকে।ওটাতে আবার কে? তখন'ই গাড়ি দরজাটা খুলে গেল।নেমে এলো এক যুবক। রোদেলার না চাইতেও হা করে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। চোখদুটো একদম আহনাফ ভাইয়ের

চোখ দুটোর মতন।চেহারার গড়ণ যেন একদম পারফেক্ট।লম্বায়ও তো সেই উঁচু! মনে হচ্ছে যেন রূপকথার জগতের রাজকুমার!

রোদেলাকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকতে দেখে যুবকটা কেমন করে যেন হাসলো।এক চোখ মারলো সে। রোদেলা ভড়কে গেল।সে কি ঠিক দেখলো? নজর সরিয়ে নিল সে। হাহ্! যত সুন্দর'ই হোক না কেন

আহনাফ ভাইকে ছাড়াতে পারেনি। ছেলেটা চাবির রিং হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে সামনে এসে উপস্থিত হলো।সাজ্জাদ শাহরিয়ার বললেন

-'ছেলেকে দেখবে না?শুধু আপাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেই হবে!রোদেলা বুঝলো যে এটাই সেই রাহুল। আসলেই কিন্তু সেই হ্যান্ডসাম। পরপর'ই রোদেলা নিজের মাথায় গাট্টা মারলো।জেরিন বেগম চোখের

পানি মুছে রাহুলের দিকে তাকালেন। রাহুল মুচকি হেসে সালাম দিল। জেরিন বেগম সালামের জবাব দিয়ে বললেন

-'মাশাআল্লাহ! আমাদের রাহুল তো অনেকটা সুদর্শন হয়েছে দেখতে। একদম আমাদের আহনাফের মতন। রাহুল প্রথমে হাসলেও পরে সেই হাসি মলিন হয়ে গেল।আহনাফের মতন! আহনাফকে মাঝে টানতেই

হবে এদের!তবে সেই বিরক্ত সে প্রকাশ করলো না।মুখে বললো-'কেমন আছো, ছোট মা?

জেরিন বেগম বললন

-'এতোদিন ভালো ছিলাম না,,,এই যে তুই এলি এখন ভালো লাগছে।

রাহুল হেসে আলতো হাতে জেরিন বেগমকে জড়িয়ে ধরে বললো —"অঅঅ ছোটমা..!"

সবার মুখেই হাসি।রোদেলা শুধু ঘড়ি দেখছে।অখিল শাহরিয়ার ডাক দিলেন তাকে।রোদেলা হাসে মুখে এগিয়ে গেলো

-‘ভাইজান, আমাদের মেয়ে রোদেলা..

রোদেলা সাজ্জাদ শাহরিয়ারের পা ছুঁয়ে সালাম করতে নিলে বাঁধা দিলেন তিনি।

-'আরে ..বেঁচে থাকো মা...অনেক ভালো থাকো...কত বড় হয়ে গেছে তাই না!

আনিসা বেগম বললেন-'ইশ! মেয়েটা কি মিষ্টি হয়েছে দেখতে! ইচ্ছা তো করছে ছেলের বউ বানিয়ে ফেলতে... সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। ফোড়ন কেটে রাহুল বললো

-'আই হ্যাভ নো প্রব্লেম..

সবাই আরো জোরে জোরে হাসতে লাগলো এটা শুনে।রোদেলা চমকে তাকালো তার দিকে।ভয়েসটা পরিচিত লাগছে কেন বে?রাহুলের দিকে তাকিয়েই ভাবছিল সে কথাটা। রাহুল হঠাৎ সানগ্লাসটা একটু নিচু করে আবার চোখ মারলো তাকে। রোদেলা হালকা হেসে বললো-'ভাইয়ার মনে হয় চোখে সমস্যা...

সবাই তাকালো তাদের দিকে।রাহুল বললো

-‘সামনে এতো সুন্দর একটা পরী দাঁড়িয়ে থাকলে কি আর চোখ ঠিক থাকার কথা?

সবাই অদ্ভুদ নয়নে তাকালো তার দিকে।রাহুল তা দেখে বললো

-‘চিল! আই’ম জাস্ট জোকিং...

সবাই হাসলো।রাহুল বললো

-‘শাড়ি পড়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

রোদেলা কিছু বলার আগেই জেরিন বেগম বললেন-‘ওদের ভার্সিটিতে আজ নবীনবরণ অনুষ্ঠান।

রাহুল বড্ড উচ্ছ্বাস নিয়ে বললো —“ওয়াও!”

রোদেলা হালকা হাসলো।অখিল শাহরিয়ার বললেন

-‘আহা! বাহিরেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি সবাই! ভেতরে আসো তো...

সবাই ভেতরে যেতে নিলে রাহুল বললো

-‘তোমরা ভেতরে যাও আমি লিটল্ প্রিন্সেসের সাথে অনুষ্ঠান জয়েন করবো।ডু ইউ হ্যাভ অ্যানি প্রব্লেম?

রোদেলা মুখ কুচকালো।এ আবার কেমন নাম? লিটল্ প্রিন্সেস! মনের বিরক্ত মনেই চাপা দিল।মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো-‘আপনি মাত্র এলেন বিশ্রাম নি...

-‘আই’ম নট টায়ার্ড ইয়েট।আই ওয়ানা জয়েন।

অখিল শাহরিয়ার বললেন

-‘যেতে চাচ্ছে যখন যাক।আহনাফের সাথেও দেখা হয়ে যাবে।ভালোই হবে।যাও বাবা ঘুরে এসো...

রোদেলার বড্ড বিরক্ত লাগলো। তবুও সে মুখে কিছু বললো না।হাসি মুখে গাড়িতে গিয়ে বসলো।রাহুল দুইদিকে ঘাড় বাঁকালো।ঠোঁটের

কোণে তার অদ্ভুদ এক হাসি। ভার্সিটির গেইট দিয়ে পরপর দুটো গাড়ি ঢুকলো।একটাতে আহনাফ,কুহু আরেকটাতে রাহুল,রোদেলা।গাড়ি দুটো একসাথে থামলো।গাড়ির দরজা খুলে একসাথে বেরোলো সব। রোদেলা কুহুকে দেখতেই চেঁচিয়ে উঠলো।

-‘বেবিইইইই..!!রাহুল ভ্রু কুচকালো। রোদেলা হাত নাড়িয়ে ডাকছে

কুহুকে।আহনাফ তাকালো তাদের দিকে।রাহুল আস্তে করে একটা গালি দিল সাথে আহনাফও একটা গালি দিল। কুহু হেসে এগিয়ে আসতে নিবে তখন তার পাশে দাঁড়ানো যুবকটার দিকে তার চোখ গেল। মুখের হাসি উবে গেল মেয়েটার। তার পুরো পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এটা সে কাকে দেখছে! ভেতরে ঝড় শুরু হয়ে গেল তার।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।এতগুলো বছর পর আবার সেই ব্যক্তিকে দেখে যেন সে স্তব্ধ বনে গেছে।অজান্তেই কাজল কালো চোখে পানি চলে এসেছে। অথচ ব্যক্তিটি তাকে একবার দেখেই নজর সরিয়ে নিয়েছে।তখন গালি দিলেও দুজন এখন কুশল বিনিময় করছে। কুহুর অবাক হয়ে গেল।এটা তার কল্পনা নয় এটা সত্য।ও ফিরে

এসেছে। হতভম্ব হয়ে বিরবির করে আওড়ালো একটা নাম—“রেনান!!”